



বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

CLOONEY
FOUNDATION
for JUSTICE



Centre for
Governance Studies

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ সম্পর্কে

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) বাংলাদেশের একটি স্বাধীন, অলাভজনক থিঙ্ক ট্যাংক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে কাজ করে। বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নিরাপত্তা, ডিজিটাল শাসন এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সিজিএস গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। এসব বিষয় দেশের রাজনীতি, সমাজ ও সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তা বোঝার ওপর প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সিজিএস গবেষণা ও নীতি বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনকে আলোচনা ও মতবিনিময়ে সম্পৃক্ত করে। সরকার, আন্তর্জাতিক অংশীদার, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা এবং কার্যকর নীতিনির্ধারণে অবদান রাখে।

এই গবেষণায় সিজিএস'র পক্ষ থেকে গবেষণা কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন রোমান উদ্দিন, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট এন্ড ইয়ুথ আউটরিচ প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর। গবেষণা দলের অন্য সদস্যরা হলেন মারজানা মাহনাজ, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট; আরমান মিয়া, প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট; কাজী হুদ, স্ট্র্যাটেজি অ্যাসোসিয়েট; সাদিয়া তাসনিম, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট; নিশাত তাবাসসুম, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট; এবং কাজী ইসরাহত জাহান, রিসার্চ ইন্টার্ন। অনুবাদে সহযোগিতা করেন দীপাঞ্জলী রায়, সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট।

বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে

নিঘাত দাদ একজন আইনজীবী, ডিজিটাল অধিকারকর্মী এবং ডিজিটাল রাইটস ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিবের উচ্চপর্যায়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক পরামর্শদাতা পরিষদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওভারসাইট বোর্ডের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর কাজের প্রধান ক্ষেত্র হলো অনলাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহিতা ও দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে প্রযুক্তিনির্ভর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা।

ক্লুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিসের 'ট্রায়ালওয়াচ ইনিশিয়েটিভ' সম্পর্কে

ট্রায়ালওয়াচ হলো ক্লুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিস (সিএফজে)-এর একটি উদ্যোগ, যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে বিনা মূল্যে আইনি সহায়তা প্রদান করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো অবিচার উন্মোচন করা, অন্যায়ভাবে আটক ব্যক্তিদের মুক্তিতে সহায়তা করা এবং বিশ্বব্যাপী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জোরদার করা। ট্রায়ালওয়াচ থেকে প্রকল্পটির নেতৃত্ব দেন মানেকা খান্না, সিনিয়র লিগ্যাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এবং তিনি সাবেক লিগ্যাল ফেলো জোনাথন এপস-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) এবং কুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিস (সিএফজে) এই গবেষণার জন্য সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী ত্রিশজন সাংবাদিকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও নিজ নিজ মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল কাইয়ুম, এম. আর. রুবেল, রমজান আলী প্রামাণিক, তানভীর হাসান তানু, রহিম শুভ, সিরাজুল ইসলাম রতন, আফরোজা সরকার, আজহারুল হক, আবু জাফর, ফজলে এলাহী, মকসুদ আহমেদ, আলমগীর মানিক, লুৎফুর রহমান শাওন, মাহতাব উদ্দিন তালুকদার, কে এম বেলাল হোসেন স্বপন, নাসিম উদ্দিন নাসিম, সবুর রানা, মুনির উদ্দিন আহমেদ, আবু তাইয়ুব মুনশি, এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লা, হেনরি স্বপন, মামুনুর রশীদ নোমানি, খন্দকার রাব্বি, ফারজুন আক্তার মনি, ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদ, শান্ত বানিক এবং আবদুল লতিফ লিটু।

সিজিএস ও সিএফজে অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর। সিজিএসের ডিএসএ ট্র্যাকার (বাংলাদেশে স্বাধীনতার ওপর অন্ধকার ছায়া: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮) প্রকল্পে তাঁর মূল্যবান অবদান এই প্রতিবেদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র ও গবেষণা সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশে এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা তৈরিতে তাঁর গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এর পাশাপাশি, সিজিএস ও সিএফজে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সারা হোসেনের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত আইনের ধারাবাহিক পরিবর্তন এবং এর প্রয়োগের আইনি কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

প্রচ্ছদ: সনি রামানী

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত আইনি মূল্যায়ন ও উপসংহার লেখকদের নিজস্ব, এবং তা কুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিস (সিএফজে) ও সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স (সিজিএস) -এর অবস্থানকে অপরিহার্যভাবে প্রতিফলিত করে না। তদুপরি, এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত আইনি মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ ও মতামতের বিষয়ে কুনি ফাউন্ডেশন ফর জাস্টিস ও সিজিএস কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে না এবং এ বিষয়ে কোনো ধরনের নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি প্রদান করে না। এখানে প্রকাশিত মতামতসমূহ সিএফজে ও সিজিএস এর পরিচালনা পর্ষদ বা নেতৃত্বের মতামত হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে।

বাংলা সংস্করণ প্রকাশ প্রসঙ্গে

এই প্রতিবেদনের মূল ইংরেজি সংস্করণ ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আইনগত প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পরবর্তীতে, এপ্রিল ২০২৬-এ সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর পরিবর্তে সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৬ প্রণীত হয়।

বর্তমান বাংলা সংস্করণটি নভেম্বর ২০২৫-এ প্রকাশিত মূল ইংরেজি প্রতিবেদনের অনুবাদ। মূল প্রতিবেদনের সময়কাল, প্রেক্ষাপট, বিশ্লেষণ ও বক্তব্যের যথার্থতা এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে বাংলা সংস্করণে মূল বিষয়বস্তু হালনাগাদ বা পরিবর্তন করা হয়নি। অতএব, প্রতিবেদনে উল্লিখিত সরকার, আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাসংক্রান্ত আলোচনা সংশ্লিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটেই পাঠ করার অনুরোধ রইল।

তবে প্রতিবেদনের বিদ্যমান সুপারিশসমূহ [পৃষ্ঠা ৮৪-৮৯] বর্তমান প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি। সে বিবেচনায়, বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, প্রতিবেদনে উত্থাপিত সুপারিশগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হোক। এর মধ্যে তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুপারিশগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলোর অনেকগুলো বর্তমান সরকারের জন্যও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ	০৬
পটভূমি	০৮
ক. বাংলাদেশের সাইবার অপরাধ আইনসমূহের ধারাবাহিকতা	০৮
খ. আইন বাতিল হলেও মামলার ধারাবাহিকতা	২১
গ. বাংলাদেশে সাংবাদিকতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার চলমান প্রবণতা	২৪
গবেষণা পদ্ধতি	২৬
সারসংক্ষেপ: সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র ব্যবহার	২৮
ক. মামলার সময়গত ও ভৌগোলিক বিস্তার	২৯
খ. অভিযোগকারীদের প্রোফাইল	৩১
গ. অভিযুক্ত সাংবাদিকদের প্রোফাইল	৩৬
আইন: ডিএসএ'র বিভিন্ন ধারা এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার	৩৮
ক. ধারাসমূহ	৪১
১. ধারা ২৫ ও ২৯	৪১
২. ধারা ৩১	৪৭
৩. ধারা ২৮	৫০
৪. ধারা ৩৫	৫২
৫. মতপ্রকাশ-সংশ্লিষ্ট নয় এমন অপরাধসমূহ	৫৩
খ. অভিযোগের ভিত্তি	৫৫
গ. উপসংহার: মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থা	৫৯

মামলার জীবনচক্র: ভয়ভীতি ও হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ডিএসএ	৬০
ক. মামলা শুরুর প্রক্রিয়া	৬০
খ. হেণ্ডার ও বিচার-পূর্ব আটক	৬২
১. ভীতিপ্রদর্শনমূলক হেণ্ডার	৬৩
২. হেণ্ডারসংক্রান্ত সুরক্ষা বিধান লঙ্ঘন	৬৪
৩. দীর্ঘস্থায়ী বিচার-পূর্ব আটক	৬৭
৪. আটক অবস্থায় দুর্ব্যবহার	৬৮
গ. ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ	৭০
ঘ. তদন্ত ও চার্জশিট দাখিল	৭২
১. তদন্ত শেষ করতে বিলম্ব	৭২
২. দায়সারা তদন্ত	৭৫
ঙ. বিচারপ্রক্রিয়া	৭৭
১. দীর্ঘসূত্রতা	৭৭
২. ভিত্তিহীন মামলা	৭৮
সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর প্রভাব	৮০
ক. সাংবাদিকদের জীবনে প্রভাব	৮১
খ. প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রভাব	৮৩
উপসংহার ও সুপারিশ	৮৫



এই প্রতিবেদনে ২০১৮ সালে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা ডিএসএ বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ওপর কী ধরনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে, তার বিশদ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষণটি তৈরি করা হয়েছে একটি স্বতন্ত্র ডেটাসেট বা তথ্যসমষ্টির ভিত্তিতে, যেখানে ২০১৮ সালে আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ২০২৩ সালে তা বাতিল হওয়া পর্যন্ত সারা দেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডিএসএ ব্যবহারের ৪৫১টি ঘটনার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই উপাত্তের আলোকে প্রতিবেদনে অনলাইনে মতপ্রকাশকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলার প্রধান প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একই সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকার কীভাবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা আরও কার্যকরভাবে সুরক্ষিত করতে পারে, সে বিষয়ে সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমানে কার্যকর সাইবার আইন প্রয়োগ সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনটি ২২২টি মামলা বিশ্লেষণ করেছে, যেখানে মোট ৩৯৬ জন সাংবাদিক জড়িত ছিলেন এবং এসব ঘটনায় মোট ৪৫১ বার অপরাধীকরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে দেখা যায়, মানহানি, ভুল তথ্য প্রচার বা আপত্তিকর বক্তব্যের মতো অভিযোগকে কেন্দ্র করে ডিএসএ'র অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত বিধানগুলো ব্যবহার করে অনলাইন প্রতিবেদন ও সমালোচনাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৩০টি মামলা গভীর বিশ্লেষণের জন্য আলাদাভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এসব মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা যায়।

এই প্রতিবেদনে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলোর ধরন, কোন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে, সাংবাদিক ও অভিযোগকারীর বৃত্তান্ত এবং মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে ডিএসএ কীভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়, ডিএসএকে প্রধানত হয়রানি ও ভীতিপ্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তির অভিযোগকারী হিসেবে থাকলেও ব্যক্তিগত বিরোধ থেকেও মামলা দায়েরের নজির রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের বাসা থেকে, কখনো গভীর রাতে, স্বেচ্ছাচারী কায়দায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে; তাদের ব্যক্তিগত ডিভাইস তল্লাশি ও জব্দ করা হয়েছে এবং বিচার-পূর্ব আটকে রাখা হয়েছে।

তবে বিশ্লেষণ করা অধিকাংশ মামলাই বিচার পর্যন্ত গড়ায়নি। ফলে বিচারপ্রক্রিয়াই কার্যত শাস্তিতে পরিণত হয়েছিল। যেসব মামলা বিচার পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেগুলোর বেশিরভাগেই অভিযুক্তরা খালাস পেয়েছেন, যা এসব মামলার দুর্বল বা ভিত্তিহীন চরিত্রকে নির্দেশ করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে মাত্র একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দণ্ডদেশ হয়েছে।¹ অনেক সাংবাদিকই দাবি করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল তাঁদের পেশাগত কাজের ফল হিসেবে। তারা আরও জানায় যে, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে গণমাধ্যমে করা তাদের প্রতিবেদন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টই মামলার একমাত্র কারণ ছিল না।

এর আগে ২০২৪ সালের নভেম্বরে ট্রায়ালওয়াচ ও সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)-এর একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছিল যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (আইসিটি) আইনের বাতিল হওয়া

¹ One other journalist was convicted at trial, but her case was subsequently stayed by the High Court.

ধারাগুলোর অধীনে দায়ের করা মামলা আইনি ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও চলমান রয়েছে, কারণ সেগুলো সাইবার নিরাপত্তা আইন বা সিএসএ'র সংরক্ষণ ধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।² বর্তমান প্রতিবেদনটি সেই ধারাবাহিকতার অংশ। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু ডিএসএ মামলা বাতিল করেছে এবং কিছু মামলা প্রত্যাহারের তালিকা প্রকাশ করেছে, তবুও এই তালিকা কতটা পূর্ণাঙ্গ, তা বাস্তবায়ন কীভাবে হবে এবং বিশেষ করে দণ্ডদেশগুলো কীভাবে বাতিল করা হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।³

এছাড়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে এমন কিছু বিধান রয়ে গেছে, যেগুলোর অপব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ধারা ২৬ উল্লেখযোগ্য, যেখানে সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা জাতিগত ঘৃণা ছড়ানো এবং তা থেকে 'উদ্বেগ' তৈরি হওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 'উদ্বেগ' এর মতো অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে এই ধারা ডিএসএ'র ধারা ৩১-এর কিছু উপাদানকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, যেখানে 'বিশৃঙ্খলা' বা 'অশান্তি' সৃষ্টির মতো অনির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হয়েছিল। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অধ্যাদেশ একটি অস্থায়ী আইনগত কাঠামো। নতুন সংসদ এটি অনুমোদন না করলে এটি বাতিল হয়ে যাবে এবং তখন ত্রুটিপূর্ণ সাইবার নিরাপত্তা আইন বা সিএসএ পুনরায় কার্যকর হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে, যা আইনি অনিশ্চয়তা বাড়াতে পারে।

অধ্যাদেশে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিকেই অভিযোগকারী হতে হবে এমন বিধান যুক্ত করা হলেও, এসব ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষোভ বা ব্যক্তিগত বিরোধ মেটাতে আইনের ব্যবহার প্রতিরোধে কতটা কার্যকর হবে, তা এখনো অনিশ্চিত।

নির্বাচন সামনে রেখে এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে যে, বাংলাদেশে চলমান আইন সংস্কারগুলোকে সুসংহত করা, বিদ্যমান ঝুঁকি কমানো এবং সিএসও'র সাম্প্রতিক সংশোধন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। অন্যথায়, অতীতে ডিএসএ যেভাবে সমালোচনা করা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল, তেমনি ভবিষ্যতেও ক্ষমতাসীন যে কোনো রাজনৈতিক শক্তির হাতে সিএসও একটি নির্বাচনী হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

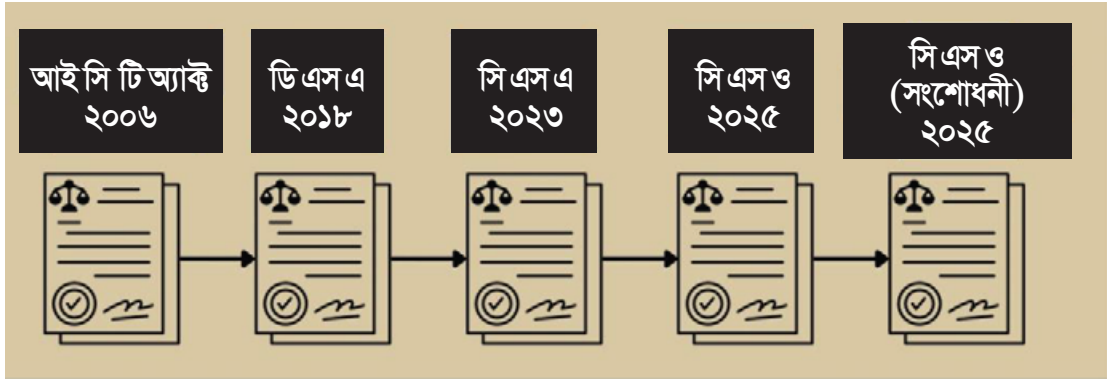
² Centre for Governance Studies et al., The Information and Communication Technology Act of 2006: Bangladesh's Zombie Cyber Security Law, (Nov. 2024), available at https://cfj.org/wp-content/uploads/2024/11/Bangladesh-ICT-Act-Report_November-2024-1.pdf.

³ Cyber Security (Amendment) Ordinance; The Daily Star, All DSA Cases, Convictions to Be Thrown Out, Oct. 10, 2025, available at <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/all-dsa-cases-convictions-be-thrown-out-4006211>.



ক. বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ আইনসমূহের ধারাবাহিকতা

বাংলাদেশে সাইবার অপরাধসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। ২০০৬ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বা আইসিটি আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। পরবর্তীতে ওই আইনের কিছু বিধান বাতিল করে ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা ডিএসএ কার্যকর করা হয়। পরে ডিএসএ বাতিল করে ২০২৩ সালে সাইবার নিরাপত্তা আইন বা সিএসএ প্রণয়ন করা হয়।^৪ সর্বশেষ, সিএসএ বাতিল করে ২০২৫ সালে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা সিএসও জারি করা হয়েছে।^৫



প্রতিটি নতুন আইনকে সংস্কারমূলক উদ্যোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও, অনলাইনে মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ এবং ভিন্নমত দমনে এসব আইনের অপব্যবহার অব্যাহত থেকেছে। যদিও সিএসও ভবিষ্যতে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, সে বিষয়ে এখনই চূড়ান্ত মূল্যায়নের সুযোগ এখনও তৈরি হয়নি। এই প্রতিবেদন মূলত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে কীভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষায় কী ধরনের শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা ডিএসএ ২০১৮ সালে প্রণয়ন করা হয় এর পূর্ববর্তী আইন, অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বা আইসিটি আইনের সমালোচনার প্রেক্ষাপটে।^৬ বিশেষ করে আইসিটি আইনের ধারা ৫৭ নিয়ে দেশ-বিদেশে ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।^৭ এই ধারাটি অনলাইন মতপ্রকাশের নির্দিষ্ট কিছু রূপকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করত এবং এর ভাষা ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত। আওয়ামী লীগ সরকার সে সময়

^৪ The Cyber Security Act, 2023 came into force on September 18, 2023.

^৫ The Cyber Security Ordinance came into force on May 21, 2025. Note that it is possible that the CSA could snap back into place in the event that the CSO is not adopted/ratified by the incoming Parliament. See Article 93, the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972.

^৬ Digital Security Act, 2018, <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1261.html> [hereinafter “DSA”].

^৭ Section 57 of the ICT Act allowed for the prosecution of anyone who published or transmitted “in electronic form any material” deemed “fake and obscene,” defamatory, or otherwise likely to “deprave or corrupt” its audience, while also enabling prosecutions arising from any online material that “causes to deteriorate or creates a possibility to deteriorate law and order, prejudice the image of the State or person or causes to hurt or may hurt religious belief or instigate against any person or organization.”

বিতর্কিত এসব বিধান বাতিলের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং দাবি করে ডিএসএ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জনস্বার্থ ও সামাজিক নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে।^৪

কিন্তু বাস্তবে ডিএসএ বাতিল হওয়া বিধানগুলোর মূল কাঠামো বহাল রেখেছিল। আইসিটি আইনের ধারা ৫৭-এর আওতাভুক্ত বিষয়গুলোকে ভেঙে ডিএসএ-র বিভিন্ন ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে আরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়।^৫ ডিএসএ-র আওতায় নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডগুলোকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়:

- i. অনলাইনে “আপত্তিকর, মিথ্যা বা ভীতিপ্রদর্শক” তথ্য প্রকাশ, প্রচার বা প্রেরণ, যার উদ্দেশ্য কাউকে বিরক্ত, অপমান, হেয় বা মানহানি করা। এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়।^{১০}
- ii. দেশের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করা কিংবা “বিত্রাস্তি ছড়ানোর” উদ্দেশ্যে অপপ্রচার বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা প্রচার। এ অপরাধের জন্যও সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়।^{১১}
- iii. মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার, যার জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান ছিল।^{১২}
- iv. এমন তথ্য প্রকাশ বা প্রচার, যা “আইনশৃঙ্খলার অবনতি” ঘটাতে পারে। এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়।^{১৩}
- v. “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে অপপ্রচার বা প্রচারণা” চালানো বা তাতে প্ররোচনা দেওয়া। এ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়।^{১৪}
- vi. ইচ্ছাকৃতভাবে “ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধে আঘাত” করে এমন তথ্য প্রকাশ বা প্রচার। এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়।^{১৫}

ডিএসএ কার্যকরের পর থেকেই বহু নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা আইনটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।^{১৬} ২০২৩ সালের মার্চে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বাংলাদেশ সরকারকে

^৪ UN Human Rights Council, Bangladesh National Report Submitted in Accordance with Paragraph 5 of the Annex to Human Rights Council Resolution 16/21, U.N. Doc. A/HRC/WG.6/30/BGD/1, (Feb. 26, 2018), para. 33.

^৫ Ali Riaz, How Bangladesh's Digital Security Act Is Creating a Culture of Fear, Carnegie Endowment for International Peace, (Dec. 9, 2021), <https://carnegieendowment.org/2021/12/09/how-bangladeshs-digital-security-act-is-creating-culture-of-fear-pub-85951>.

^{১০} DSA, Section 25(1)(a); Section 25(2).

^{১১} DSA, Section 25(1)(b); Section 25(2).

^{১২} DSA, Section 29

^{১৩} DSA, Section 31

^{১৪} DSA, Section 21.

^{১৫} DSA, Section 28.

^{১৬} Riaz, supra note 8; Press Release, OHCHR, Bangladesh: Türk Urges Immediate Suspension of Digital Security Act as Media Crackdown Continues, (Mar. 31, 2023), available at <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/bangladesh-turk-urges-immediate-suspension-digital-security-act-media>; OHCHR, Technical Note to the Government of Bangladesh on Review of the Digital Security Act, June 2022 [hereinafter “OHCHR Technical Note”], available at <https://www.ecoi.net/en/file/local/2089968/OHCHR-Technical-Note-on-review-of-the-Digital-Security-Act-June-2022.pdf>; Centre for Governance Studies, The Ordeal: Five Years of the Digital Security Act, 2018-2023, Apr. 2024, <https://cgs-bd.com/cms/media/documents/e7678484-19ac-4716-8224-be3f706bfa66.pdf>; Article 19, Bangladesh: Digital Security Act 2018, Nov. 2019, available at <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/11/Bangladesh-Cyber-Security-act-2018-analysis-FINAL.pdf>

অবিলম্বে ডিএসএ প্রয়োগ স্থগিত করার আহ্বান জানান। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আইনটি সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের গ্রেপ্তার, হয়রানি ও ভীতিপ্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এবং অনলাইনে ভিন্নমত দমনে ভূমিকা রাখছে।¹⁷

ডিএসএ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা এবং আইনটি বাতিলের ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ২০২৩ সালে সাইবার নিরাপত্তা আইন বা সিএসএ প্রণয়ন করে। সরকার নতুন আইনটিকে ডিএসএ'র “আধুনিক” সংস্করণ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং দাবি করে, এতে এমন কোনো বিধান রাখা হয়নি যা কারও দ্বারা অপব্যবহৃত হতে পারে।¹⁸ কিন্তু বাস্তবে সিএসএ-তে পূর্বে আলোচিত অস্পষ্ট বিধানগুলোর প্রায় সবই বহাল রাখা হয়। প্রধান পরিবর্তন ছিল শাস্তির মাত্রা কমানো।¹⁹ একই সঙ্গে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ অপরাধকে জামিনযোগ্য ও অ-আমলযোগ্য করা হয়।²⁰ এর অর্থ, অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হওয়ার কথা এবং বিচার-পূর্ব আটকের সুযোগ থাকার কথা নয়।²¹ আবার, অপরাধটি “অ-আমলযোগ্য” করায় পুলিশ কাউকে ওয়ারেন্ট বা আদালতের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করতে না পারার বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়।²²

তবে আইনের সমস্যায়ুক্ত অপরাধগুলো মূলত অপরিবর্তিত থেকে যায়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সিএসএ কার্যত ডিএসএ এবং তারও আগে আইসিটি আইনের ধারা ৫৭-এর প্রায় সব দমনমূলক বৈশিষ্ট্যকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছে।²³ সিএসএ-এর অধীনে দায়ের হওয়া মামলার বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো পূর্ণাঙ্গ সরকারি তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সিজিএস-এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিএসএ-এর অধীনে অন্তত ৭১টি মামলা দায়ের করা হয়, যেখানে ৪৪৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয়।²⁴ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের সদস্যদের নিয়ে মানহানিকর বা অপমানজনক বলে বিবেচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টের জেরে সিএসএ-এর অধীনে মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটেছে।²⁵

¹⁷ Press Release, OHCHR, Bangladesh: Türk Urges Immediate Suspension of Digital Security Act as Media Crackdown Continues, (Mar. 31, 2023), available at <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/bangladesh-turk-urges-immediate-suspension-digital-security-act-media>.

¹⁸ Faisal Mahmud, Bangladesh to Tone Down ‘Draconian’ Digital Security Law, Al Jazeera, Aug. 7, 2023, available at <https://www.aljazeera.com/news/2023/8/7/bangladesh-to-tone-down-draconian-digital-security-law>.

¹⁹ Transparency International Bangladesh, Digital Security Act 2018 and the Draft Cyber Security Act 2023: A Comparative Analysis, Aug. 30, 2023, available at <https://www.ti-bangladesh.org/upload/files/position-paper/2023/Position-paper-on-Digital-Security-Act-2018-and-Draft-Cyber-Security-Act-2023.pdf>; Amnesty International, Bangladesh: Open Letter to the Government: Feedback on Proposed ‘Cyber Security Act,’ Aug. 22, 2023, available at <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/7125/2023/en>.

²⁰ Cyber Security Act, 2023, Section 52 [hereinafter “CSA”]. Sections 17, 19, 27, and 32 of the CSA, which proscribe unlawful access to critical information infrastructure, damage to computers and computer systems, cyberterrorism, and hacking, respectively, were cognizable and non-bailable. Unlike under the DSA, the provision criminalizing hate speech or deteriorating law and order (Section 31) was made non-cognizable and bailable.

²¹ Dhaka Tribune, Parliament Passes Cyber Security Bill 2023, Sept. 13, 2023, available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/325228/parliament-passes-cyber-security-bill-2023>.

²² CSA, Section 52. Under Section 42 of the CSA, police officers could still arrest individuals without a warrant where there was “reason to believe that any offence under this Act has been committed or is being committed or is likely to be committed at any place or that evidence has been lost, destroyed, erased, altered or otherwise rendered inaccessible.”

²³ Amnesty International, Repackaging Repression: The Cyber Security Act and the Continuing Lawfare Against Dissent in Bangladesh, Aug. 8, 2024, pg. 4, available at <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/8332/2024/en/>

²⁴ Centre for Governance Studies, CSA Tracker, <https://csa.freedominfo.net>.

²⁵ Amnesty International, Repackaging Repression: The Cyber Security Act and the Continuing Lawfare Against Dissent in Bangladesh, Aug. 8, 2024, available at <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/8332/2024/en/>.

পরবর্তীতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, ডিএসএ কার্যকর হওয়ার পরেও পুরনো আইসিটি আইনের অধীনে দায়ের হওয়া কিছু মামলা সংরক্ষণ বা সচল রাখা হয়। অর্থাৎ, আইন বাতিল করলেও আইসিটি আইনের অধীনে থাকা নির্দিষ্ট কিছু মামলা চলমান থাকার সুযোগ পায়। একইভাবে, সিএসএ আসার পরেও ডিএসএ'র অধীনে দায়ের হওয়া কিছু মামলাও চলমান থাকে। এর ফলে সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন আইনের অধীনে মামলার একটি জটিল ও খণ্ডিত কাঠামো তৈরি হয়।

২০২৪ সালের জুন-জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।²⁶ এসব বিক্ষোভ কঠোর দমন-পীড়নের মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে।²⁷ পরদিন রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেন²⁸ এবং ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি বেসামরিক অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, যার লক্ষ্য ছিল নতুন নির্বাচনের পথে একটি রাজনৈতিক রূপান্তর তত্ত্বাবধান করা।²⁹ অন্তর্বর্তী সরকার “গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা” সমন্বিত রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়।³⁰

অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করে, সাইবার অপরাধসংক্রান্ত আইনগুলো পর্যালোচনা করা হবে। একই সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়কে সিএসএ-এর অধীনে মামলা নথিভুক্ত না করা এবং গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়।³¹ ২০২৪ সালের অক্টোবরে অন্তর্বর্তী সরকার সিএসএ বাতিলের ঘোষণা দেয়।³² এরপর সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়, যা সিএসএ প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সিএসও-তে রূপ নেয়। একই সময়ে ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়াও প্রকাশ করা হয়।

তবে প্রস্তাবিত এসব আইন নিয়ে আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো সমালোচনা করে। তাদের অভিযোগ ছিল, পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা ও পরামর্শ ছাড়াই আইনগুলো দ্রুত এগিয়ে নেওয়া হয়েছে।³³ বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মাত্র তিন দিনের জন্য এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দুই সপ্তাহের জন্য

²⁶ Harindrini Corea and Nazia Erum, What is Happening at the Quota-Reform Protests in Bangladesh?, Amnesty International, July 29, 2024, available at <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/what-is-happening-at-the-quota-reform-protests-in-bangladesh/>.

²⁷ OHCHR, Preliminary Analysis of Recent Protests and Unrest in Bangladesh, Aug. 16, 2024, available at https://www.ohchr.org/sites/default/files/2024-08/OHCHR-Preliminary-Analysis-of-Recent-Protests-and-Unrest-in-Bangladesh-16082024_2.pdf.

²⁸ Redwan Ahmed, Bangladesh Parliament Dissolved a Day After Resignation of Prime Minister, The Guardian Aug. 6, 2024, available at <https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/06/bangladesh-student-protesters-to-meet-with-army-chief-after-pm-resigns>.

²⁹ Ruma Paul, Nobel Laureate Yunus Takes Charge of Bangladesh, Hopes to Heal Strife-Torn Country, Reuters, Aug. 8, 2024, available at <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/bangladesh-awaits-installation-interim-government-after-weeks-strife-2024-08-08/>.

³⁰ Asia News Network, Election After Vital Reforms: Chief Adviser to Bangladesh Interim Government, Aug. 19, 2024, available at <https://asianews.network/election-after-vital-reforms-chief-adviser-to-bangladesh-interim-government/>.

³¹ Harun Ur Rashid Swapan, Asked Not to Arrest in Cyber Case: Nahid Islam, DW, Sept. 27, 2024, available at <https://www.dw.com/bn/সাইবার-মামলায়-গ্রেপ্তার-না-করতে-বলা-হতয়তে-নাহিদ-ইসলাম/a-70348612>.

³² Prothom Alo, Cyber Security Act To Be Repealed: Asif Nazrul, Oct. 3, 2024, available at <https://www.prothomalo.com/bangladesh/edlki78nav>.

³³ Article 19, Bangladesh: Digital Laws Must Be Transparent and Protect Free Expression, Feb. 26, 2025 [hereinafter “Article 19 Report”], available at <https://www.article19.org/resources/bangladesh-digital-laws-must-be-transparent-and-protect-free-expression/>.

খসড়াগুলো জনসমক্ষে রাখা হয়েছিল।³⁴ সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়াও “সাইবার সন্ত্রাসবাদ” এবং “ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত” সংক্রান্ত অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত বিধান রাখার জন্য সমালোচিত হয়, যা ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে।³⁵ এদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও সিএসএ-এর অধীনে মামলা দায়ের চলতে থাকে। ২০২৫ সালের মার্চে “ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত” করার অভিযোগে দুই লেখকের বিরুদ্ধে সিএসএ-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়।³⁶

২০২৫ সালের ২১ মে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা সিএসও জারি করে, যা অবিলম্বে কার্যকর হয় এবং সিএসএ বাতিল করে। সিএসও-তে উল্লেখ করা হয়, সিএসএ “সম্ভাব্য অপব্যবহার ও নিপীড়নের পথ খুলে দিয়েছে” এবং নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না রেখে “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করেছে”; এ কারণেই আইনটি বাতিল করা হয়েছে।

সিএসও-তে আগের সাইবার অপরাধ আইনগুলোর তুলনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। কারণ এতে সিএসএ-এর কয়েকটি মতপ্রকাশ-সীমিত করে এমন বিধান বাতিল করা হয়েছে, যেগুলো মূলত ডিএসএ এবং আইসিটি আইনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত করা হয়েছিল। তবে কিছু অস্পষ্ট বিধান এখনো আইনে রয়ে গেছে। বিশেষ করে, সাইবার স্পেসে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য কিংবা জাতিগত ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং তা “উদ্বেগ” তৈরি করে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার বিধান এখনো বিদ্যমান।

সিএসও, সিএসএ-এর নির্দিষ্ট কিছু ধারার অধীনে দায়ের হওয়া মামলা বাতিল করার ব্যবস্থাও করেছে।³⁷ তবে নিচে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে যে, কোন কোন চলমান মামলা প্রত্যাহার বা বাতিল করা হচ্ছে বা ইতিমধ্যে করা হয়েছে, সে বিষয়ে এখনো যথেষ্ট স্পষ্টতা নেই। সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আইনগুলোর সঙ্গে সিএসও-র ধারাগুলোর তুলনামূলক একটি ছক নিচে দেওয়া হলো:

³⁴ Article 19 Report.

³⁵ Article 19 Report; Front Line Defenders & CIVICUS, Open Letter, Bangladesh: Concerns About the Draft Cyber Protection Ordinance, (Jan. 15, 2025), available at <https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/bangladesh-concerns-about-draft-cyber-protection-ordinance>.

³⁶ Front Line Defenders, Human Rights Defender Nahid Hasan Knowledge Charged under Cyber Security Act for Hurting Religious Sentiments, available at <https://www.frontlinedefenders.org/en/case/human-rights-defender-nahid-hasan-knowledge-charged-under-cyber-security-act-hurting-religious>; New Age, Citizens Demand Withdrawal of Cases, Repeal of CSA, Mar. 7, 2025, available at <https://www.newagebd.net/post/country/259591/citizens-demand-withdrawal-of-cases-repeal-of-csa>.

³⁷ Section 50(4)

মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য সম্পর্কিত অপরাধ

	ডিএসএ (২০১৮)	সিএসএ (২০২৩)	সিএসও (২০২৫)
অপরাধ: মিথ্যা, আপত্তিকর বা ভীতিকর তথ্য প্রকাশ			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	২৫(১)(ক) আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন		সরাসরি কোনো ধারা নেই
শাস্তি	III ৩ বছর পর্যন্ত ৬ ৩ লক্ষ পর্যন্ত C* না B** হ্যাঁ *আমলযোগ্য অপরাধ **জামিনযোগ্য অপরাধ	III ২ বছর পর্যন্ত ৬ ৩ লক্ষ পর্যন্ত C* না B** হ্যাঁ	
অপরাধ: রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাবসম্পন্ন মিথ্যা তথ্য বা প্রচারণা			
আইনের ধারা ও অপরাধের বিবরণ	২৫(১)(খ) আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ, ইত্যাদি রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।		সরাসরি কোনো ধারা নেই
শাস্তি	III ৩ বছর পর্যন্ত ৬ ৩ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	III ২ বছর পর্যন্ত ৬ ৩ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	

	ডিএসএ (২০১৮)	সিএসএ (২০২৩)	সিএসও (২০২৫)
অপরাধ: মানহানি			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	২৯. মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার, ইত্যাদি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ফরম্যাটে পেনাল কোড (আইন নং ৪৫, ১৮৬০)-এর ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত মানহানিকর তথ্য* প্রকাশ বা প্রচার *জনপ্রতিনিধি বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সত্য এবং/অথবা সদিচ্ছাপ্রসূত বক্তব্যের ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, সীমিত ব্যতিক্রম রয়েছে।		সরাসরি কোনো ধারা নেই
	III ৩ বছর পর্যন্ত ৳ ৫ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	৳ ২৫ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	
অপরাধ: মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারণা ইত্যাদি।			
আইনের ধারা ও অপরাধের বিবরণ	২১. মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা বা প্রচারণার দণ্ড “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সঙ্গীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে যেকোনো প্রচারণা বা অভিযান পরিচালনা করা বা তাতে প্ররোচনা দেওয়া।”	২১. মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষমূলক, বিভ্রান্তিকর ও মানহানিকর প্রচারণা চালানোর শাস্তি। অপরাধটি ডিএসএ থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে; তবে এতে এই শর্ত যুক্ত করা হয়েছে যে, প্রচারণাটি বিদ্বেষ-মূলক, বিভ্রান্তিকর এবং/অথবা মানহানিকর হতে হবে।	সরাসরি কোনো ধারা নেই
শাস্তি	III ১০ বছর পর্যন্ত ৳ ১ কোটি পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	III ৫ বছর পর্যন্ত ৳ ১ কোটি পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	

অপরাধ: আইনশৃঙ্খলার অবনতি			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	৩১. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ড ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রেরণ করা, যা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে “শত্রুতা, ঘৃণা বা বৈরিতা” সৃষ্টি করে, অথবা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে, অথবা অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, অথবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় বা অবনতি ঘটানোর দিকে ধাবিত করে।		
	২৬. সাইবার পরিসরে ধর্মীয় বা জাতিগত সহিংসতা, বিদ্বেষ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ইত্যাদি প্রকাশসংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড ইচ্ছাকৃতভাবে সাইবার পরিসরে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করা, যা কোনো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য অথবা জাতিগত বিদ্বেষের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যা উদ্বেগ বা সহিংসতা সৃষ্টি করে কিংবা বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কার্যকলাপকে উসকে দেয়।		
শাস্তি	 ৭ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	 ৫ বছর পর্যন্ত  ২৫ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	 ২ বছর পর্যন্ত  ১০ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ

	ডিএসএ (২০১৮)	সিএসএ (২০২৩)	সিএসও (২০২৫)
অপরাধ: ধর্মীয় মূল্যবোধের অবমাননা			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	২৮. ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোনো তথ্য প্রকাশ, সম্প্রচার, ইত্যাদি ওয়েবসাইট বা ইলেকট্রনিক বিন্যাসের মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করা, যা “ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধে আঘাত করে”, এবং যার উদ্দেশ্য হলো “ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে” আঘাত করা বা উসকানি দেওয়া।		২৬. সাইবার পরিসরে ধর্মীয় বা জাতিগত সহিংসতা, বিদ্বেষ ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের অপরাধ ও শাস্তি। সাইবার পরিসরে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করা, যা কোনো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য কিংবা জাতিগত বিদ্বেষের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যা উদ্বেগ, সহিংসতা, বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে বা তাতে প্ররোচনা দেয়।
শাস্তি	 ৫ বছর পর্যন্ত  ১০ লক্ষ পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	 ২ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	 ২ বছর পর্যন্ত  ১০ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ

	ডিএসএ (২০১৮)	সিএসএ (২০২৩)	সিএসও (২০২৫)
অপরাধ: সাহায্য ও প্ররোচনা দেওয়া			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	৩৫. অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা এবং তার শাস্তি অন্য কাউকে কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করা বা প্ররোচনা দেওয়া।	৩৩. অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা এবং তার শাস্তি অপরাধটি ডিএসএ থেকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।	২৭. অপরাধ সংঘটনে সহায়তা ও প্ররোচনা এবং এর শাস্তি অপরাধের সংজ্ঞা ডিএসএ/সিএসএ থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে।
শাস্তি	মূল অপরাধের সমান শাস্তি।		
অপরাধ: পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	২৬. পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য অননুমোদিতভাবে সংগ্রহ, ব্যবহার ইত্যাদির জন্য শাস্তি। এই অপরাধের মধ্যে আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য ব্যক্তির পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিক্রি, নিজের দখলে রাখা, সরবরাহ করা বা ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত।		সরাসরি কোনো ধারা নেই
শাস্তি	 ৫ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	 ২ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	

	ডিএসএ (২০১৮)	সিএসএ (২০২৩)	সিএসও (২০২৫)
অপরাধ: জালিয়াতি			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	২৩. ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক জালিয়াতি। ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জালিয়াতি সংঘটন।		২২. সাইবার পরিসরে জালিয়াতির অপরাধ ও শাস্তি। ডিএসএ/সিএসএ থেকে অপরাধের প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই।
শাস্তি	 ৫ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	 ৫ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	 ৫ বছর পর্যন্ত  ৫০ লক্ষ পর্যন্ত C হ্যাঁ B না
অপরাধ: পরিচয় জালিয়াতি বা ছদ্মবেশ ধারণ			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	২৪. অন্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচিতি-সংক্রান্ত তথ্যের ব্যবহার বা প্রদর্শন প্রতারণা বা জালিয়াতির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জেনেশুনে অন্য ব্যক্তির পরিচিতি ধারণ করা বা তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য প্রদর্শন করা; অথবা সুবিধা লাভ করা বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচিতি ধারণ করা।		সরাসরি কোন ধারা নেই
শাস্তি	 ৫ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	 ৫ বছর পর্যন্ত  ৫ লক্ষ পর্যন্ত C না B হ্যাঁ	

	ডিএসএ (২০১৮)	সিএসএ (২০২৩)	সিএসও (২০২৫)
অপরাধ: হ্যাকিং			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	৩৪. হ্যাকিং-সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড হ্যাকিং, যার সংজ্ঞা হলো “কম্পিউটার ডেটা সংরক্ষণে থাকা কোনো তথ্য ধ্বংস, মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা, অথবা তার মূল্য বা কার্যকারিতা কমিয়ে দেওয়া কিংবা যেকোনোভাবে ক্ষতি সাধন করা” অথবা “মালিকানা বা দখল ছাড়া কোনো কম্পিউটার, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে তাতে ক্ষতি সাধন করা”, নিজেই একটি অপরাধ।	৩২. হ্যাকিং-সংক্রান্ত অপরাধ এবং তার দণ্ড। ডিএসএর তুলনায় এই অপরাধে কোনো পরিবর্তন নেই।	১৭. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোয় বেআইনি প্রবেশ বা হ্যাকিং ইত্যাদির শাস্তি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোয় বেআইনি প্রবেশের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোয় প্রবেশ করা: (ক) বেআইনিভাবে; অথবা (খ) বেআইনিভাবে প্রবেশ করে এর মাধ্যমে ডেটা ভাঙার থাকা কোনো তথ্য চুরি, ধ্বংস, মুছে ফেলা, পরিবর্তন করা, অথবা তার মূল্য বা উপযোগিতা কমিয়ে দেওয়া, কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এজেন্টের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে নতুন ডেটা তৈরি করে ক্ষতি সাধন করা, অথবা কম্পিউটার সোর্স কোড গোপন করা, ধ্বংস করা বা পরিবর্তন করা, কিংবা উল্লিখিত কোড, প্রোগ্রাম, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তনের চেষ্টা করা, অথবা অন্য কাউকে তা করতে সহায়তা করা।
শাস্তি	III ১৪ বছর পর্যন্ত ৳ ১ কোটি পর্যন্ত C হ্যাঁ B না		III ৫ বছর পর্যন্ত ৳ ৫০ লক্ষ পর্যন্ত III ৭ বছর পর্যন্ত ৳ ১ কোটি পর্যন্ত C হ্যাঁ B না

	ডিএসএ (২০১৮)	সিএসএ (২০২৩)	সিএসও (২০২৫)
অপরাধ: সন্ত্রাসবাদ			
আইনের ধারা এবং অপরাধের বিবরণ	২৭। সাইবার সন্ত্রাস সংঘটনের অপরাধ ও তার দণ্ড (ক) রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের সমগ্র বা কোনো অংশের মধ্যে ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে কোনো কম্পিউটার বা নেটওয়ার্কে আইনসম্মত প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, অথবা অবৈধভাবে প্রবেশ ঘটায়; অথবা (ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জেনে-শুনে কোনো কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক, কোনো সংরক্ষিত উপাত্ত-তথ্য বা কম্পিউটার ডেটাবেইসে প্রবেশ করে বা এতে হস্তক্ষেপ করে, অথবা এ ধরনের কোনো সংরক্ষিত উপাত্ত-তথ্য বা কম্পিউটার ডেটাবেইসে প্রবেশাধিকার লাভ করে, যা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে, অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার করা হতে পারে।	২৩. সাইবার সন্ত্রাস সংঘটনের জন্য অপরাধ ও শাস্তি। অপরাধটি ডিএসএ/সিএসএর সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ; কেবল সামান্য কিছু পরিবর্তন রয়েছে। মূল উপধারা (ঘ)-তে শর্ত যুক্ত করা হয়েছে, যাতে বৃহত্তর জনস্বার্থে হুইসেলব্লোয়ার হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে ওই উপধারার অধীনে প্রবেশাধিকার অনুমোদিত হয়।	
শাস্তি	III ১৪ বছর পর্যন্ত ৳ ১ কোটি পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	III ১০ বছর পর্যন্ত ৳ ১ কোটি পর্যন্ত C হ্যাঁ B না	

খ. আইন বাতিল হলেও মামলার ধারাবাহিকতা

আইনগুলো বাতিল করা হলেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বা আইসিটি আইন এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা ডিএসএ'র অধীনে দায়ের হওয়া মামলাগুলো এখনো চলমান রয়েছে। যদিও ডিএসএ'র মামলা বাতিল এবং দণ্ডদেশ খারিজসংক্রান্ত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের সাম্প্রতিক সংশোধনী বাস্তবে কীভাবে কার্যকর হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ডিএসএ'র বাতিল ও সংরক্ষণ ধারা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল, যাতে আইসিটি আইনের অধীনে বিচারপ্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত মামলাগুলো চলমান থাকতে পারে।³⁸ পরবর্তীতে ডিএসএ নিজেই সাইবার নিরাপত্তা আইন বা সিএসএ দ্বারা বাতিল হয়। সিএসএ-তেও একটি পৃথক সংরক্ষণ ধারা রাখা হয়েছিল, যার মাধ্যমে ডিএসএ'র অধীনে দায়ের হওয়া সব মামলা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।³⁹ এর ফলে আইনটি বাতিল হলেও ডিএসএ'র অধিকাংশ মামলা কার্যকর অবস্থায় থেকে যায়।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ডিএসএ বাতিলের সময় আইনটির অধীনে দায়ের হওয়া প্রায় ৬ হাজার মামলা, অর্থাৎ মোট মামলার প্রায় ৮৬ শতাংশ তখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল।⁴⁰ সিএসএ'র সংরক্ষণ ধারা এসব মামলাকে চলমান রাখার অনুমতি দিয়েছিল, এমনকি যেসব মামলায় তদন্ত বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরুই হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও।⁴¹ এর ফলে ডিএসএ বাতিল হওয়ার পরও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র অধীনে ধারায় অভিযোগ আনার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।⁴² তবে সিএসএ-এর সংরক্ষণ ধারায় আইসিটি আইনের অধীনে চলমান মামলার বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিল না।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা দেয় যে, আইসিটি আইন, ডিএসএ এবং সিএসএ'র অধীনে মতপ্রকাশসংক্রান্ত সব মূলতবি মামলা প্রত্যাহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।⁴³ ২০২৫ সালের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে সিএসএ'র মতপ্রকাশ সীমিত করে এমন ধারাগুলোর অধীনে চলমান মামলা বাতিলের কথা উল্লেখ করা হলেও, ডিএসএ বা আইসিটি আইনের অধীনে থাকা মামলার বিষয়ে সেখানে কোনো স্পষ্ট

³⁸ Section 61 of the DSA states that “[t]he proceedings or cases initiated before, or taken cognizance by, the Tribunal under the repealed sections ... shall, if pending at any stage of trial, continue as if the said sections had not been repealed.”

³⁹ CSA, Section 59.

⁴⁰ The Daily Star, 86pc DSA Cases Pending Disposal: Law Minister, Sept. 10, 2023, available at <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/86pc-dsa-cases-pending-disposal-law-minister-3415241>.

⁴¹ CSA, Section 59(3).

⁴² Amnesty International, Repackaging Repression: The Cyber Security Act and the Continuing Lawfare Against Dissent in Bangladesh, Aug. 8, 2024, pg. 6, available at <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/8332/2024/en/>; see also New Age, Online Activist Pinaki, Ex-JCD Leader Ashik Charged in DSA Case, Apr. 28, 2024 (police submitted a charge sheet against Ashik under the repealed DSA based on spreading “false and deceptive information” on social media), available at <https://www.newagebd.net/post/country/233832/charges-pressed-against-online-activist-pinaki-ex-jcd-leader-ashik-in-dsa-case>; Prothom Alo, ‘রংপুরের হিহিটাল হিরাপত্তা আইন’র মামলায় সাংবাদিক কারাগার’ [Journalist in Jail in Rangpur Digital Security Act Case], Feb. 4,

2024 (in February 2024, the Rangpur Cyber Tribunal sent the editor of a local newspaper to prison after his bail application was denied in a court hearing for a DSA case filed against him), available at <https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/kl13f7e3gr>.

⁴³ Dhaka Tribune, Speech Offence Cases Under Cyber Laws to be Withdrawn, Arrestees to be Released, Sept. 30, 2024, available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/360234/speech-offence-cases-under-cyber-laws-to-be>.

উল্লেখ ছিল না।⁴⁴ পরে অধ্যাদেশের সর্বশেষ সংশোধনীতে ডিএসএ’র নির্দিষ্ট কিছু ধারার অধীনে চলমান মামলা বাতিলের বিধান যুক্ত করা হয়।⁴⁵ তবে এখানেও আইসিটি আইনের অধীনে থাকা মামলাগুলোর বিষয়ে নীরবতা বজায় রাখা হয়েছে।

২০২৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত ট্রায়ালওয়াচ ও সিজিএস-এর প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় যে, আইসিটি আইনের অধীনে চলমান মামলাগুলোর আর কোনো আইনি ভিত্তি নেই। কারণ, আইসিটি আইনের মামলাগুলোকে যে ডিএসএ সংরক্ষণ করেছিল, সেই ডিএসএ পরবর্তীতে সিএসএ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। অথচ সিএসএ-তে আইসিটি আইনের মামলাগুলো সংরক্ষণের বিষয়ে কোনো বিধান রাখা হয়নি।

একই বৈধতার নীতি ডিএসএ’র মামলাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এসব মামলা সিএসএ-এর সংরক্ষণ ধারার ভিত্তিতে চলমান ছিল। কিন্তু সেই সিএসএ-ও এখন সিএসও দ্বারা বাতিল হয়েছে। সিএসও-তে ডিএসএ’র চলমান মামলাগুলো সংরক্ষণের কোনো বিধান নেই। ফলে সাম্প্রতিক সংশোধনীর পাশাপাশি এটিও ডিএসএ’র অধীনে চলমান মামলাগুলো বাতিলের একটি অতিরিক্ত আইনি ভিত্তি তৈরি করে। এই যুক্তি শুধু নির্দিষ্ট কিছু ধারার মামলার ক্ষেত্রে নয়, বরং ডিএসএ’র অধীনে থাকা সব মামলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। বিষয়টি পরবর্তীতে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

⁴⁴ Cyber Security Ordinance, 2025 [hereinafter “CSO”], Section 50.

⁴⁵ Cyber Security (Amendment) Ordinance, 2025 states that “any case or other proceedings pending in any court or tribunal or any case or proceedings under investigation . . . for the commission and abetment of the offence referred to in sections 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 31 of the Digital Security Act, 2018 . . . shall be quashed and no further proceedings shall be taken in respect thereof and the sentence and fine imposed by any court or tribunal under the said sections shall be deemed to be quashed.”



যদিও সিএসও আপাতভাবে সিএসএ এবং বর্তমানে ডিএসএ'র মতপ্রকাশ-সীমিতকারী ধারাগুলোর অধীনে দায়ের হওয়া সব মামলা বাতিলের ব্যবস্থা করেছে, কোন কোন মামলা বাস্তবে প্রত্যাহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সরকারি বা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই। বরং ২০২৫ সালের জুনে একটি “আপত্তিকর” ফেসবুক পোস্টের অভিযোগে ১৮ বছর বয়সী এক তরুণকে সিএসএ-এর অধীনে গ্রেপ্তার করা হয়, যা ইঙ্গিত করে যে আইনটি বাতিল হওয়ার পরও তা প্রয়োগের নজির রয়ে গেছে।⁴⁶ একইভাবে, সিএসও সংশোধনের আগ পর্যন্ত, এমনকি বর্তমান সরকারের সময়েও, ডিএসএ'র অধীনে দায়ের হওয়া মামলাগুলো মূলতবি অবস্থায় ছিল।⁴⁷

এর পাশাপাশি, সিএসও যেহেতু একটি অধ্যাদেশ, নতুন সংসদ এটি অনুমোদন না করলে যেসব মামলা বাস্তবে প্রত্যাহার করা হয়নি এবং যেসব দণ্ডদেশ কার্যকরভাবে খারিজ করা হয়নি, সেগুলোর আইনি অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

গ. বাংলাদেশে সাংবাদিকতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার চলমান প্রবণতা

এই প্রতিবেদনে ডিএসএ'র অধীনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে সিএসও-এর অধীনে সম্ভাব্য মামলাগুলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে তা চিহ্নিত করা যায়। একই সঙ্গে আইসিটি আইন, ডিএসএ এবং সিএসএ-এর অধীনে চলমান মামলাগুলোর প্রভাবও এই আলোচনার অংশ।

বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ২০২৪ সালের আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে বিবেচিত সাংবাদিকেরা গুরুতর অপরাধীকরণের ঝুঁকির মুখে পড়েছেন।⁴⁸ ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট একাত্তর টিভির সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ফারজানা রূপা এবং তাঁর স্বামী, একাত্তর টিভির সাবেক বার্তাপ্রধান শাকিল আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়।⁴⁹ পুলিশ তাঁদের ফোন ও পাসপোর্ট জব্দ করে। শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির দিকে নিয়ে যাওয়া বিক্ষোভের সময় হত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।⁵⁰

২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আরও তিন সাংবাদিক, মোজাম্মেল বাবু, মাহবুবুর রহমান ও শ্যামল দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।⁵¹ একই বছরের আগস্টে বিক্ষোভের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়,⁵² যাদের মধ্যে

⁴⁶ Daily Star, 18-Yr-Old Lands in Jail Over ‘Offensive’ FB Post on Abu Sayed, June 28, 2025, available at https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/18-yr-old-lands-jail-over-offensive-fb-post-abu-sayed-3927821?fbclid=IwQ0xDSwLNA3JleHRuA2FlbQlXMQABHvU7kAiGtQeZdFNR3c63Te7WxdG3n_4BmE8ITeum8nse_3dv5ARGVYisy4-_aem_7xJbo0BWHR9yikMKy-2U7Q.

⁴⁷ See, e.g., Sangbad Sangstha, Court Issues Arrest Warrant Against Naem Nizam, 2 Others in DSA Case, New Age, July 27, 2025, available at <https://www.newagebd.net/post/country/271309/court-issues-arrest-warrant-against-naem-nizam-2-others-in-dsa-case>.

⁴⁸ Committee to Protect Journalists, Journalists Supportive of Ousted Bangladesh Leader Targeted with Arrest, Criminal Cases, Sept. 19, 2024 [hereinafter “CPJ Report”],

⁴⁹ Prothom Alo, Journalist Couple Shakil Ahmed and Farzana Rupa Detained, Aug. 21, 2024, available at <https://en.prothomalo.com/bangladesh/ru0pzt91if>.

⁵⁰ Reporters Without Borders, Bangladesh: Journalists Farzana Rupa and Shakil Ahmed Must be Released, Aug. 27, 2024, available at <https://rsf.org/en/bangladesh-journalists-farzana-rupa-and-shakil-ahmed-must-be-released>.

⁵¹ CPJ Report.

⁵² The Daily Star, Crimes Against Humanity: Hasina, Over Two Dozen Journos Sued in ICT Case, Aug. 29, 2024, available at <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/crimes-against-humanity-hasina-over-two-dozen-journos-sued-ict-case-3689551>.

দুই ডজনের বেশি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রয়েছেন। এছাড়া একজন শিক্ষকের দায়ের করা ফৌজদারি অভিযোগের ভিত্তিতে জুলাইয়ের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ২৮ জন সাংবাদিক তদন্তের মুখে রয়েছেন।⁵³ বড় পরিসরে, ১০৯ জনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের মধ্যে অপহরণ, হামলা এবং জুলাইয়ের বিক্ষোভসংক্রান্ত ভুল তথ্য প্রকাশের অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স জানিয়েছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধান নিয়ে এক গোলটেবিল আলোচনায় সাংবাদিক হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার আমন্ত্রণ পাওয়ার পর মনজুরুল আলম পাল্লাকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।⁵⁴

এসব সাংবাদিককে লক্ষ্যবস্তু করার ঘটনাগুলো গত কয়েক মাসে স্বেচ্ছাচারী কায়দায় গ্রেপ্তার ও পদ্ধতিগত ফৌজদারি মামলার একটি বৃহত্তর প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুলিশ ৯২ হাজার ৪৮৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে, যার অধিকাংশই ২০২৪ সালের জুন-জুলাইয়ের বিক্ষোভে নিহত ব্যক্তিদের হত্যার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত।⁵⁵ এসব মামলার কয়েকজন অভিযোগকারী জানিয়েছেন, মামলা দায়েরের সময় তাঁরা জানতেন না কাদের অভিযুক্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের ভাষ্য, পুলিশ বা স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তির গুণ্ডা তাঁদের “কাগজে স্বাক্ষর” করতে বলেছিলেন।⁵⁶

একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৮২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।⁵⁷ অপরাধীকরণের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকার সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রেডিটেশনও বাতিল করেছে, যা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়।⁵⁸ একই সঙ্গে সাংবাদিকেরা রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও মানুষের দ্বারা শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন।⁵⁹

এর থেকে প্রতীয়মান হয়, ক্ষমতায় যে রাজনৈতিক দলই থাকুক না কেন, ডিজিটাল মতপ্রকাশসংক্রান্ত আইন সাংবাদিকদের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। একইসাথে, সাংবাদিকদের অপব্যবহারমূলক ফৌজদারি মামলা থেকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তাও সামনে নিয়ে আসে।

⁵³ International Federation of Journalists, Bangladesh: 28 Journalists Under Investigation, Sept. 9, 2024, available at <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/bangladesh-28-journalists-under-investigation>.

⁵⁴ Reporters Without Borders, Journalist Arrested After Taking Part in Roundtable, In New Use of Bangladesh's Anti-Terrorism Law, Nov. 12, 2025 (noting that after spending 75 days in jail, he was released on bail), available at Journalist arrested after taking part in roundtable, in new use of Bangladesh's anti-terrorism law.

⁵⁵ Human Rights Watch. After the Monsoon Revolution: A Roadmap to Lasting Security Sector Reform in Bangladesh, Jan. 27, 2025, available at <https://www.hrw.org/report/2025/01/27/after-monsoon-revolution/roadmap-lasting-security-sector-reform-bangladesh>.

⁵⁶ Id.

⁵⁷ Zyma Islam, World Press Freedom Day: 266 Journalists Face Criminal Cases So Far, Daily Star, May 3, 2025 (“This newspaper has found that at least 266 journalists have been implicated in various cases related to the events of July and August last year.”), available at <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/world-press-freedom-day-266-journalists-face-criminal-cases-so-far-3885366>, see also Rights and Risks Analysis Group, Bangladesh: Press Freedom Throttled Under Dr. Muhammad Yunus, May 3, 2025, available at <https://www.rightsrisks.org/wp-content/uploads/2025/05/Bangladesh-Press-Freedom-Throttled-Under-Dr-Mohammed-Yunus.pdf>

⁵⁸ AP, Rights Groups Condemn Bangladesh for Cancelling Accreditation of 167 Journalists, Nov. 13, 2024, available at <https://apnews.com/article/bangladesh-press-accreditations-c6084ebc9dd6cee9c87101961d031f97>

⁵⁹ Reporters Without Borders, Bangladesh: Violent Attacks on Journalists Are Surging, Government Must Take Action, Feb. 14, 2025, available at <https://rsf.org/en/bangladesh-violent-attacks-journalists-are-surging-government-must-take-action>; Amnesty International et al., Bangladesh: Interim Government Should Protect Freedom of Expression and Opinion, Mar. 21, 2025, available at <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2025/06/ASA1391652025ENGLISH.pdf>



এই প্রকল্পের জন্য উপাত্ত সংগ্রহে গবেষকেরা একটি চলমান কেস ট্র্যাকার ব্যবহার করেন,⁶⁰ যার মাধ্যমে ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা ডিএসএ কার্যকর হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনটি ব্যবহারের ৪৫১টি ঘটনার তথ্য শনাক্ত করা হয়। এই তথ্যসমষ্টিতে ৩৯৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মোট ২২২টি মামলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা মোট ৪৫১টি অপরাধীকরণের ঘটনার জন্ম দিয়েছে। এখানে মামলার সংখ্যা, সাংবাদিকের সংখ্যা এবং অপরাধীকরণের ঘটনার সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকার পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, ১০০টির বেশি মামলায় একাধিক সাংবাদিক একই মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো সাংবাদিক একাধিক মামলায় আলাদাভাবে অভিযুক্ত হয়েছেন। ফলে একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে প্রতিবার ফৌজদারি মামলা দায়ের হওয়াকে পৃথক ঘটনা হিসেবে গণনা করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে মোট ৪৫১টি অপরাধীকরণের ঘটনা চিহ্নিত করা হয়েছে।

তথ্যসমষ্টিতে সাংবাদিক বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স ও লিঙ্গ, অভিযোগকারীর লিঙ্গ, পেশা ও রাজনৈতিক পরিচয়, মামলা দায়েরের তারিখ, সংশ্লিষ্ট থানা ও জেলা, মামলার বর্তমান অবস্থা এবং বিচার-পূর্ব আটকের তথ্য, যেখানে প্রযোজ্য, অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় বাংলাদেশের আটটি বিভাগসহ বড় শহরের বাইরের এলাকাগুলো থেকেও মামলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই উপাত্ত সর্বশেষ ২০২৪ সালের জুন-জুলাই মাসে হালনাগাদ করা হয়। তথ্য সংগ্রহে মূলত প্রকাশ্য উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি মামলার সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের সময়কাল ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মামলার ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রকাশ্য তথ্য ২০১৯ সালের। একই সঙ্গে, শুধুমাত্র প্রকাশ্য উৎসের ওপর নির্ভর করার কারণে ছোট শহর বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া কিছু মামলা এই তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

মোট ২২২টি মামলার মধ্যে ৩০টি মামলা গভীরতর বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচন করা হয়, যেগুলোকে ঘটনাভিত্তিক বিশ্লেষণ বা কেস স্টাডি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নির্বাচিত কেস স্টাডিগুলো বিভিন্ন ভৌগোলিক ও পেশাগত প্রেক্ষাপটের সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। এর মধ্যে ১০ জন সাংবাদিক বড় শহর, যেমন ঢাকা, রংপুর ও খুলনা থেকে; ৯ জন ছোট শহর, যেমন ঠাকুরগাঁও ও কিশোরগঞ্জ থেকে; ১০ জন উপজেলা বা মফস্বল এলাকা, যেমন চাটমোহর, গাইবান্ধা ও ত্রিশাল থেকে; এবং একজন গ্রামাঞ্চল থেকে ছিলেন।

প্রতিটি কেস স্টাডির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের মামলাসংক্রান্ত নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে অভিযোগপত্র, এফআইআর, চার্জশিট, আটকাদেশ, জামিনের আদেশ, স্থগিতাদেশ এবং আদালতের রায়, যেখানে পাওয়া গেছে, তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব মামলাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন সাংবাদিকের পেশাগত কাজের ধরন, অভিযোগের প্রকৃতি, গ্রেপ্তারের পরিস্থিতি, মামলার অগ্রগতি এবং মামলার কারণে সাংবাদিকদের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে, তা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

⁶⁰ DSA Tracker, <https://freedominfo.net/>

তবে কিছু তথ্য বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধতা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, গ্রেপ্তারের সময় পরোয়ানা প্রদর্শন করা হয়েছিল কি না, পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানানো হয়েছিল কি না, কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি কী ধরনের আইনি সহায়তা পেয়েছেন, এসব তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই নথিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল না। এছাড়া প্রতিটি কেস স্টাডির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নথির ধরনও ভিন্ন ছিল। তাই যেখানে সম্ভব ও নির্ভরযোগ্য ছিল, সেখানে প্রকাশ্য উৎস ব্যবহার করে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩০টি কেস স্টাডির ক্ষেত্রে অভিযোগের প্রকৃতি চিহ্নিত ও শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। যেসব মামলায় অভিযোগের মূল বিষয় ছিল সাংবাদিকের পেশাগত কাজ, যেমন জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ বা সংবাদ প্রচার, সেগুলোকে “পেশাদার সাংবাদিকতা” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকার বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমালোচনা বা মন্তব্যসংক্রান্ত ঘটনাগুলোকে আলাদা উপ-শ্রেণি হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

যেসব মামলার অভিযোগ সরাসরি সাংবাদিকতার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, সেগুলোকে “অন্যান্য কার্যক্রম” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে অভিযোগকারীর সঙ্গে প্রতারণা, অনুমতি ছাড়া ছবি তোলা বা ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টের মতো অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।⁶¹ তবে একাধিক সাক্ষাৎকারে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকরা দাবি করেছেন, এসব মামলাও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা সংবাদ প্রকাশের কারণে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দায়ের করা হয়েছিল। এমন ঘটনাগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, যেসব মামলায় অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো পোস্ট বা লেখা, সেগুলোকে “সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম” শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণির মামলাগুলো আগের দুই ধরনের অভিযোগের সঙ্গেও সম্পর্কিত হতে পারে। এসব শ্রেণিবিন্যাসের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের “অভিযোগের ভিত্তি” অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই প্রতিবেদনের তথ্যসমষ্টি ডিএসএ’র অধীনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব মামলার পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। বরং আইনটির কী ধরনের অপব্যবহার হয়েছে এবং এর থেকে ভবিষ্যতের জন্য কী শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপন করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

⁶¹ In some cases, journalists denied making the posts alleged; however, the cases were categorized on the basis of the substance of allegations.

সারসংক্ষেপ: সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র ব্যবহার



গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার অন্যতম বড় বাধা হলো ক্ষমতার অপব্যবহার। ক্ষমতাসীনরা অনেক সময় ভিন্নমত দমন করতে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে অনুগত গোষ্ঠীকে সুবিধা দিতে আইন ও নীতির অপব্যবহার করে। গত ১৫ বছরে এসব দমনমূলক আইন সরকারের সমালোচনা দমনে এবং পক্ষপাতমূলক সুবিধা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছে।⁶² ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা ডিএসএ ছিল এমনই একটি আইন।

ডিএসএ বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে এর অস্পষ্ট ও ঢালাওভাবে থাকা আইনের ধারার কারণে। এসব আইনের ধারা মতপ্রকাশের নানা রূপকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ তৈরি করেছে এবং এর সঙ্গে ছিল অস্বাভাবিকভাবে কঠোর শাস্তির বিধান।⁶³ জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এসব বিধান সুনির্দিষ্ট ছিল না। ফলে সাধারণ মানুষ কিংবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে কোন ধরনের বক্তব্য আইন অনুযায়ী সীমিত বা নিষিদ্ধ, তা স্পষ্টভাবে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে আইনটির স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ এবং মতপ্রকাশ দমনের ঝুঁকি তৈরি হয়।⁶⁴

এর পাশাপাশি, ডিএসএ'র অধিকাংশ অপরাধ অজামিনযোগ্য ছিল। পুলিশের বিশাল ও অনিয়ন্ত্রিত গ্রেপ্তার ক্ষমতার কারণে মামলা হলেই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার শুরু হয় আগের সরাসরি জেলে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়তেন।⁶⁵

এসব উপাদান মিলিয়ে ডিএসএ সরকারের সমালোচকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল।⁶⁶ সিজিএস-এর পূর্ববর্তী গবেষণায় দেখা যায়, ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিএসএ'র অধীনে অভিযুক্ত ১ হাজার ৫০০ জনের বেশি ব্যক্তির মধ্যে যাদের পেশাগত পরিচয় জানা গেছে, তাদের প্রায় ৩০ শতাংশ ছিলেন সাংবাদিক এবং ৩০ শতাংশের বেশি ছিলেন রাজনীতিবিদ।⁶⁷ একইভাবে, সিজিএস যে ৮৫৯টি মামলায় অভিযোগকারীকে শনাক্ত করতে পেরেছে, তার মধ্যে ২২ শতাংশ মামলা দায়ের করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রায় ৪০ শতাংশ মামলা দায়ের করেছে রাজনৈতিক

⁶² The Report of the Media Reform Commission, Mar. 22, 2025, pg. 20 [hereinafter the “Media Reform Commission Report”]

⁶³ OHCHR Technical Note.

⁶⁴ Id.

⁶⁵ Section 43 of the DSA granted wide discretion to the police to conduct warrantless searches, seizures and arrests, while Section 53 of the law made several offences, namely Sections 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 and 34, non-bailable. See id. This is discussed further infra.

⁶⁶ See, e.g., Ali Riaz, How Bangladesh's Digital Security Act Is Creating a Culture of Fear, Carnegie Endowment for International Peace, Dec. 9, 2021, available at <https://carnegieendowment.org/2021/12/09/how-bangladesh-s-digital-security-act-is-creating-culture-offear-pub-85951>; Zillur Rahman, The New CSA: A Draconian Law Made More ‘Efficient,’ The Daily Star, Aug. 24, 2023, available at <https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/the-new-csa-draconian-law-made-more-efficient-3401151>; Bilal Hussain, Advocates Question Whether Reforms Will Offer Bangladesh Media Greater Protection, VOA News, Aug. 18, 2023, available at <https://www.voanews.com/a/advocatesquestion-whether-reforms-will-offer-bangladesh-media-greater-protection/7231154.html>.

⁶⁷ Centre for Governance Studies, The Ordeal: Five Years of the Digital Security Act, 2018-2023, Apr. 2024, pg. 10, <https://cgs-bd.com/cms/media/documents/e7678484-19ac-4716-8224-be3f706bfa66.pdf>.

দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। এদের বড় অংশই তখনকার ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।⁶⁸

নিচে এসব প্রবণতা আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, ৩৯৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র অধীনে দায়ের হওয়া ২২২টি মামলার তথ্যসমষ্টি এবং ৩০টি কেস স্টাডি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনটির ব্যবহার, তার ধরন এবং প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।



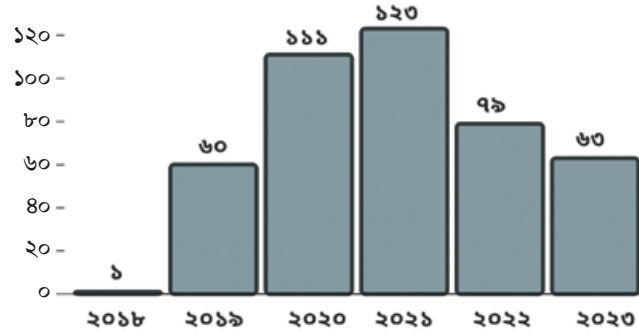
ক. মামলার সময়গত ও ভৌগোলিক বিস্তার

এই গবেষণায় ব্যবহৃত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ডিএসএ'র অধীনে দায়ের হওয়া মামলার বড় অংশ ২০২০ ও ২০২১ সালে দায়ের করা হয়। করোনা মহামারি নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমালোচনা করা অথবা করোনা বিষয়ে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে সেসময় ডিএসএ মামলা অনেক বেড়ে গিয়েছিল বলে বিভিন্ন খবরে বলা হয়েছিল। আমাদের গবেষণায়ও একই বিষয়টি উঠে এসেছে।⁶⁹

⁶⁸ See id. pg. 18.

⁶⁹ See OHCHR Technical Note; Committee to Protect Journalists, Bangladesh Journalists Face Physical Attacks, Legal Cases, and Detention Amid COVID-19 Pandemic, July 23, 2020, available at <https://cpj.org/2020/07/bangladeshi-journalists-face-physical-attacks-legal-cases-and-detention-amid-covid-19-pandemic/>

বছরভিত্তিক ঘটনার সংখ্যা



স্রষ্টা: ১৪টি ঘটনার ক্ষেত্রে বছরের তথ্য পাওয়া যায়নি

উদাহরণ হিসেবে, ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। মহামারির সময় খাদ্যসংকট নিয়ে সমালোচনামূলক একটি ফেসবুক পোস্টের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ডিএসএ’র একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগে বলা হয়, ওই পোস্টে এমন ইঙ্গিত ছিল যে খাদ্যসংকটের কারণে একজন ব্যক্তি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।⁷⁰ এফআইআর-এ উল্লেখ করা হয়, সাংবাদিক ওই পোস্টের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং এর ফলে “রাষ্ট্র ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, জনগণের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা ও সহায়তা করা হয়েছে।⁷¹ তবে এফআইআর-এ এর বাইরে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি।

মহামারি মোকাবিলা নিয়ে আরেকটি মামলায় হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে খাবারের অপ্রাপ্যতা নিয়ে প্রতিবেদন করায় তিন সাংবাদিককে অপরাধী বানিয়ে মামলার মুখোমুখি করা হয়।⁷² ঐ সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রোগীদের খাবারের জন্য দৈনিক ৩০০ টাকা বরাদ্দ থাকার কথা থাকলেও কোভিড-১৯ রোগীদের মাত্র ৭০ টাকার খাবার দেওয়া হচ্ছিল। ফলে রোগীরা বাড়ি থেকে খাবার আনতে বাধ্য হচ্ছিলেন, যা সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলছিল।⁷³ ওই মামলায় অভিযোগকারী ছিলেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক। তবে চার্জশিটেই স্বীকার করা হয় যে ২০২১ সালের জুন মাসে ঠাকুরগাঁও জেলায় লকডাউন পরিস্থিতি এবং বাজারে সরবরাহের ঘাটতির কারণে এক-দুই দিনের জন্য খাবার সরবরাহে সামান্য বিঘ্ন ঘটেছিল।⁷⁴ একই সময়ে অভিযুক্ত তিন সাংবাদিকের একজন, তানভীর হাসান তানু, জানান যে থানায় অবস্থানের সময় পুলিশ একজন সংসদ সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করছিল। এটি মামলাটির রাজনৈতিক মাত্রার ইঙ্গিতও দেয়।⁷⁵

⁷⁰ FIR 20/194, Patnitala Police Station, May 13, 2020, Ikhtiyar Uddin Azad. According to the journalist, his post was corroborated by news accounts in several other publications. See Interview, Ikhtiyar Uddin Azad. He also indicated that he believed the case had been filed because he had exposed “corruptions and irregularities of various government officials and the local leaders and activists of the ruling Awami League and the Bangladesh Chhatra League.” See New Age, Journalist’s Acquittal Comes After 8-Month Detention, 3yr Legal Battle, Feb. 8, 2023, available at <https://www.newagebd.net/article/193875/journalists-acquittal-comes-after-8-month-detention-3yr-legal-battle>.

⁷¹ FIR 20/194, Patnitala Police Station, May 13, 2020, Ikhtiyar Uddin Azad

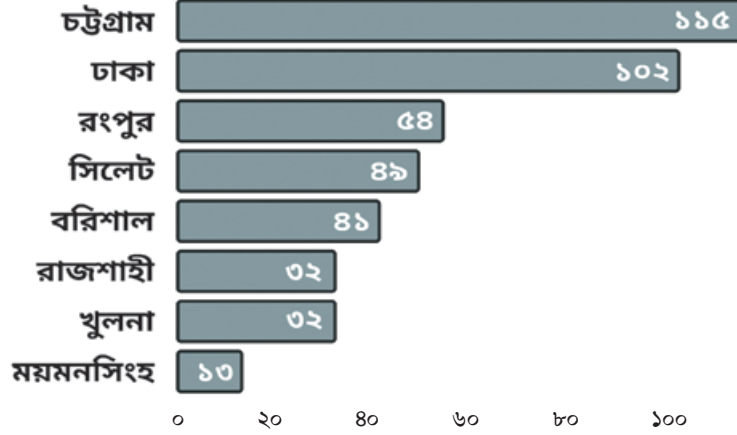
⁷² FIR 7/206, Thakurgaon City Police Station, July 9, 2021, Tanvir Hasan Tanu, Rahim Shuvo, and Abdul Latif Litu.

⁷³ Chargesheet No. 141, June 23, 2022, Tanvir Hasan Tanu, Rahim Shuvo, and Abdul Latif Litu. One of the journalists had apparently sought treatment at the hospital and had observed irregularities giving rising to the reporting. See Interview, Rahim Shuvo (indicating that one of his fellow journalists had sought treatment at the hospital).

⁷⁴ Chargesheet No. 141, June 23, 2022, Tanvir Hasan Tanu, Rahim Shuvo, and Abdul Latif Litu.

⁷⁵ Interview, Tanvir Hasan Tanu. One of the other two journalists offered a similar explanation, indicating that a local MP was the president of the hospital committee. Interview, Rahim Shuvo.
As of 2024, there were eight divisions of Bangladesh, each named after the major city within its jurisdiction that also serves as the administrative seat of that division. Each division is divided into several districts, which are further subdivided into upazilas (sub-districts).

বিভাগভিত্তিক ঘটনার সংখ্যা



ভৌগোলিক বিস্তারের দিক থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে^{৭৬} চট্টগ্রাম বিভাগে ১১৫টি, ঢাকায় ১০২টি, রংপুরে ৫৮টি, সিলেটে ৮৯টি এবং বরিশালে ৮১টি।^{৭৭}

বিভাগের জনসংখ্যার আকারের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুর দেশের সবচেয়ে জনবহুল চার বিভাগের মধ্যে তিনটি। এর অর্থ, ডিএসএ সারা বাংলাদেশেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এর প্রয়োগ কেবল রাজধানীকেন্দ্রিক ছিল না।

সামগ্রিকভাবে এসব প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে, ডিএসএ ছিল একটি বহুল ব্যবহৃত আইনগত হাতিয়ার, যা তৎকালীন রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়গুলো (যেমন: কোভিড-১৯ মহামারি) ঘিরে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

খ. অভিযোগকারীদের প্রোফাইল

ডিএসএ নিয়ে অন্যতম প্রধান সমালোচনা হলো, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভিন্নমত দমনে আইনটিকে হযরানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।^{৭৮} এই প্রতিবেদনের উপাত্ত সেই উদ্দেশ্যকেই সমর্থন করে। তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত ২২২টি মামলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা দায়ের করেছেন রাজনীতিবিদরা, মোট ৭৩টি।^{৭৯} প্রকাশ্য উৎসের ভিত্তিতে দেখা যায়, এসব রাজনীতিবিদের প্রায় ৭০ শতাংশ তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় বৃহত্তম অভিযোগকারী শ্রেণিটি ছিল সরকারি কর্মচারী, যাদের দায়ের করা মামলার সংখ্যা ৩৪টি।^{৮০}

^{৭৬} As of 2024, there were eight divisions of Bangladesh, each named after the major city within its jurisdiction that also serves as the administrative seat of that division. Each division is divided into several districts, which are further subdivided into upazilas (sub-districts).

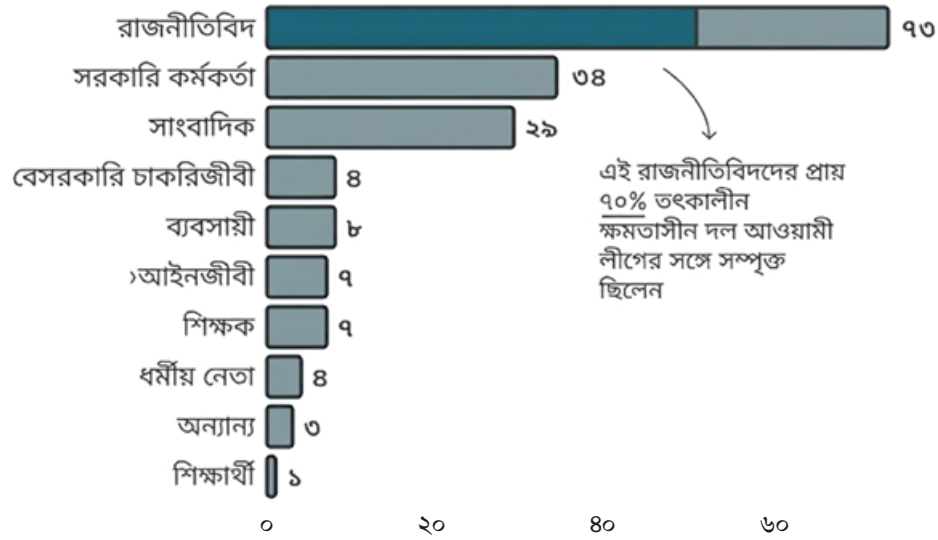
^{৭৭} In the chart below, the numbers do not add up to 451 instances because this information was not available for all cases.

^{৭৮} This is also consistent with findings by the Media Reform Commission, which noted data to the effect that “influential ruling party figures filed 47 percent of the cases” under the DSA. Media Reform Commission Report, pg. 69.

^{৭৯} Anyone holding a position within the official Awami League or its associated groups (such as the student wing, youth wing, labour wing, etc.) was categorized as a “politician affiliated with the Awami League.”

^{৮০} In the chart below, the numbers do not add up to 222 cases because this information was not available for all cases.

পেশাভিত্তিক ঘটনার সংখ্যা



বিশ্লেষণের জন্য নির্বাচিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যেও প্রায় অর্ধেক মামলা দায়ের করেছেন রাজনীতিবিদ বা রাজনীতিবিদদের পরিবারের সদস্যরা। এই ৩০টি মামলার মধ্যে ২০টি সরাসরি মূল সাংবাদিকতা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত। এসব মামলায় সাংবাদিকেরা পুলিশি অপব্যবহার, জনসেবা প্রদানে ব্যর্থতা এবং দুর্নীতির অভিযোগের মতো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন করায় মামলার মুখে পড়েছেন। এই ২০টি মামলার মধ্যেও অর্ধেকের বেশি দায়ের করেছেন রাজনীতিবিদ বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

একটি মামলায় আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক সদস্য চাল বিতরণের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করা এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।^{৪১} অভিযোগে বলা হয়, “উপরোক্ত মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করে আমার রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মানহানি করা হয়েছে, আমার রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ করে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো এবং সামাজিক উসকানি ছড়ানোর অসৎ উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়েছে।”^{৪২}

আরেকটি মামলায় একটি নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এক সাংবাদিক অনলাইনে পোস্ট দেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলার একজন কাউন্সিলর অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, “ওই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টগুলো “মিথ্যা অপপ্রচার” এবং “অভিযুক্তের পোস্ট হাজার হাজার মানুষ দেখছে ও বিভিন্ন মন্তব্য করছে, ফলে মাননীয় মেয়র, অন্যান্য কাউন্সিলর এবং আমার সম্মান মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।”^{৪৩}

^{৪১} FIR 12/59, Baliadangi Police Station, April 17, 2020, Rahim Shuvo. The journalist had allegedly characterized the complainant as a ‘rice thief.’

^{৪২} Complaint as the basis for FIR 12/59, Baliadangi Police Station, April 17, 2020, Rahim Shuvo. In this case, sacks of rice were discovered, and the journalist published an article entitled “630 bags of rice found in the godown of the brother of the President of the Volunteer League.” See also id. (“[B]ecause it publishes news and information with purpose, it is read by many people and many indecent and inexcusable comments are made about Bangladesh Awami League and me, which is an offence under the Digital Security Act. I and my political party are not involved in the incident in any way.”). This same journalist was among the three facing charges for the reporting on food irregularities in the COVID ward of a hospital. See supra.

^{৪৩} Complaint.

তৃতীয় একটি ঘটনায় সাংবাদিক মোঃ হেদায়েত হোসাইন মোল্লার বিরুদ্ধে ভোটে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন করায় ডিএসএ’র অধীনে অভিযোগ আনা হয়।^{৪৪} ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল জানার জন্য তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। একটি আসনের প্রাথমিক ফলাফলে বিরোধী দল ও আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে কাছাকাছি অবস্থানে দেখা যায়। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার সময় বিরোধী দলের ভোট কমে যায় এবং মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা মোট ভোটারের সংখ্যার চেয়ে বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। এসব অসামঞ্জস্য নিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনো উত্তর দেননি। পরে সংশোধিত ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

পরদিন জেলা প্রশাসক মোল্লাকে ফোন করে ক্ষমা চাইতে বলেন, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।^{৪৫} অভিযোগে বলা হয়, মোল্লা “অসৎ” উদ্দেশ্যে “সুষ্ঠু” নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন^{৪৬} এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। মামলাটি দায়ের করেন উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।^{৪৭} শেষ পর্যন্ত মোল্লা ওই মামলায় খালাস পান।^{৪৮}

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত পোস্ট বা বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যায়। বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে ২১টি মামলা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দায়ের করা হয়েছিল।^{৪৯} এর মধ্যে অধিকাংশ মামলা করেছেন রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মচারীরা।

উদাহরণ হিসেবে সাংবাদিক লুৎফুর রহমান শাওনের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। অভিযোগ ছিল, তিনি ফেসবুকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ছবি পোস্ট করে বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন।^{৫০} তবে শাওন আদৌ ওই পোস্ট করেছিলেন কি না, তা স্পষ্ট ছিল না।^{৫১} এর প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের একজন নেতা অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, ওই পোস্টের কারণে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা এবং দেশে-বিদেশে মানুষের সম্মান ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। অভিযোগকারী আরও দাবি করেন, রাষ্ট্রের একজন সুনামগরিক এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে তাঁর নিজের ভাবমূর্তি বা সুনামও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।^{৫২}

উপান্তে আরও দেখা যায়, রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মচারীদের দায়ের করা মামলাগুলোতে সাংবাদিকদের থ্রেপ্তার বা আটক হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল।

^{৪৪} Interview, MD Hedait Hossain Molla; FIR 06/221, Batiaghata Police Station, December 31, 2018, MD Hedait Hossain Molla.

^{৪৫} Interview, MD Hedait Hossain Molla.

^{৪৬} Complaint as the basis for FIR 06/221, Batiaghata Police Station, December 31, 2018, MD Hedait Hossain Molla.

^{৪৭} Complaint as the basis for FIR 06/221, Batiaghata Police Station, December 31, 2018, MD Hedait Hossain Molla.

^{৪৮} Cyber Tribunal Verdict, October 7, 2020.

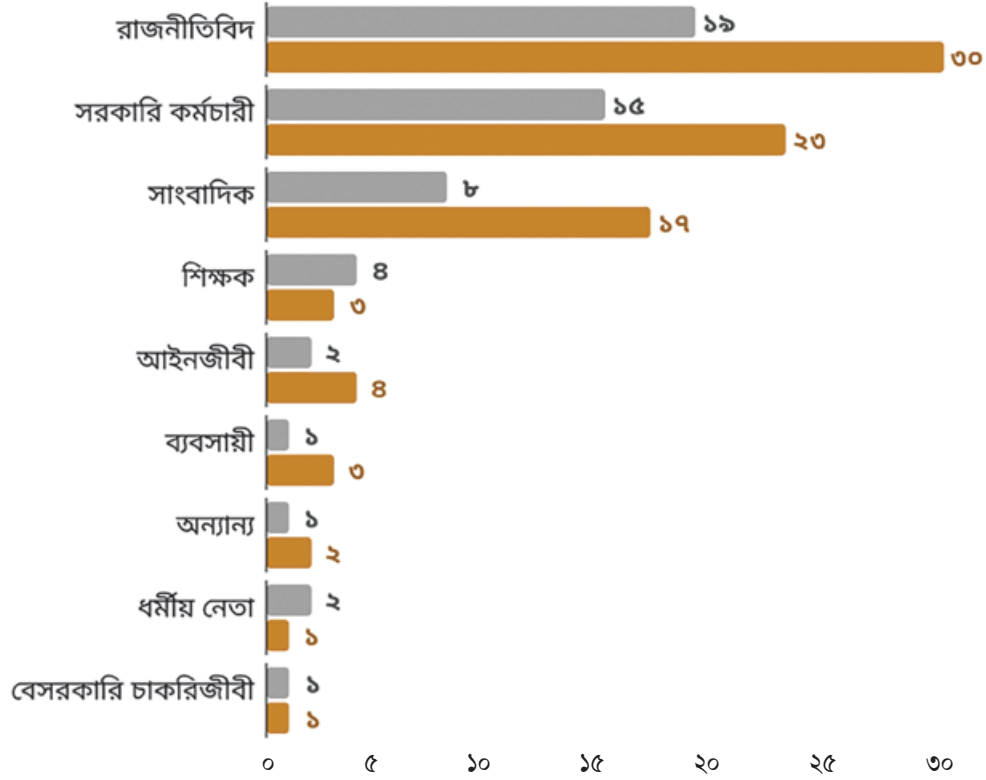
^{৪৯} Cases where the complaint/FIR concerned a post/article on social media – this included those that related to core journalistic work as well as others. In some cases the journalists denied making the said posts—hence the cases were categorised as per the allegations in the complaint.

^{৫০} FIR 20/355, Chhatak Police Station, December 25, 2021, Lutfur Rahman Shawon.

^{৫১} Forensic Report on Facebook Activity of Lutfur Shawon, Issued By IT Forensic Branch, CID Bangladesh, April 20, 2022.

^{৫২} Interview, Lutfur Rahman Shawon; Complaint as the basis for FIR 20/355, Chhatak Police Station, December 25, 2021, Lutfur Rahman Shawon.

অভিযোগকারীর পেশাভিত্তিক গ্রেপ্তার/আটকের ফলে হওয়া মামলাসমূহ



দ্রষ্টব্য: যেসব মামলায় অভিযোগকারীর পেশা সম্পর্কিত তথ্য
পাওয়া যায়নি, সেগুলো এই চার্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি

একটি মামলায় আজহারুল হক পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করেছিলেন। হকের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁকে গ্রেপ্তারের পর চোখ বেঁধে পাঁচ থেকে ছয়জন কর্মকর্তা আক্রমণাত্মকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ কর্মকর্তারা বৈদ্যুতিক শক ব্যবহার করেন। তিনি আরও জানান, জিজ্ঞাসাবাদের মূল বিষয় ছিল তাঁর মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব আছে কি না তা বের করা।^{৯৩} উপাত্তে আরও প্রতীয়মান হয়, ব্যক্তিগত বিরোধের জেরে সাংবাদিকদের ভয় দেখানো ও হয়রানি করার উদ্দেশ্যেও অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছে। তথ্যসমষ্টিতে ২৮টি মামলায় অভিযোগকারী ছিলেন সাংবাদিকরাই। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সাংবাদিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন ও স্বার্থের সংঘাত প্রকট হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকদের বিনোদন ও সামাজিক মেলামেশার স্থান হিসেবে গড়ে ওঠা প্রেস ক্লাবগুলোও অনেক ক্ষেত্রে বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।^{৯৪}

এ ধরনের একটি ঘটনায় রংপুর প্রেস ক্লাবে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।^{৯৫} হামলার শিকার সাংবাদিকদের একজন আফরোজা সরকার বলেন, তিনি কখনো কল্পনাও করেননি যে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে নির্যাতন ও মারধর করবেন,

^{৯৩} Interview, Azharul Haque.

^{৯৪} Media Reform Commission Report, p. 140.

^{৯৫} See generally Dhaka Tribune, ARTICLE 19 Concerned over Violence Against Female Journo in Rangpur, Sept. 26, 2021, available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/259696/article-19-concerned-over-violence-against-female>

এমনকি তাঁর ওপর হাত তুলবেন এবং লোহার চেয়ার দিয়ে পিঠে আঘাত করবেন। তিনি জানান, তাঁর বাঁ হাতের তিনটি আঙুল ভেঙে যায়।⁹⁶ পরে তিনি ফেসবুক লাইভে এসে হামলাকারীদের পরিচয় প্রকাশ করেন, যাদের একজন ছিলেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সদস্য এবং আগে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ওই ফেসবুক লাইভের জেরে আফরোজার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ দায়ের করা হয়, যার অন্তর্গত একটি হামলাকারীদের একজন এবং আরেকটি তাঁদের একজনের সাবেক স্ত্রী দায়ের করেন।⁹⁷

একইভাবে, শাওনের মামলাতেও অভিযোগ ছিল যে তিনি আদালতকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি অনুগত বলে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। শাওন এক সাক্ষাৎকারে জানান, মামলাটির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি অভিযোগকারীর প্রতিদ্বন্দ্বী একটি প্রেস ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতাও মামলা দায়েরের পেছনে ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি সন্দেহ করেছিলেন।⁹⁸

মোট ২২২টি মামলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক, অর্থাৎ ৩০টি মামলা দায়ের করেছেন বেসরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীরা। একটি মামলায় একজন প্রভাবশালী পরিবহণ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রতিবেদন করার কারণে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ ছিল, তিনি কোভিড-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বাস চলাচল করছিলেন। সে সময়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, লকডাউনের মধ্যে গাইবান্ধা থেকে ঢাকায় মানুষ পরিবহনের সময় পুলিশ ওই ব্যবসায়ীর বাস জব্দ করেছিল।⁹⁹ সাংবাদিক এই ঘটনাপ্রবাহ নিয়েই প্রতিবেদন করেছিলেন।¹⁰⁰

আরেকটি মামলায় সাবেক একজন সংসদ সদস্যের মেয়ের মালিকানাধীন একটি রেস্তোরাঁকে ঘিরে দুর্নীতি বা পক্ষপাতমূলক সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর এক সাংবাদিক ডিএসএ'র অধীনে অভিযোগের মুখে পড়েন। মামলাটি দায়ের করেন ওই রেস্তোরাঁর মালিক।¹⁰¹

তৃতীয় একটি মামলায় ম্যাজিস্ট্রেটদের সমালোচনার অভিযোগে একজন সাংবাদিকসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ডিএসএ লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়। ওই সাংবাদিককে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে জরিমানা করা হয়েছিল এবং পরে তিনি ফেসবুক লাইভে সমালোচনামূলক বক্তব্য দেন বলে অভিযোগ করা হয়।¹⁰² তবে চার্জশিটে তিনি ঠিক কী বলেছিলেন, তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে অস্পষ্টভাবে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি “মোবাইল কোর্ট সম্পর্কে বিভিন্ন অপমানজনক কথা, জেলা প্রশাসক সম্পর্কে বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্পর্কে বিভিন্ন বিদ্বেষপূর্ণ, মিথ্যা বা মানহানিকর বক্তব্য দিয়েছেন; মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বিভিন্ন মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে ইচ্ছাকৃতভাবে মোবাইল কোর্টের মানহানি করেছেন।¹⁰³ তবে সাংবাদিকের দাবি, ম্যাজিস্ট্রেটকে “স্যার” বলে সম্বোধন না করায় তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।¹⁰⁴

⁹⁶ FIR 126/22, Rangpur Kotwali Police Station, February 13, 2022, Afroza Sarkar; Interview, Afroza Sarkar.

⁹⁷ Interview, Afroza Sarkar.

⁹⁸ Interview, Lutfur Rahman Shawon.

⁹⁹ Rummana Faisal Nafiu, Gaibandha Journalist Arrested Under Digital Security Act, Dhaka Tribune, May 26, 2020, available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/210945/gaibandha-journalist-arrested-under-digital>.

¹⁰⁰ Interview, Sirajul Islam Ratan.

¹⁰¹ Interview, Fazle Elahi.

¹⁰² Interview.

¹⁰³ Chargesheet.

¹⁰⁴ Interview

ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের পক্ষ থেকেও চারটি মামলা দায়ের করা হয়। এর একটি মামলায় স্থানীয় এক ধর্মীয় নেতা সাংবাদিক হেনরি স্বপনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। অভিযোগের সূত্র ছিল এলাকার ক্যাথলিক চার্চ নিয়ে তাঁর সমালোচনামূলক পোস্ট।¹⁰⁵ স্বপনের ভাষ্য অনুযায়ী, চার্চের ভেতরে দুর্নীতি নিয়ে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।¹⁰⁶

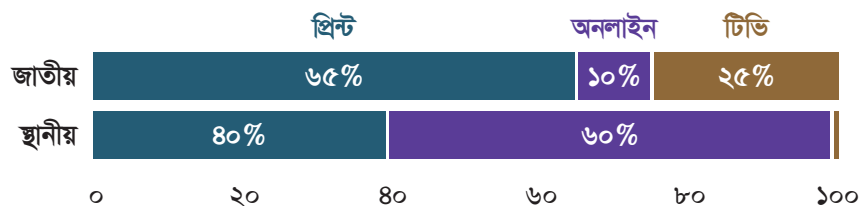
এই সামগ্রিক প্রবণতা ডিএসএ নিয়ে বৃহত্তর উদ্বেগকে আরও জোরালো করে। আইনটি সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহির বাইরে রাখার, ভিন্নমত দমনের এবং বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একই সঙ্গে এটি ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তির একটি আইনি মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করেছে।

গ. অভিযুক্ত সাংবাদিকদের প্রোফাইল

গবেষণার তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত ২০৯টি ঘটনায় অভিযুক্ত সাংবাদিকদের কাজের পরিধি ছিল জাতীয় পর্যায়ে, আর ১৯৭টি ঘটনায় তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতেন। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সাংবাদিকদের আবার তাঁরা কোন ধরনের গণমাধ্যমে কাজ করতেন তার ভিত্তিতেও শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ঘটনায় প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার হার ছিল সবচেয়ে বেশি, মোট ঘটনার ৬৫ শতাংশ। টেলিভিশন ও সম্প্রচারমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে এ হার ছিল ২৫ শতাংশ এবং অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ।

অন্যদিকে স্থানীয় পর্যায়ে অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৬০ শতাংশ। প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার হার ছিল ৪০ শতাংশ এবং টেলিভিশন বা সম্প্রচারমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা ছিল মাত্র ১ শতাংশ। এছাড়া ৪৫টি ঘটনায় সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী অভিযুক্ত সাংবাদিক



আসন্নীকরণের কারণে শতাংশগুলোর যোগফল ১০০%-এর বেশি হয়েছে।

¹⁰⁵ See Dhaka Tribune, Poet Henry Swapon Jailed in Digital Security Act Case, May 14, 2019, available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/176883/poet-henry-sawpon-jailed-in-digital-security-act>.

¹⁰⁶ Interview, Henry Swapon.

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার হার তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তথ্যসমষ্টির মোট ঘটনার ৪৮ শতাংশই প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকেরা মোট ঘটনার ২৯ শতাংশ এবং সম্প্রচারমাধ্যমের সাংবাদিকেরা ১২ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

এই প্রবণতা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রিন্ট প্রকাশনার দ্রুত বিস্তারের ইঙ্গিত বহন করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার ২১তম বার্ষিক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ১৭৬টি, যার মধ্যে ১ হাজার ২৭৯টি ছিল দৈনিক পত্রিকা।¹⁰⁷ একইভাবে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৮২ সালে ঢাকায় দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র এক ডজন এবং সারা দেশে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মোট সংখ্যা ছিল ৬০৪টি। বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২৭০-এ, যার মধ্যে শুধু ঢাকাতেই রয়েছে ১ হাজার ৩৭১টি প্রকাশনা।¹⁰⁸

একই সময়ে ফ্রিডম হাউসের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সংবাদ প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্লগ এবং স্বাধীন অনলাইন গণমাধ্যমের বিস্তার নতুন কণ্ঠস্বরকে সামনে নিয়ে এসেছে। স্থানীয় তথ্য সহজে পাওয়া এবং বাংলায় কনটেন্ট তৈরি করার সুযোগ স্থানীয় ব্লগ, অনলাইন সংবাদসেবা এবং বাংলা ভাষার ইউটিউবভিত্তিক কনটেন্টকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।¹⁰⁹ সম্ভবত এসব প্রবণতার পাশাপাশি বর্তমানে সক্রিয় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়াও¹¹⁰ প্রিন্ট ও ডিজিটাল মাধ্যমের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার তুলনামূলক বেশি অনুপাতের একটি কারণ হতে পারে।

বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ফৌজদারি মামলার মুখে পড়া সাংবাদিকদের ৭০ শতাংশের বয়স ছিল ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। এছাড়া তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত সাংবাদিকদের অধিকাংশই পুরুষ হলেও, অন্তত ১২ জন নারী সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিএসএ’র অধীনে অভিযোগ আনার তথ্য পাওয়া গেছে।

¹⁰⁷ South Asia Press Freedom Report 2022-2023, available at <https://samsn.ifj.org/SAPFR22-23/bangladesh/>.

¹⁰⁸ Media Reform Commission Report, p. 18.

¹⁰⁹ Freedom House, Bangladesh: Key Developments, June 1, 2023 – May 31, 2024, available at <https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-net/2024>.

¹¹⁰ The Media Reform Commission report states that “34 are operational,” Media Reform Commission Report p. 51.

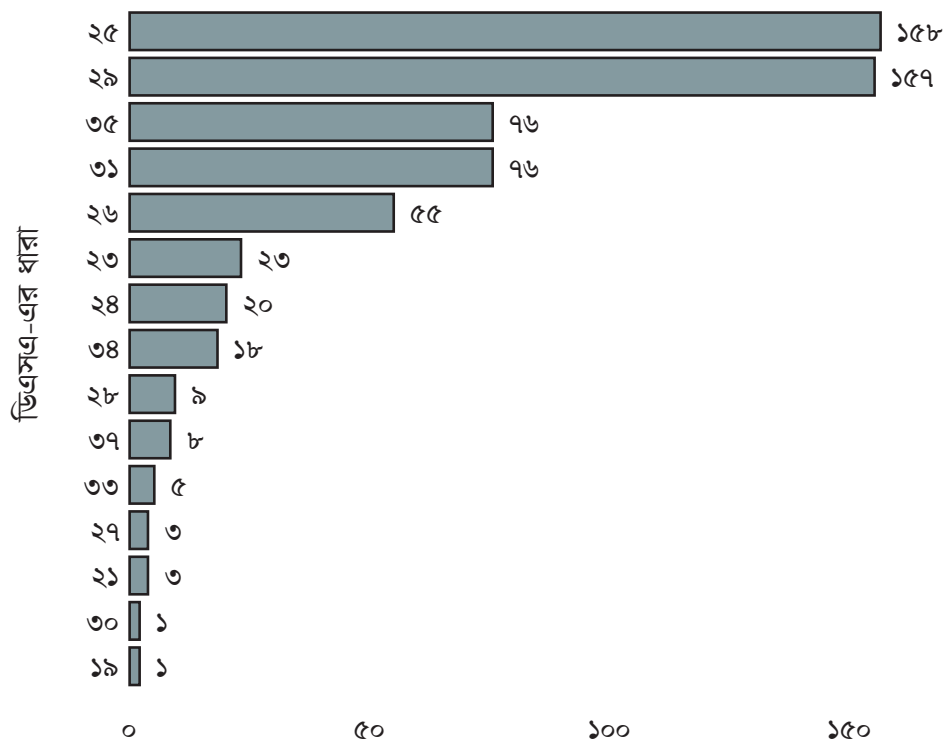
আইন: ডিএসএ'র বিভিন্ন ধারা এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার



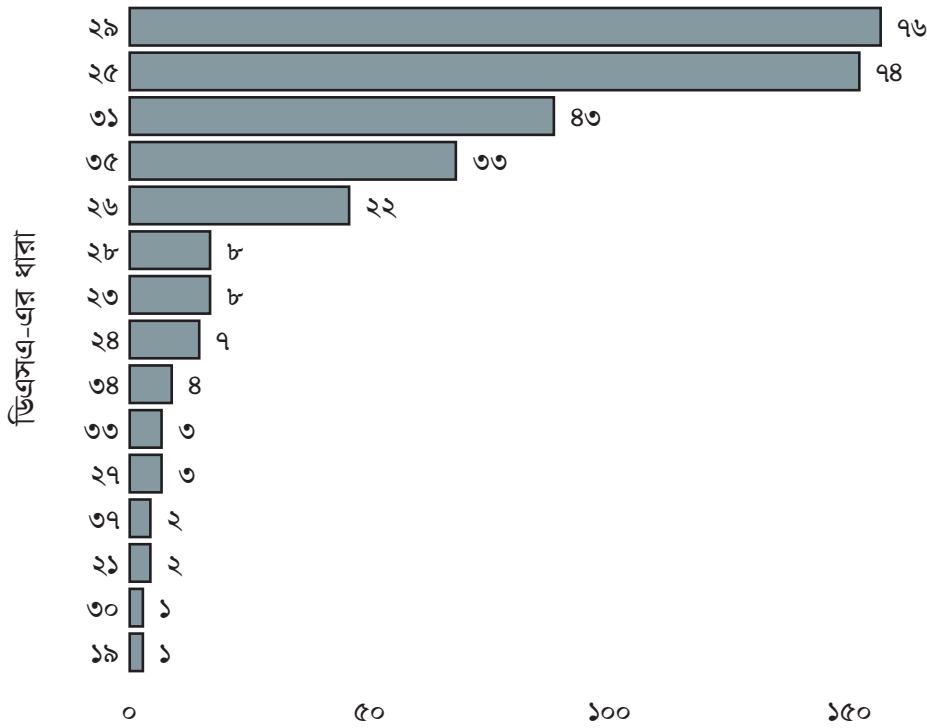
সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হওয়া ৪৫১টি মামলার মধ্যে ১৭৬টির নির্দিষ্ট আইনি ধারা সম্পর্কে তথ্য মিলেছে। এই উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বিশেষ প্রবণতা বা ধরন খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রথমত, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ধারাগুলো ছিল অস্পষ্ট ভাষায় রচিত এবং সহজেই অপব্যবহারের উপযোগী। দ্বিতীয়ত, বহু ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে, যদিও একই বক্তব্য বা প্রকাশনার জন্য এতগুলো ধারায় একসঙ্গে বিচারপ্রক্রিয়া চালানোর যৌক্তিকতা সবসময় স্পষ্ট ছিল না। বিশেষ করে, জামিনযোগ্য ধারার সঙ্গে অজামিনযোগ্য ধারা যুক্ত করে মামলা সাজানোর প্রবণতা দেখা গেছে, যার ফলে সাংবাদিকদের বিচার-পূর্ব আটকের মুখে পড়তে হয়েছে। তৃতীয়ত, মতপ্রকাশসংক্রান্ত নয় এমন কিছু অপরাধও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে ঘন ঘন ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও ডিএসএ'র অপব্যবহার নিয়ে জনপরিসরের আলোচনায় এসব ধারা তুলনামূলক কম গুরুত্ব পেয়েছে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে ডিএসএ'র ধারা ২৫ এবং ধারা ২৯। ধারা ২৫-এ “আপত্তিকর, মিথ্যা বা ভীতিপ্রদর্শক” তথ্য প্রকাশ, কাউকে বিরক্ত বা অপমান করার উদ্দেশ্যে তথ্য প্রচার, অথবা দেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার জন্য মিথ্যা তথ্য বা অপপ্রচার ছড়ানোর অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে ধারা ২৯ ছিল মানহানিসংক্রান্ত। এই দুটি ধারা ৭০টির বেশি মামলায় মোট ১৫০ বারেরও বেশি প্রয়োগ করা হয়েছে।

ডিএসএ-এর নির্দিষ্ট ধারাগুলোর প্রয়োগের সংখ্যা



ডিএসএ-এর নির্দিষ্ট ধারা প্রয়োগকারী মামলার সংখ্যা



ধারা ৩১, যা “বিদ্বেষ সৃষ্টি” বা “আইনশৃঙ্খলার অবনতি” ঘটায় এমন তথ্য প্রকাশ বা প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ৪৩টি মামলায় মোট ৭৬ বার প্রয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে ধারা ৩৫, যা প্ররোচনা, সহায়তা বা কোনো অপরাধ সংঘটনে সম্পৃক্ততার অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত, ৩৩টি মামলায় ৭৬ বার ব্যবহার করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এমন কিছু বড় ধারাও ব্যবহার করা হয়েছিল, যেগুলো সরাসরি লেখালেখি বা মতপ্রকাশের সাথে যুক্ত ছিল না। বরং সেগুলো ছিল মতপ্রকাশের বাইরে অন্য কোনো কথিত অপরাধের মামলা,¹¹¹ যেমন অনুমতি ছাড়া পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার বা সংগ্রহ, ডিজিটাল জালিয়াতি,¹¹² পরিচয় জালিয়াতি¹¹³ এবং হ্যাকিং¹¹⁴। উদাহরণ হিসেবে ধারা ২৬ উল্লেখযোগ্য, যা অনুমতি ছাড়া পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ বা ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ধারা ২২টি মামলায় মোট ৫৫ বার প্রয়োগ করা হয়েছে। ধারাটিতে বলা হয়েছে, “কোনো ব্যক্তি আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারও পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিক্রি, নিজের কাছে রাখা, সরবরাহ বা ব্যবহার করলে তা এই আইনের অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।”

বেশিরভাগ মামলায় একাধিক ধারা একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ৯৫ শতাংশ ঘটনায় মামলায় একাধিক অপরাধ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ইঙ্গিত করে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকের কথিত “অপরাধমূলক” কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো ধারা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা সীমিতভাবে বিবেচনা করেছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে

¹¹¹ Section 26.

¹¹² Section 23.

¹¹³ Section 24.

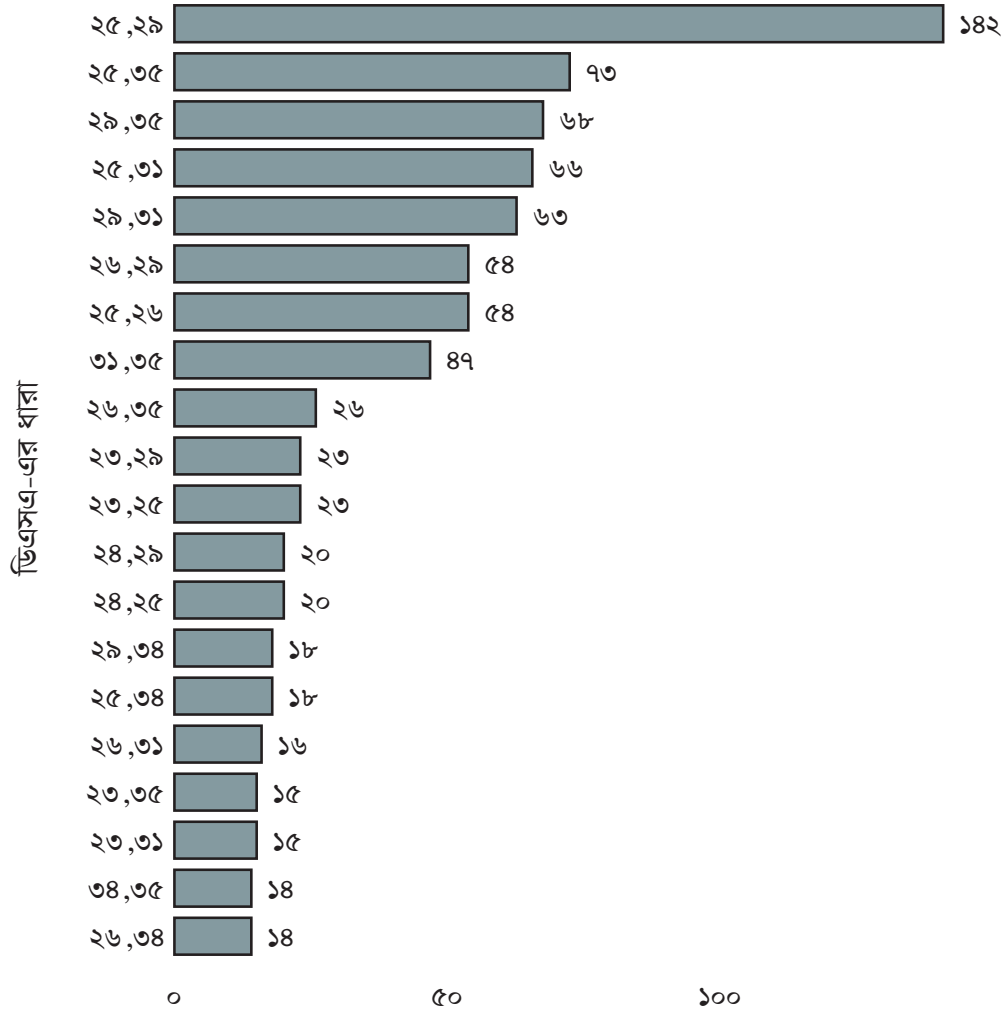
¹¹⁴ Section 34.

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে বিস্তৃত পরিসরের ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যা অতিরিক্ত ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

উদাহরণ হিসেবে ধারা ২৫ এবং ধারা ২৯ একসঙ্গে ১৪০টির বেশি ঘটনায় প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি এমন অনেক ধারাও একত্রে যুক্ত করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

যেসব ধারায় সবচেয়ে বেশি একসঙ্গে অভিযোগ আনা হয়েছে

শীর্ষ ২০টি ধারার সমন্বয়



উদাহরণ হিসেবে মোল্লার মামলার কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে ভোটে অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ডিএসএ'র ধারা ২৫, ৩১, ৩৩ এবং ৩৫-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়।¹¹⁵ তবে কেন একজন সাংবাদিকের প্রতিবেদন একই সঙ্গে “আপত্তিকর বা মিথ্যা তথ্য” প্রকাশ এবং সরকারি তথ্য অবৈধভাবে সংগ্রহ বা ব্যবহারের অভিযোগের মধ্যে পড়বে, তা স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে ধারা ৩৩, যা সরকারি গোপন তথ্যের অবৈধ প্রবেশ বা ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার প্রয়োগের যৌক্তিকতা মামলার নথিতে

¹¹⁵ FIR 06/221, Batiaghata Police Station, December 31, 2018, MD Hedait Hossain Molla; Chargesheet No. 36/1, March 23, 2020, MD Hedait Hossain Molla.

পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

একইভাবে ধারা ২৫ এবং ধারা ৩১ প্রায়ই একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি ধারা ধারণাগতভাবে ভিন্ন। ধারা ২৫(১)(ক) মূলত কোনো ব্যক্তি এবং তাঁর সুনাম বা ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে ধারা ৩১ মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা বা বৈরিতা সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

উদাহরণ হিসেবে কে এম বেলাল হোসেন স্বপনের মামলার কথা বলা যায়। ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত এক রাজনৈতিক প্রার্থীর বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে তথ্য প্রকাশ করায় তাঁর বিরুদ্ধে ধারা ২৫ ও ৩১-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়। এফআইআর-এ বলা হয়, সাংবাদিক “মানহানিকর মিথ্যা ও ভীতিপ্রদর্শক তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছেন।¹¹⁶” কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে কথিত মিথ্যা বক্তব্য কীভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণ হতে পারে, তা স্পষ্ট নয়। বরং চার্জশিটে কেবল বলা হয়েছে, ওই পোস্টের কারণে “এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।¹¹⁷” চার্জশিটের ভাষাও ছিল অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক। সেখানে বলা হয়, “গ্রেপ্তারকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন চতুর ও ভুয়া সংবাদ প্রচারকারী হিসেবে পরিচিত।¹¹⁸” শেষ পর্যন্ত ওই মামলায় সাংবাদিক খালাস পান।¹¹⁹

কিছু ক্ষেত্রে চার্জশিটের ভাষা থেকে এমন ধারণাও পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা বা জনঅসন্তোষ সৃষ্টি হওয়াকেই কার্যত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সমতুল্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে শাওনের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে বিচারব্যবস্থাকে “শেখ হাসিনার স্কাটের নিচে” থাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ আনা হয়। ওই মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, “বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এলাকার সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে এবং অস্থিতিশীলতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।¹²⁰”

পরবর্তী অংশগুলোতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মূল ধারাগুলোর বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব ধারার কোন কোন উপাদান পরবর্তীতে সিএসও-তেও বহাল রাখা হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

ক. ধারাসমূহ

ধারা ২৫ ও ২৯

আইন

ডিএসএ’র ধারা ২৫(১)(ক) এবং ধারা ২৯ উভয়ই কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত বক্তব্য বা তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধারা ২৫(১)(ক)-এ এমন তথ্য বা উপাত্ত প্রকাশ, প্রচার বা ছড়িয়ে দেওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যা “আপত্তিকর, মিথ্যা বা ভীতিপ্রদর্শক” এবং যার উদ্দেশ্য কাউকে বিরক্ত করা, অপমান করা, হেয় করা বা মানহানি করা। অন্যদিকে ধারা ২৯ অনলাইনে মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচারকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে, যা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় বর্ণিত মানহানির অপরাধের ভিত্তিতে গঠিত।

¹¹⁶ Interview, K M Belal Hossen Swapon; FIR 16/225, Chatmohor Police Station, December 26, 2020, K M Belal Hossen Swapon.

¹¹⁷ Chargesheet No. 131, July 18, 2021, K M Belal Hossen Swapon.

¹¹⁸ Chargesheet No. 131, July 18, 2021, K M Belal Hossen Swapon.

¹¹⁹ Rajshahi Cyber Tribunal Verdict, [Date Unclear].

¹²⁰ Complaint as the basis for FIR 20/355, Chhatak Police Station, December 25, 2021, Lutfur Rahman Shawon.

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ডিএসএ-তে মানহানিসংক্রান্ত শাস্তি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির তুলনায় কঠোর ছিল। ডিএসএ'র অধীনে এই অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড। পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে তা বেড়ে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। বিপরীতে দণ্ডবিধিতে মানহানির জন্য সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডের বিধান ছিল এবং জনস্বার্থে সত্য তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি সীমিত ব্যতিক্রমও স্বীকৃত ছিল।

ধারা ২৫(১)(খ) আবার ভিন্ন ধরনের বক্তব্যকে লক্ষ্য করে। এই ধারায় দেশের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে, অথবা “বিভ্রান্তি ছড়ানোর” উদ্দেশ্যে অপপ্রচার বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ ও প্রচারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যার শাস্তি সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড হতে পারে। ধারা ২৫(১)(ক)-এর তুলনায় এই ধারাটি ব্যক্তিগত ক্ষতির পরিবর্তে বৃহত্তর সমাজ বা জনসমষ্টির ওপর বক্তব্যের প্রভাবকে কেন্দ্র করে গঠিত বলে প্রতীয়মান হয়।

ধারা ২৫-এর বিস্তৃত পরিধি, যেখানে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও বৃহত্তর সমাজ উভয়কে কেন্দ্র করে দেওয়া বক্তব্যকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ রাখা হয়েছে, যা আইনটিকে বিশেষভাবে অপব্যবহারের ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাস্তবে কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি যে অভিযোগ ধারা ২৫(১)(ক) নাকি ২৫(১)(খ)-এর অধীনে আনা হয়েছে। এর ফলে আইনটির প্রয়োগে আরও বিভ্রান্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ধারা ২৫ এবং ধারা ২৯-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, ধারা ২৫-এ সত্য বক্তব্যের জন্য কোনো স্পষ্ট ব্যতিক্রমের সুযোগ দেখা যায় না। অন্যদিকে ধারা ২৯ যেহেতু দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সেখানে সত্য তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি সীমিত প্রতিরক্ষার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উপাত্ত ও কেস স্টাডি থেকে পাওয়া প্রবণতা

ধারা ২৫ ও ২৯ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগকারীর মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিলেন রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মচারী, সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ এবং ব্যবসায়ীরা।

উদাহরণ হিসেবে সাংবাদিক আবু তাইয়ুব মুন্শীর একটি মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি “বন্ড লাইসেন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খুলনা সিটি মেয়র? শুদ্ধ ফাঁকির দায়ে আড়াই কোটি টাকা জরিমানা, দাবি ৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা, বাতিল বন্ড লাইসেন্স” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।¹²¹ প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়, মেয়রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা তাঁর সম্পৃক্ত একটি প্রতিষ্ঠান শুদ্ধ ফাঁকির সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রতিবেদনে মেয়রের স্বাক্ষরযুক্ত একটি নথির কথাও উল্লেখ করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় মেয়র অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রতিবেদনটিকে “হলুদ সাংবাদিকতা” ও “মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর” বলে দাবি করেন। ওই মামলার এফআইআর ডিএসএ'র ধারা ২৫, ২৯, ৩১ ও ৩৫-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, “ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, আপত্তিকর ও মানহানিকর তথ্য ছড়িয়ে জনমনে বিদ্বেষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র” করা হয়েছে।¹²²

¹²¹ Complaint as the basis for FIR 25/140, Khulna Sadar Police Station, April 20, 2021, Abu Taiyub Munshi; Interview, Abu Taiyub Munshi.

¹²² FIR 25/140, Khulna Sadar Police Station, April 20, 2021, Abu Taiyub Munshi; Interview, Abu Taiyub Munshi; Complaint as the basis for FIR 25/140, Khulna Sadar Police Station, April 20, 2021, Abu Taiyub Munshi

এই এফআইআর থেকে স্পষ্ট হয় যে বহু মামলায় “আপত্তিকর” এবং “মানহানিকর” বক্তব্যের ধারণাগুলো একে অপরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছে। একই সঙ্গে ধরে নেওয়া হয়েছে যে এসব বক্তব্য জনমনে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। ফলে যে কোনো অস্বস্তিকর বা সমালোচনামূলক বক্তব্যকে একই সঙ্গে ধারা ২৫ ও ২৯ লঙ্ঘনের অভিযোগ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫ ও ২৯ ধারা জামিনযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, মামলার সাথে ২৩, ২৪, ২৬, ৩১ বা ৩৪-এর মতো অজামিনযোগ্য ধারা যুক্ত করে সাংবাদিকদের বিচার-পূর্ব আটকে রাখা হতো। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিকদের ৮০ শতাংশের বেশি ঘটনার ক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে একটি নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে করা প্রতিবেদনের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। ওই মামলায় সাংবাদিককে ১২ দিন কারাগারে থাকতে হয়েছিল, কারণ এফআইআর-এ শুধু ধারা ২৫ ও ২৯ নয়, ধারা ২৬-ও যুক্ত করা হয়েছিল। ধারা ২৬ অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের অভিযোগকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই ধারার অভিযোগের ভিত্তি ছিল, সাংবাদিক তাঁর প্রতিবেদনে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা লিখেছিলেন, তাঁদের ছবি অনুমতি ছাড়া পোস্ট করেছিলেন।¹²³ একটি ফরেনসিক প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি “ইচ্ছাকৃতভাবে” ছবিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেটিকেই এই অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।¹²⁴ অথচ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট সরকারি ব্যক্তিদের সংবাদযোগ্য ছবি প্রকাশ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষার আওতায় পড়ে।¹²⁵

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ

ধারা ২৫ এবং ২৯ উভয়ই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড এবং অন্যান্য দেশের আদালতের সাংবিধানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথমত, ধারা ২৫(১)(ক)-এর ক্ষেত্রে “আপত্তিকর” এর মতো শব্দের ব্যবহার এতটাই অস্পষ্ট যে এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা অবশ্যই “আইন দ্বারা নির্ধারিত” হতে হবে, এই মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে এই নীতির অর্থ হলো, আইন এমনভাবে প্রণীত হতে হবে যাতে একজন ব্যক্তি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন কোন আচরণ বৈধ এবং কোন আচরণ অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। একই সঙ্গে আইন এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে এর প্রয়োগকারীরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করার ক্ষেত্রে সীমাহীন সুযোগ পেয়ে যান।¹²⁶

বিভিন্ন দেশের আদালত একই ধরনের “আপত্তিকর যোগাযোগ” বিষয়ক আইনকে অস্পষ্টতার কারণে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। উদাহরণ হিসেবে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬ক ধারা বাতিল করে দেয়। এই ধারায় “চরমভাবে আপত্তিকর” বা “ভীতিপ্রদর্শক” তথ্য প্রেরণ কিংবা কাউকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহারের অপরাধ নির্ধারণ করা হয়েছিল। আদালত মন্তব্য করে, “চরমভাবে

¹²¹ 123 Interview; Complaint; Chargesheet.

¹²⁴ Chargesheet.

¹²⁵ European Court of Human Rights (Grand Chamber), Axel Springer v. Germany, App. No. 39954/08, Feb. 7, 2012, paras. 90-91 (recognizing “the contribution made by photos or articles in the press to a debate of general interest” and stressing that in balancing the right to freedom of expression against the right to privacy, “[t]he role or function of the person concerned and the nature of the activities that are the subject of the report and/or photo constitute another important criterion . . . [and] a distinction has to be made between private individuals and persons acting in a public context, as political figures or public figures.”).

¹²⁶ UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, UN Doc. CCPR/C/GC/34, Sept. 12, 2011 [hereinafter “General Comment No. 34”], para. 25.

আপত্তিকর” বা “ভীতিপ্রদর্শক” এর মতো শব্দ এতটাই অস্পষ্ট যে কোনো ব্যক্তি অপরাধ করেছেন কি না, তা নির্ধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য কোনো মানদণ্ড তৈরি করা সম্ভব নয়।¹²⁷

একইভাবে উগান্ডার সাংবিধানিক আদালত ২০১১ সালের কম্পিউটার অপব্যবহার আইনের ধারা ২৫ বাতিল ঘোষণা করে। ওই ধারায় “আপত্তিকর যোগাযোগ” অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, বিশেষ করে এমন ইলেকট্রনিক যোগাযোগ যা অন্য ব্যক্তির শান্তি, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা স্বত্তি বিঘ্নিত করতে পারে এবং যার “বৈধ যোগাযোগমূলক উদ্দেশ্য” নেই। আদালত পর্যবেক্ষণ করে, আইনে কোন ধরনের আচরণ “আপত্তিকর যোগাযোগ” হিসেবে বিবেচিত হবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।¹²⁸ ফলে একজন ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রকৃতি বুঝে কার্যকর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পান না।¹²⁹ আদালত আরও মন্তব্য করে, ধারাটির ভাষা অস্পষ্ট, অতিবিস্তৃত ও দ্ব্যর্থক, এবং এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিজেদের ইচ্ছামতো কোন বক্তব্য “আপত্তিকর” হবে তা নির্ধারণের সুযোগ দেয়।¹³⁰ এই ভিত্তিতে আদালত আইনটিকে বাতিল ঘোষণা করে।¹³¹

সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়ার আপিল আদালতও ১৯৯৮ সালের কমিউনিকেশনস অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া আইনের একটি অনুরূপ বিধান বাতিল করে। আদালত মন্তব্য করে, আইনটিতে “আপত্তিকর” বক্তব্য কী এবং “বিরক্ত করার উদ্দেশ্য” বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তার কোনো সুস্পষ্ট মানদণ্ড নেই। আদালতের ভাষায়, যদি কোনো বক্তব্য কেবল একজন ব্যক্তি আপত্তিকর মনে করলেই তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তাহলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং আইন প্রয়োগ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে।¹³²

দ্বিতীয়ত, ধারা ২৫(১)(খ)-এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের উদ্বেগ প্রযোজ্য। বিশেষ করে “অপ্রচার বা মিথ্যা তথ্য”, “বিত্রাস্তি ছড়ানো” এবং “দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা”র মতো শব্দগুচ্ছ অত্যন্ত অস্পষ্ট। উদাহরণ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার সাংবিধানিক আদালত সম্প্রতি এমন একটি আইন বাতিল করেছে, যেখানে “মিথ্যা তথ্য” প্রচারকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আদালত মন্তব্য করে, “মিথ্যা তথ্য”, “অবিশ্বস্ত তথ্য” বা “অতিরঞ্জিত তথ্য”¹³³ এর মতো শব্দগুচ্ছের অর্থ নির্ধারণের কোনো সুস্পষ্ট মানদণ্ড নেই।¹³⁴ আদালত আরও স্বীকার করে যে কোনো তথ্য “সত্য” নাকি “অতিরঞ্জিত”, তা মূল্যায়ন অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যক্তির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।¹³⁵

একইভাবে পূর্ব আফ্রিকান ন্যায়বিচার আদালত তানজানিয়ার এমন একটি আইনগত বিধানকে বেআইনি অস্পষ্টতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যেখানে “জনমনে ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে” এমন প্রকাশনাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।¹³⁶

¹²⁷ See Indian Supreme Court, *Shreya Singal v. Union of India*, Writ Petition (Criminal) No. 167 of 2012 (2015).

¹²⁸ Constitutional Court of Uganda, *Karamagi et al. v. Attorney General*, Judgment, Constitutional Petition No. 5 of 2016, pg. 15.

¹²⁹ *Id.*, at pgs. 11-12.

¹³⁰ *Id.*, at pg. 12.

¹³¹ *Id.* at pg. 16. See also High Court of Kenya at Nairobi, *Andare v. Attorney General et al.*, Judgment, Apr. 19, 2016, paras. 77-78 (striking down a law that criminalized “send[ing] a message or other matter that is grossly offensive or of an indecent, obscene or menacing character” or “send[ing] a message that [a person] knows to be false for the purpose of causing annoyance, inconvenience or needless anxiety to another person.”).

¹³² Court of Appeal, *Heidy Quah Gaik Li*, Judgment, No. B-01(A)-514-10/2023, para. 73

¹³³ This language is found in another sub-section of the provision.

¹³⁴ Constitutional Court Judgment [translation], Case No. 78/PUU-XXI/2023, para. 3.18.2,

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ EACJ, *Media Council of Tanzania and Ors. v. Attorney General of the United Republic of Tanzania*, Reference 2 of 2017, [2019] EACJ 2, Mar. 28, 2019 (First Instance Division), available at <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2019/05/Referene-No.2-of-2017.pdf> (see also case cited therein).

এ ছাড়া জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি স্পষ্টভাবে বলেছে, রাষ্ট্র কোনো প্রতিষ্ঠান, যেমন সেনাবাহিনী বা প্রশাসনের সমালোচনা নিষিদ্ধ করতে পারে না। একই সঙ্গে তারা উল্লেখ করেছে, সরকার বা সরকারের অনুসৃত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সমালোচনা করার কারণে কোনো গণমাধ্যম, প্রকাশক বা সাংবাদিককে শাস্তি দেওয়া কখনোই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর “প্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতা” হিসেবে গণ্য হতে পারে না।¹³⁷

ধারা ২৫-এর উভয় উপধারাতেই “তথ্য” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর্টিকেল ১৯ -এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, “মিথ্যা তথ্য” প্রচারকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা সমস্যাজনক, কারণ বাস্তবে তথ্য ও মতামতের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা সবসময় সম্ভব হয় না।¹³⁸ একইভাবে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতও তথ্য ও মতামতের পার্থক্য না করে যেকোনো তথ্যকেই অপরাধ হিসেবে দেখার বিষয়টিকে একটি “অবিচারপূর্ণ পদ্ধতি” এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সরাসরি লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করেছে।¹³⁹

তৃতীয়ত, ধারা ২৯-এর ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি সুপারিশ করেছে যে মানহানিকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।¹⁴⁰ আর যদি তা করা হয়ও, কোনো অবস্থাতেই মানহানির শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড দেওয়া উচিত নয়, যদিও ডিএসএ-তে সেই সুযোগ রাখা হয়েছিল। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ধারা ২৯ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যার মধ্যেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি রয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, “মানহানি আইনের অধীনে সত্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের বড় উপায় (defence of truth) হিসেবে রাখার সুযোগ থাকতে হবে”। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি দেখেছে যে, একজন রেডিও ধারাবাহিকারকে এমন একটি মানহানি আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যেখানে অত্যন্ত সীমিত শর্তে সত্য প্রমাণের অনুমতি ছিল, যা মানবাধিকার সনদের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের (মতপ্রকাশের স্বাধীনতা) স্পষ্ট লঙ্ঘন। একইভাবে, অ্যাঙ্গোলার একজন সাংবাদিক রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলায় যখন তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়, তখন কমিটি সত্য প্রমাণের অধিকারের ওপর বিশেষ জোর দেয়। আদালত তার সত্য প্রকাশের সুযোগটি নাকচ করে দেওয়ায় কমিটি সেখানেও ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন হয়েছে বলে রায় দেয়। কমিটি দক্ষিণ কোরিয়ার মানহানি আইন নিয়েও গভীর “উদ্বেগ” প্রকাশ করেছে। কারণ সেখানে সত্য তথ্য প্রচার করলেও অপরাধের দায়ে বিচার করা যায়; কেবল তথ্যটি সম্পূর্ণ “জনস্বার্থে” প্রকাশ করা হলে তবেই ছাড় পাওয়া সম্ভব।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মানদণ্ড অনুযায়ী, মানহানিসংক্রান্ত আইনে “সত্যতা”কে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি বৈধ ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।¹⁴¹ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি এমন একটি মামলায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘন চিহ্নিত করেছিল (মানবাধিকার সনদের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী), যেখানে একজন রেডিও ভাষ্যকারকে এমন একটি মানহানি আইনের অধীনে দণ্ডিত করা হয়, যেখানে সত্যতা প্রমাণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত ছিল।¹⁴² একইভাবে, অ্যাঙ্গোলার একজন সাংবাদিক রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

¹³⁷ General Comment No. 34, paras. 38, 42.

¹³⁸ Article 19, Bangladesh: Digital Security Act 2018, Legal Analysis (November 2019), pg. 16. See, e.g., ECtHR, *Gorelishvili v. Georgia*, App. No. 12979/04, Sept. 5, 2007, para. 38; ECtHR, *Fedchenko v. Russia*, App. No. 33333/04, June 28, 2007, para. 37.

¹³⁹ See, e.g., ECtHR, *Gorelishvili v. Georgia*, App. No. 12979/04, Sept. 5, 2007, para. 38; ECtHR, *Fedchenko v. Russia*, App. No. 33333/04, June 28, 2007, para. 37.

¹⁴⁰ General Comment No. 34, para. 47.

¹⁴¹ See General Comment No. 34, para. 47; see also Amal Clooney & David Neuberger, *Freedom of Speech in International Law*, Oxford University Press, pgs. 114–116 (2024).

¹⁴² UNHRC, *Adonis v. Philippines*, U.N. Doc. CCPR/C/103/D/1815/2008/Rev.1, Oct. 4 to Nov. 4, 2011, para. 3.5 (The law in consideration in this case was “[A]rticle 354 of the Revised Penal Code, according to which ‘every defamatory imputation is presumed to be malicious, even if true, if no good intention and justifiable motive for making it is shown, except in the following cases ... 2. A fair and true report, made in good faith, without any comments or remarks of any judicial, legislative or other official proceedings which are not of confidential nature, or of any statement, report or speech delivered in said proceedings, or of any other act performed by public officers in the exercise of their functions.’”).

তোলায় যখন তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়, তখন কমিটি সত্য প্রমাণের অধিকারের ওপর বিশেষ জোর দেয়। আদালত তার সত্য প্রকাশের সুযোগটি নাকচ করে দেওয়ায় কমিটি সেখানেও ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন হয়েছে বলে রায় দেয়।¹⁴³ কমিটি দক্ষিণ কোরিয়ার মানহানি আইন নিয়েও গভীর “উদ্বেগ” প্রকাশ করেছে। কারণ সেখানে সত্য তথ্য প্রচার করলেও অপরাধের দায়ে বিচার করা যায়; কেবল তথ্যটি সম্পূর্ণ “জনস্বার্থে” প্রকাশ করা হলে তবেই ছাড় পাওয়া সম্ভব।¹⁴⁴

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায়ও সত্যতার প্রতিরক্ষা কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য, “যদি তা জনকল্যাণের জন্য করা হয়ে থাকে।” আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী, সত্যতার প্রতিরক্ষার ওপর এ ধরনের সীমাবদ্ধতা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান অবস্থা

ধারা ২৫ ও ২৯ সিএসও-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে মানহানি এখনো বাংলাদেশ দণ্ডবিধির অধীনে একটি অপরাধ হিসেবে বহাল রয়েছে, যার শাস্তি সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড।¹⁴⁵ অতীতে সমালোচনা করা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এই আইন “ঘন ঘন” ব্যবহৃত হয়েছে বলেও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে।¹⁴⁶ এ ছাড়া এই প্রতিবেদনের তথ্যসমষ্টি ইঙ্গিত করে যে সিএসও-এর ধারা ২৬ ভবিষ্যতেও উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকতে পারে। ধারা ২৬-এ বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, জেনে-বুঝে বা ছদ্মনামে নিজের বা অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে সাইবার স্পেসে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করেন, যা কোনো ধর্ম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা জাতিগত ঘৃণার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যা সহিংসতা, উদ্বেগ, বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে, তাহলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

ধারা ২৬-এর অনেক উপাদানই ডিএসএ’র ধারা ৩১-এর ধারাবাহিকতা বহন করে, যা পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তবে “উদ্বেগ সৃষ্টি” ধারণাটি ডিএসএ’র ধারা ২৫(১)(খ)-এ থাকা “বিশ্রান্তি ছড়ানো” ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

উদাহরণ হিসেবে একটি মামলার কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে ধারা ২৫-এর পাশাপাশি ধারা ৩১-ও প্রয়োগ করা হয়েছিল। ওই মামলার চার্জশিটে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি “মিথ্যা তথ্য” প্রচার করেছেন, যা “জনমনে বিশ্রান্তি সৃষ্টি করেছে এবং অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করেছে।”¹⁴⁷ অর্থাৎ সেখানে ধারা ২৫-এর “বিশ্রান্তি সৃষ্টি” এবং ধারা ৩১-এর “আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি” ধারণাকে কার্যত একত্রে মিশিয়ে দেখা হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, সিএসও-এর নতুন ধারা ২৬-এ থাকা “উদ্বেগ সৃষ্টি” উপাদানটিও ভবিষ্যতে ধারা ২৫-এর মতোই ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা হতে পারে। যদিও ধারা ২৬ আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ধরনের কথিত বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তবুও এর অস্পষ্ট ভাষা ভবিষ্যৎ অপব্যবহারের ঝুঁকি বহাল রাখে।

¹⁴³ UNHRC, Marques de Morais v. Angola, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1128/2002, Mar. 29, 2005, para. 6.8.

¹⁴⁴ UNHRC, Concluding Observations on the Fourth Periodic Report the Republic of Korea, U.N. Doc. CCPR/C/KOR/CO/4, Dec. 3, 2015, para. 46; Amal Clooney & David Neuberger, supra, pg. 115.

¹⁴⁵ The Penal Code, 1860, Sections 499 and 500.

¹⁴⁶ Amnesty International, Caught Between Fear and Repression: Attacks on Freedom of Expression in Bangladesh, (May 2017), pg. 8, available at <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/6114/2017/en/>.

¹⁴⁷ Chargesheet No. 36/1, March 23, 2020, MD Hedait Hossain Molla.

ধারা ৩১

আইন

ডিএসএ'র ধারা ৩১ এমন বক্তব্য বা তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা “বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ, ঘৃণা বা বৈরিতা সৃষ্টি” করে, “অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা” তৈরি করে অথবা “আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি” ঘটায়। এই ধারা গবেষণায় সংগৃহীত উপাত্ত অনুযায়ী মোট ৭৬ বার প্রয়োগ করা হয়েছে, যা ৪৩টি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত।

ধারা ৩১-এর অধীনে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ডের বিধান ছিল, যা একই ধরনের অপরাধসংক্রান্ত বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ১৫৩এ-এর তুলনায় অনেক কঠোর। দণ্ডবিধির ওই ধারায় বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছড়ানোর অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। এ ছাড়া ধারা ৩১ ছিল অজামিনযোগ্য। ফলে এই ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার-পূর্ব আটকের ঝুঁকিতে পড়তেন।

উপাত্ত ও কেস স্টাডি থেকে পাওয়া প্রবণতা

ধারা ৩১ প্রায়ই ধারা ২৫ ও ২৯-এর সঙ্গে একত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ধারা ২৫-এর সঙ্গে এটি ৬৬ বার এবং ধারা ২৯-এর সঙ্গে ৬৩ বার যুক্ত করা হয়েছে। অথচ ধারণাগতভাবে ধারা ৩১ মূলত জনশৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিধান, যেখানে ধারা ২৯ এবং ধারা ২৫(১)(ক) ব্যক্তি বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সরকারি কর্মচারীদের দায়ের করা মামলার প্রায় ৮০ শতাংশে ধারা ৩১ প্রয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে রাজনীতিবিদদের দায়ের করা মামলার ৫৫ শতাংশেও এই ধারা ব্যবহার করা হয়েছে। উপাত্তে আরও দেখা যায়, ধারা ৩১-এর অধীনে অভিযুক্ত সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও বিচার-পূর্ব আটকের মুখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। যেখানে তথ্য পাওয়া গেছে, সেখানে ধারা ৩১-সংবলিত ৭০ শতাংশ ঘটনায় সাংবাদিকদের বিচার-পূর্ব আটক করা হয়েছিল।¹⁴⁸

বিভিন্ন মামলার নথি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মামলা দায়েরের জন্য যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অনুমাননির্ভর ও অত্যন্ত বিস্তৃত। উদাহরণ হিসেবে ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের মামলার কথা বলা যায়, যা কোভিড-১৯ মহামারির সময় খাদ্যসংকট নিয়ে করা একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে দায়ের হয়েছিল। এফআইআর-এ বলা হয়, ওই পোস্ট “রাষ্ট্র ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে, জনগণের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা ও সহায়তা করেছে।” কিন্তু সরকারের মহামারি মোকাবিলা নিয়ে সমালোচনা কীভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আতঙ্ক বা আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে এফআইআর-এ কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।¹⁴⁹

একইভাবে, কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল ওয়ার্ডে খাবারের পরিমাণ কমে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন করায় তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার চার্জশিটেও অত্যন্ত বিস্তৃত ও অস্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করা হয়। সেখানে বলা হয়, “ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ ও মানহানি করে, উক্ত মানহানিকর ও মিথ্যা তথ্য প্রকাশ ও গুজব ছড়িয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারির সময় মডার্ন জেলা সদর হাসপাতালের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস, বিভিন্ন শ্রেণি বা

¹⁴⁸ In 30 of the 76 incidents where Section 31 was invoked, information on pre-trial detention was not known.

¹⁴⁹ FIR 20/194, Patnitala Police Station, May 13, 2020, Ikhtiyar Uddin Azad.

সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা, ঘৃণা, জনরোষ, বিভ্রান্তি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে উক্ত প্রতিবেদনের সাংবাদিক ও তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।¹⁵⁰

একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায় সাংবাদিক আবু জাফরের মামলায়। স্থানীয় এক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ধারা ৩১-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়।¹⁵¹ লক্ষণীয় বিষয় হলো, অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজে দায়ের করেন নি; বরং স্থানীয় আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক সংগঠক এটি দায়ের করেন।¹⁵² অভিযোগের মূল যুক্তি ছিল, স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন “অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি” তৈরি করতে পারে।¹⁵³ তবে কীভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ

ধারা ২৫ ও ২৯-এর মতো ধারা ৩১-এও বেশ কয়েকটি অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে “অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা” এবং “বিদ্বেষ, ঘৃণা বা বৈরিতা”র মতো শব্দগুচ্ছের স্পষ্ট সংজ্ঞা আইনে অনুপস্থিত। উদাহরণ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার সাংবিধানিক আদালত যে “ভুয়া তথ্য” সংক্রান্ত আইন বাতিল করেছিল, সেই রায়ে আদালত উল্লেখ করে যে সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোতে বক্তব্যের কারণে “ব্যাঘাত” সৃষ্টি হওয়া বা তার সম্ভাবনার কথা বলা হলেও, কোন মাত্রার পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করা হবে, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট মানদণ্ড নেই।¹⁵⁴ আদালত আরও মন্তব্য করে, “কী ঘটতে পারে” সে ধরনের মূল্যায়ন অনেকাংশে ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, যা স্বেচ্ছাচারী উপায়ে প্রয়োগের ঝুঁকি তৈরি করে।¹⁵⁵ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে, জাতিসংঘের বিশেষ সেল-‘ওয়ার্কিং গ্রুপ অন আরবিট্রারি ডিটেন’ জানিয়েছে যে, ‘সামাজিক বিশৃঙ্খলা’¹⁵⁶ বা ‘কর্তৃপক্ষের অবাধ্যতা ও দাঙ্গা’¹⁵⁷ সৃষ্টির উসকানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আইনি ধারাগুলো মোটেও স্পষ্ট নয়। ‘অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা’ তৈরি করার মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য নিষিদ্ধকরণসংক্রান্ত রাবাত কর্মপরিকল্পনাতেও এ ধরনের অস্পষ্টতার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালার পর বিশেষজ্ঞরা এই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেখানে সুপারিশ করা হয় যে রাষ্ট্রগুলো যেন “ঘৃণা”, “বৈষম্য”, “সহিংসতা” ও “বৈরিতা”র মতো গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করে¹⁵⁸, যাতে সমালোচনা, অপমান বা অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের ভিত্তিতে ফৌজদারি মামলা দায়েরের সুযোগ তৈরি না হয়। কিন্তু ধারা ৩১-এ এসব শব্দের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই।

¹⁵⁰ Chargesheet No. 141, June 23, 2022, Tanvir Hasan Tanu, Rahim Shuvo, and Abdul Latif Litu.

¹⁵¹ Interview, Abu Zafar; Complaint as basis for FIR [Number Unclear], Dohar Police Station, February 20, 2019, Abu Zafar.

¹⁵² Id.

¹⁵³ Id.

¹⁵⁴ Constitutional Court Judgment [translation], Case No. 78/PUU-XXI/2023, para 3.18.5.

¹⁵⁵ Id.

¹⁵⁶ UN Working Group on Arbitrary Detention, Ros Sokhet v. Cambodia, U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2021/75, Jan. 27, 2022, para. 66.

¹⁵⁷ UN Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 57/2024 concerning Saparbek Akunbekov, UN Doc. A/HRC/WGAD/2024/57, Mar. 3, 2025, para. 104 (“This provision, by criminalizing broad and vague concepts such as ‘disobedience’ and ‘riots’, fails to meet the rigorous standards set by article 19 (3) of the Covenant.”).

¹⁵⁸ OHCHR, The Rabat Plan of Action, Oct. 5, 2012, para 21

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আরোপিত যেকোনো সীমাবদ্ধতা অবশ্যই বৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং আনুপাতিক হতে হবে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সীমাবদ্ধতা কেবল অন্যের অধিকার বা সুনাম রক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থে আরোপ করা যেতে পারে। এটিই অনুমোদিত সীমাবদ্ধতার পূর্ণাঙ্গ তালিকা।¹⁵⁹ ধারা ৩১-এর ক্ষেত্রে দুটি প্রধান উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয়: বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিদ্বেষ ও বৈরিতা থেকে সুরক্ষা দেওয়া এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

তবে “বিদ্বেষ, ঘৃণা বা বৈরিতা” থেকে গোষ্ঠীগুলোকে সুরক্ষার যে উদ্দেশ্য ধারা ৩১-এ প্রতিফলিত হয়েছে, তা রাবাত কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত জাতিগত, জাতীয় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কি না, তা স্পষ্ট নয়।¹⁶⁰ বরং এর প্রয়োগ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ হিসেবে এক ঘটনায় কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ধারা ৩১-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়, কারণ তাঁদের একটি প্রতিবেদনের ফলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি জেলা কমিটিকে ঘিরে কথিত বৈরিতা বা ঘৃণার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল।¹⁶¹ এই ঘটনা ধারা ৩১-এর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রয়োগের পরিসরকে স্পষ্ট করে।

অন্যদিকে, যদি ধারা ৩১-এর উদ্দেশ্য জনশৃঙ্খলা রক্ষা হয়, তাহলেও এর ভাষা সেই উদ্দেশ্যের স্বীকৃত সীমার ভেতরে রয়েছে বলে মনে হয় না। মালয়েশিয়ার হাইকোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়ে “জনশৃঙ্খলা” এবং “আইনশৃঙ্খলা”র মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আদালত সেখানে মন্তব্য করে, “আইনশৃঙ্খলা” এমন অনেক কম গুরুতর পরিস্থিতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যা “জনশৃঙ্খলা”র পর্যায়ে পড়ে না।¹⁶² ধারা ৩১-এর ভাষা স্পষ্টভাবে “আইনশৃঙ্খলা” রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত সীমিত উদ্দেশ্যের গণ্ডি অতিক্রম করে।

সবশেষে, প্রয়োজনীয়তা ও আনুপাতিকতার প্রশ্নেও ধারা ৩১ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। রাবাত কর্মপরিকল্পনায় বলা হয়েছে, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য তখনই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যখন তা লক্ষ্যবস্তু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাস্তব পদক্ষেপ বা সহিংসতা উসকে দেওয়ার “যৌক্তিক সম্ভাবনা” তৈরি করে এবং সেই কারণগত সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে সরাসরি হয়। কেবল কারও অনুভূতিতে আঘাত লাগা বা অত্যন্ত পরোক্ষ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো বক্তব্যকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।¹⁶³

জাতিসংঘের সমসাময়িক বর্ণবাদ, জাতিগত বৈষম্য, জেনোফোবিয়া (বিদেশি-বিদ্বেষ) এবং এ সংক্রান্ত অসহিষ্ণুতা বিষয়ক বিশেষ দূতও সিঙ্গাপুরের একটি অনুরূপ আইনকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পুনর্বিবেচনা করার সুপারিশ করেছেন।

জাতিসংঘের বর্ণবাদ, জাতিগত বৈষম্য, বিদেশিবিদ্বেষ ও সংশ্লিষ্ট অসহিষ্ণুতাবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদকও মত দিয়েছেন যে সিঙ্গাপুরের একটি অনুরূপ আইন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে

¹⁵⁹ General Comment No. 34, para. 21.

¹⁶⁰ Rabat Plan of Action, para. 11.

¹⁶¹ Complaint (discussing “creat[ing] animosity, or hatred between classes or sects regarding that sacred political institution”) (emphasis added) [note that in this case the journalist’s name is withheld on their request].

¹⁶² Heidy Quah, supra, para. 37 (citing Dr. Ram Manohar Lohia v State of Bihar and Others).

¹⁶³ Rabat Plan of Action, para. 29.

পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।¹⁶⁴ ডিএসএ-এর ক্ষেত্রে ধারা ৩১ এর শেষাংশে “আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়” অথবা “আইনশৃঙ্খলার অবনতির দিকে ধাবিত করে”-এমন বক্তব্যকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু “অবনতির দিকে ধাবিত করা” বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। এটি কি সম্ভাব্য ক্ষতির ইঙ্গিত, নাকি কেবল সম্ভাবনার আশঙ্কা, অথবা অন্য কোনো মানদণ্ড, তা আইনটিতে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

বর্তমান অবস্থা

ডিএসএ-এর ধারা ৩১ আংশিকভাবে সিএসও-তে বহাল রাখা হয়েছে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে সিএসও-এর ধারা ২৬-এ বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, জেনে-বুঝে বা ছদ্মনামে নিজের বা অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে সাইবার স্পেসে এমন কিছু প্রকাশ, প্রচার বা প্রচারে সহায়তা করেন, যা কোনো ধর্ম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা জাতিগত ঘৃণার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং যা সহিংসতা, উদ্বেগ, বিশৃঙ্খলা বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে, তাহলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারায় ডিএসএ-এর ধারা ৩১-এর সঙ্গে মিল রয়েছে এমন একাধিক উপাদান বজায় রাখা হয়েছে, বিশেষ করে জাতিগত “ঘৃণা” এবং “বিশৃঙ্খলা” ও “উদ্বেগ” সম্পর্কিত বিস্তৃত ধারণাগুলো।

বিশেষভাবে “উদ্বেগ” শব্দটি আইনটিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। ফলে এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে দেওয়া সম্ভব এবং তা ভবিষ্যতে স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করতে পারে। একইভাবে “সাম্প্রদায়িক” শব্দটির পরিধিও স্পষ্ট নয়। এর মধ্যে রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, সে বিষয়েও আইনে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

তবে ধারা ৩১-এর তুলনায় সিএসও-এর ধারা ২৬-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। ডিএসএ-এর ধারা ৩১ ছিল অজামিনযোগ্য ও আমলযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ পুলিশ পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার-পূর্ব আটকের ঝুঁকি ছিল অত্যন্ত বেশি। বিপরীতে সিএসও-এর ধারা ২৬-কে জামিনযোগ্য এবং অ-আমলযোগ্য করা হয়েছে। ফলে এই ধারার অধীনে মামলা হলে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন পাওয়ার অধিকারও থাকবে।

ধারা ২৮

আইন

ডিএসএ-এর ধারা ২৮-এ “ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধে আঘাত” করে এমন তথ্য প্রকাশকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই ধারা আমাদের তথ্যসমষ্টিতে মোট ৮টি মামলায় প্রয়োগ করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে সাংবাদিক হেনরি স্বপনের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে ধারা ২৮-এর পাশাপাশি ধারা ২৯ ও ৩১-এর অধীনেও অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগের ভিত্তি ছিল একটি পোস্ট, যেখানে বলা হয়েছিল যে শ্রীলঙ্কায় গির্জাগুলোতে ধারাবাহিক বোমা হামলার ঘটনার সময় স্থানীয় ক্যাথলিক চার্চ একটি

¹⁶⁴ Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Githy Muigai, UN Doc. A/HRC/17/40/Add.2, Mar. 25, 2011, available at <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g11/123/13/pdf/g1112313.pdf>. The law in Singapore is most closely analogous to Section 153A of the Bangladesh Penal Code, to which Section 31 bears some similarity.

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংবেদনশীলতার অভাব দেখিয়েছে।¹⁶⁵ স্বপনের ভাষ্য অনুযায়ী, চার্চের ভেতরে কথিত দুর্নীতি নিয়ে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল।¹⁶⁶ শেষ পর্যন্ত ২০২২ সালে হাইকোর্ট তাঁর মামলায় জুগিতাদেশ দেন, যদিও এফআইআর দায়ের হওয়ার প্রায় তিন বছর পর এই আদেশ আসে।¹⁶⁷

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ

“ধর্মীয় অনুভূতি বা মূল্যবোধে আঘাত” এর মতো শব্দগুচ্ছ অত্যন্ত অস্পষ্ট। ফলে ধারা ২৮-এর মতো বিধান মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি স্পষ্টভাবে বলেছে, কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসব্যবস্থার প্রতি “অসম্মান” প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার আইন সাধারণভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যদি না সেই বক্তব্য আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক চুক্তির ২০ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় ঘৃণা, বৈষম্য বা সহিংসতায় উসকানির পর্যায়ে পড়ে।¹⁶⁸

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকও একই ধরনের অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, ধর্ম অবমাননাবিরোধী আইন আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৯(৩) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত বৈধতার শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ ব্যক্তি এবং তাঁর মতপ্রকাশ ও মতামতের স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দেয়, কোনো ধারণা বা বিশ্বাসকে উপহাস, সমালোচনা বা “আক্রমণ” থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নয়, যদিও তা অনেকের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হতে পারে।¹⁶⁹

বর্তমান অবস্থা

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে সিএসও-এর ধারা ২৬ ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে ডিএসএ-এর ধারা ২৮ নিয়ে যে ধরনের উদ্বেগ ছিল, সিএসও-এর এই বিধানও একই ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

এই উদ্বেগ কেবল ডিএসএ-এর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতসংক্রান্ত অন্যান্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই ধরনের অপব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, “ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত” বিষয়ক বিদ্যমান আইন সাংবাদিকসহ অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে।¹⁷⁰

¹⁶⁵ Interview, Henry Swapon; Bangladesh Supreme Court High Court Division, Court Order, June 5, 2022.

¹⁶⁶ Id

¹⁶⁷ Id

¹⁶⁸ General Comment No. 34, para. 48

¹⁶⁹ UN General Assembly, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of expression, U.N. Doc. A/74/486, Oct. 9, 2019, para. 21. See also Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, U.N. Doc A/HRC/31/18, Dec. 23, 2015, para. 61 (“[T]he employment of criminal sanctions against expressions which do not advocate for violence or discrimination but which are deemed ‘blasphemous’” is “incompatible” with the right to freedom of expression.”).

¹⁷⁰ Media Reform Commission Report, pg. 70.

ধারা ৩৫

আইন

ডিএসএ-এর ধারা ৩৫ অনুযায়ী, এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচনা দেওয়াকে সংশ্লিষ্ট মূল অপরাধের সমপর্যায়ের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে ধারা ৩৫-এ “সহায়তা” বা “প্ররোচনা” বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে, তার কোনো স্বতন্ত্র সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১০৭ ধারায় “সহায়তা” বা “প্ররোচনা”কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: কাউকে কোনো কাজ করতে প্ররোচিত করা, কোনো কাজ সংঘটনের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যুক্ত হওয়া এবং সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য কোনো কাজ বা অবৈধ অবহেলা সংঘটিত হওয়া, অথবা কোনো কাজ বা অবৈধ অবহেলার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই কাজ সংঘটনে সহায়তা করা।

ধারা ৩৫ মোট ৭৬ বার প্রয়োগ করা হয়েছে, যা ৩৩টি মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ধারা ২৫ ও ২৯-এর সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। ধারা ২৫-এর সঙ্গে ৭৩ বার এবং ধারা ২৯-এর সঙ্গে ৬৮ বার এই ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

উপাত্ত ও কেস স্টাডি থেকে পাওয়া প্রবণতা

ধারা ৩৫ প্রায়ই একাধিক সাংবাদিককে একই মামলায় জড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ধারা ৩৫ প্রয়োগ করা ৩৩টি মামলার মধ্যে ২১টিতে, অর্থাৎ প্রায় ৬৩ শতাংশ ঘটনায়, একাধিক সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে তিনজন সাংবাদিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো কনটেন্ট পুনরায় পোস্ট বা শেয়ার করার কারণে অভিযুক্ত হন। এসব ঘটনায় সাংবাদিকদের নিজস্ব মৌলিক বক্তব্যের জন্য নয়, বরং আগে থেকেই প্রচারিত তথ্য বা কনটেন্ট আরও ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যেসব মামলায় প্রযোজ্য ধারা জানা গেছে, সেগুলোর উভয়টিতেই ধারা ৩৫ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি এমন একটি প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে বাংলাদেশে কেবল কোনো তথ্য পুনরায় প্রচার বা শেয়ার করাও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মেয়রকে ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগের একটি সংবাদ ফেসবুকে শেয়ার করার কারণে ধারা ২৫, ২৯, ৩১ এবং ৩৫-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়।¹⁷¹ তিনি কেবল গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন, তবুও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয় এবং জামিন পাওয়ার আগে তাঁকে ৩৪ দিন আটক থাকতে হয়। পরে তিনি সেশন আদালত থেকে জামিন পান।¹⁷²

আরেকটি মামলায় দুই সম্পাদক ও এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তাঁরা এমন একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে একজন পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল, অথচ ওই কর্মকর্তা দাবি করেন তিনি এমন কোনো বক্তব্য দেননি।¹⁷³ ওই মামলার এফআইআর-এ ধারা ২৫, ২৯, ৩১ এবং ৩৫ প্রয়োগ করা হয়।¹⁷⁴ অভিযুক্তদের একজন অনলাইন সংস্করণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না; তিনি কেবল প্রিন্ট

¹⁷¹ FIR 25/140, Khulna City Police Station, April 20, 2021, Sabur Rana.

¹⁷² Interview, Sabur Rana.

¹⁷³ Interview, Ramjan Ali Pramanik; Interview, Shanto Banik.

¹⁷⁴ FIR 7/71, Palash Police Station, April 30, 2020, Ramjan Ali Pramanik and Shanto Banik.

সংস্করণ দেখভাল করতেন।¹⁷⁵ তবুও তাঁকে মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং পরে তিনি খালাস পান। দ্বিতীয় সম্পাদকও দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। তিনিও শেষ পর্যন্ত খালাস পান, যদিও তাঁর সহকর্মীর খালাসের এক বছরেরও বেশি সময় পরে।¹⁷⁶ এসব ঘটনা ইঙ্গিত করে যে ধারা ৩৫-এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ শুধু কথিত বেআইনি তথ্য পুনরায় প্রচারকারীদের নয়, বরং কোনো প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত প্রায় যেকোনো ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করার সুযোগ পেয়েছে, তিনি সংশ্লিষ্ট বক্তব্য বা প্রতিবেদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকুন বা না থাকুন।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ

ধারা ৩৫ নিয়ে অন্যতম প্রধান সমালোচনা হলো, এতে অপরাধ সংঘটনের “ইচ্ছা” বা অভিপ্রায়ের উপাদান স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং “সহায়তা” বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তাও নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।¹⁷⁷ এর ফলে আইনটি “ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বিস্তৃত একটি অংশকে অপরাধীকরণের” জন্য ব্যবহার করা হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল।¹⁷⁸ এই প্রতিবেদনের উপাত্ত সেই উদ্বেগের বাস্তব ভিত্তিও তুলে ধরে।

বর্তমান অবস্থা

সিএসও-এর অধীনেও কোনো অপরাধে সহায়তা বা প্ররোচনা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বহাল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই বিধানের ভাষা ডিএসএ-এর ধারা ৩৫-এর প্রায় ছবছ অনুরূপ। যদিও মূল অপরাধগুলোর পরিধি কিছুটা সীমিত করা হয়েছে, তবুও সহজেই অনুমান করা যায় যে সিএসও-এর ধারা ২৬-এর সঙ্গে এটি একত্রে ব্যবহার করে সমালোচনামূলক কোনো বক্তব্য পুনরায় পোস্ট বা শেয়ারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হতে পারে, বিশেষ করে যদি দাবি করা হয় যে সেই বক্তব্য “উদ্বেগ সৃষ্টি” করেছে।

মতপ্রকাশ-সংশ্লিষ্ট নয় এমন অপরাধসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বাকি ধারাগুলোর অনেকগুলোই সরাসরি বক্তব্য, সংবাদ বা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। সাধারণত ডিএসএ নিয়ে সমালোচনা মূলত “মতপ্রকাশ সংক্রান্ত ধারা” যেমন ধারা ২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১, এবং ধারা ২১ ও ২৭-কে ঘিরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।¹⁷⁹ কিন্তু এই প্রতিবেদনের তথ্যসমষ্টি ইঙ্গিত করে যে আইনের অন্যান্য ধারাও অপব্যবহারের ঝুঁকিতে ছিল।

¹⁷⁵ Interview, Ramjan Ali Pramanik.

¹⁷⁶ Interview, Shanto Banik.

¹⁷⁷ Article 19, Bangladesh: Digital Security Act 2018, Legal Analysis, (November 2019), pg. 17, available at <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2019/11/Bangladesh-Cyber-Security-act-2018-analysis-FINAL.pdf>.

¹⁷⁸ Id.

¹⁷⁹ Section 21, which makes publishing “any propaganda or campaign against the liberation war of Bangladesh, spirit of liberation war, father of the nation, national anthem or national flag,” featured three times in our dataset, and Section 27, which relates to cyber-terrorism, also appeared three times in our dataset. In its Technical Note, the OHCHR specifically called for the repeal of Section 21 (pg. 2) and recommended the amendment or repeal of eight other sections, including Section 27. In its review of the DSA, Article 19 recommended repeal of Section 21 (pg. 15).

উদাহরণ হিসেবে ধারা ২৬-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এই ধারায় অন্য ব্যক্তির পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য অনুমতি ছাড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিক্রি বা ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান ছিল। আমাদের তথ্যসমষ্টিতে এই ধারা ২২টি মামলায় মোট ৫৫ বার প্রয়োগ করা হয়েছে।

বিশেষ করে ছবি প্রকাশসংক্রান্ত মামলাগুলোতে ধারা ২৬ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আগেই আলোচিত একটি ঘটনায়, এক সাংবাদিক তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখিত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ছবি অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করায় মামলার মুখে পড়েন।¹⁸⁰ আরেকটি ঘটনায় সাংবাদিক খন্দকার রাকিবের বিরুদ্ধে ধারা ২৬-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। অভিযোগ ছিল, তিনি এমন এক ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করেছিলেন, যিনি মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে এবং যাকে একটি থানায় আয়োজিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। ওই মামলার চার্জশিটে ধারা ২৬-এর অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে শুধু বলা হয়, “বাদীর অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য (ছবি) ব্যবহার করা হয়েছে।”¹⁸¹

এসব মামলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিগুলো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জনপরিসরের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার মানদণ্ড সাধারণত এমন ক্ষেত্রে জনস্বার্থকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোপনীয়তার দাবির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।¹⁸²

একইভাবে ধারা ২৩, যা ডিজিটাল ও ইলেকট্রনিক জালিয়াতির অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেটিও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধারায় কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো তথ্য পরিবর্তন, মুছে ফেলা, সংযোজন বা বিকৃত করে সুবিধা আদায় বা অন্যের ক্ষতি করার কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, ধারা ২৩ মোট ৮টি মামলায় ২৩ বার প্রয়োগ করা হয়েছে।

একটি ঘটনায় সাংবাদিক আবদুল কাইয়ুম অভিযোগ করেন যে, স্থানীয় এক সংসদ সদস্যের জামাতা দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে হয়রানি করছিলেন, যাতে তাঁর সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হয়। কাইয়ুমের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁকে একটি মাদ্রাসার ওয়েবসাইট তৈরি করতে বলা হয়েছিল। পারিশ্রমিক নিতে গেলে তাঁকে মার্কিন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপরও মাদ্রাসা থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে “অবৈধ কাজের” জন্য ২০০ ডলার বহনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়, যদিও তাঁর কাছ থেকে কোনো অর্থ উদ্ধার করা হয়নি।¹⁸³ পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে ডিএসএ-এর ধারা ২৫ ও ২৯-এর পাশাপাশি ধারা ২৩-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলার ভিত্তি ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথিত কিছু মন্তব্য, যা তিনি করার কথা অস্বীকার করেন।¹⁸⁴

ডিএসএ-এর ধারা ৩৪, যা হ্যাকিংসংক্রান্ত অপরাধ নিয়ে প্রণীত, সেটিও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধারা ৪টি মামলায় মোট ১৮ বার প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে সেই সাংবাদিকের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি এক সাবেক সংসদ সদস্যের মেয়ের মালিকানাধীন একটি রেস্তোরাঁকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া ও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধেও ধারা ৩৪ প্রয়োগ করা হয়।¹⁸⁵

¹⁸⁰ Interview; Complaint; Chargesheet.

¹⁸¹ Chargesheet No. 165, December 31, 2022, Khondokar Rakib.

¹⁸² ECtHR, Von Hannover v. Germany (No. 2), App Nos. 40660/08 and 60641/08, Feb. 7, 2012.

¹⁸³ Interview, Abdul Kaium.

¹⁸⁴ Interview, Abdul Kaium.

¹⁸⁵ The Daily Star, Ex-MP's Daughter Files DSA Case Against 6 Journos of Rangamati, Sept. 19, 2022, available at <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/ex-mps-daughter-files-dsa-case-against-6-journos-rangamati-3123231>.

সবশেষে ধারা ২৭, যা সাইবার সন্ত্রাসবাদসংক্রান্ত অপরাধ নির্ধারণ করে, সেটিও কিছু ক্ষেত্রে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার সঙ্গে ধারাটির প্রকৃত উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এই ধারায় সাধারণত ডিজিটাল অবকাঠামোয় অনুপ্রবেশ বা ক্ষতির মতো কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের মামলায়, যেখানে কোভিড-১৯ মহামারির সময় খাদ্যসংকট নিয়ে একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে মামলা হয়েছিল, সেখানে ধারা ২৭-ও প্রয়োগ করা হয়। অথচ এফআইআর-এ অভিযোগ হিসেবে কেবল বলা হয়েছিল, তিনি “ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে রাষ্ট্র ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন, জনগণের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছেন এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা ও সহায়তা করেছেন।” সেখানে সাইবার সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের উল্লেখ ছিল না।¹⁸⁶

মতপ্রকাশ-সংশ্লিষ্ট নয় এমন ধারাগুলোর এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ ভবিষ্যতে সিএসও-এর অধীনেও অনুরূপ অপব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি করে।¹⁸⁷

বর্তমান অবস্থা

ডিএসএ-এর ধারা ২৬, অর্থাৎ পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহারের অপরাধ, সিএসও-তে সরাসরি বহাল রাখা হয়নি। তবে সিএসও-তে এখনো হ্যাকিং এবং সাইবার জালিয়াতিসংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা বজায় রয়েছে। বিশেষ উদ্বেগের বিষয় হলো, সিএসও-তে সাইবার সন্ত্রাসবাদসংক্রান্ত বিধানটি ডিএসএ-এর ধারার সঙ্গে প্রায় একই ধরনের ভাষায় বহাল রাখা হয়েছে। বিশেষ করে “বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক” অথবা “জনশৃঙ্খলার পরিপন্থী উদ্দেশ্য” এর মতো বিস্তৃত ও অস্পষ্ট শব্দগুচ্ছ ভবিষ্যতে অপব্যবহারের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।¹⁸⁸

এই তথ্যসমষ্টি থেকে স্পষ্ট হয় যে, যদিও আগের তুলনায় কিছু “মতপ্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ” সীমিত করা হয়েছে, তবুও রাষ্ট্রীয় অপব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের আইনি হাতিয়ার এখনো বিদ্যমান রয়েছে। অপেক্ষাকৃত সীমিতভাবে রচিত নতুন ধারাগুলোর পাশাপাশিও এসব বিধান ব্যবহার করে সাংবাদিক ও ভিন্নমত প্রকাশকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা সম্ভব হতে পারে।

খ. অভিযোগের ভিত্তি

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ৩০টি মামলার মধ্যে ২০টিতেই দুর্নীতি বা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংবাদ প্রচারের মতো মূল সাংবাদিকতা চর্চাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এ বিষয়ে, এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লার মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের সময় তিনি নির্বাচনের ফলাফল সংগ্রহের জন্য এক সরকারি কর্মকর্তার কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন।¹⁸⁹ ভোট গণনায় অসামঞ্জস্য নিয়ে উদ্বেগের তথ্য তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এর জেরে তাঁর বিরুদ্ধে ডিএসএ’র ধারা ২৫, ৩১, ৩৩ ও ৩৫-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়।¹⁹⁰ কিন্তু তদন্ত শেষে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয় যে “অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো

¹⁸⁶ FIR 20/194, Patnitala Police Station, May 13, 2020, Ikhtiyar Uddin Azad.

¹⁸⁷ Other non-speech provisions invoked included Section 24, which criminalizes identity theft and impersonation, which arose in 7 cases

¹⁸⁸ Section 23(1)(D). The CSO also criminalizes cyberfraud in substantially similar terms to the DSA.

¹⁸⁹ Chargesheet No. 36/1, March 23, 2020, MD Hedait Hossain Molla; Interview, MD Hedait Hossain Molla.

¹⁹⁰ FIR 06/221, Batiaghata Police Station, December 31, 2018, MD Hedait Hossain Molla; Chargesheet No. 36/1, March 23, 2020, MD Hedait Hossain Molla.

নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।” অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তদন্তেই তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ভিত্তিহীনতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।¹⁹¹

নির্বাচন পরিচালনা ও ভোটের ফলাফল নিয়ে প্রতিবেদন করা নিঃসন্দেহে সাংবাদিকতার একটি মৌলিক দায়িত্ব। ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি উভয়ই উল্লেখ করেছে যে, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিতর্ক বা আলোচনার ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।¹⁹² ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত আরও বলেছে, নির্বাচনের সময় গণমাধ্যমের “জনস্বার্থের প্রহরী” হিসেবে ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।¹⁹³

একইভাবে কোভিড-১৯ ওয়ার্ডে রোগীদের জন্য সরবরাহ করা খাবারের মান ও পরিমাণ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিএসএ-এর ধারা ২৫, ২৯, ৩১ ও ৩৫-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়।¹⁹⁴ কিন্তু এটিও ছিল জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট আরেক ধরনের মৌলিক সাংবাদিকতা, অর্থাৎ জনস্বাস্থ্য নিয়ে প্রতিবেদন। ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের একটি মামলায় আদালত উল্লেখ করেছিল, জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়, যেমন কোনো খাদ্যপণ্যে ক্ষতিকর উপাদানের উপস্থিতি, নিয়ে সংবাদ প্রকাশ নিঃসন্দেহে জনস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত। আদালতের ভাষায়, “এটি মানবস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ... ফলে সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিবেদন জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বহন করেছে।”¹⁹⁵

একইভাবে মুনির উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ নিয়ে পোস্ট দেওয়ার কারণে মামলা করা হয়।¹⁹⁶ আহমেদের ধারণা ছিল, “মৃত্যুর ঘটনাগুলো নিয়ে জনরোষের আশঙ্কায় পুলিশের উচ্চপর্যায় থেকেই এই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।”¹⁹⁷

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য হওয়া মামলাগুলোর প্রায় ৭০ শতাংশেই সরকার বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমালোচনা বা তাঁদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলার বিষয় জড়িত ছিল।

উদাহরণ হিসেবে আবু তাইয়ুব মুন্সীর মামলার কথা বলা যায়। তিনি এক মেয়রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন। অভিযোগ ছিল, শুল্ক সংক্রান্ত জটিলতায় জড়িত একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওই মেয়রের সম্পৃক্ততা রয়েছে, যদিও মেয়র দাবি করেছিলেন তিনি আগে যুক্ত থাকলেও তখন আর সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।¹⁹⁸ এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর তাঁর বিরুদ্ধে ডিএসএ-এর ধারা ২৫, ২৯, ৩১ ও ৩৫-এর অধীনে মামলা দায়ের করা হয়।¹⁹⁹

¹⁹¹ Chargesheet No. 36/1, March 23, 2020, MD Hedait Hossain Molla.

¹⁹² Orlovskaya Iskra v. Russia, App. No. 42911/08, Feb. 21, 2017, para. 107.

¹⁹³ Id. para 130.

¹⁹⁴ FIR 7/206, Thakurgaon City Police Station, July 9, 2021, Tanvir Hasan Tanu, Rahim Shuvo, and Abdul Latif Litu.

¹⁹⁵ OOO Regnum v. Russia, App. No. 22649/08, Sept. 8, 2020, para 68.

¹⁹⁶ FIR 23/511, Khulna Sadar Police Station, October 21, 2019, Munir Uddin Ahmed. For reporting on the underlying incident, see The Hindu, 4 Killed, 50 Injured as Protesters Clash with Police Over Blasphemous Facebook Post in Bangladesh, Oct.20, 2019, available at <https://www.thehindu.com/news/international/4-killed-50-injured-as-protesters-clash-with-police-over-blasphemous-facebook-post-in-bangladesh/article29751887.ece>

¹⁹⁷ Interview, Munir Uddin Ahmed.

¹⁹⁸ In fact, the license in question bore the Mayor's name as Managing Director: Complaint as the basis for FIR 25/140, Khulna Sadar Police Station, April 20, 2021, Abu Taiyub Munshi.

¹⁹⁹ FIR 25/140, Khulna Sadar Police Station, April 20, 2021, Abu Taiyub Munshi.

জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন করার মতোই সরকারি কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যক্রম নিয়ে সংবাদ প্রকাশও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী বিশেষ সুরক্ষা পায়। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি স্পষ্টভাবে বলেছে, “গণতান্ত্রিক সমাজে জনপরিসর ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের নিয়ে জনআলোচনার ক্ষেত্রে বাধাহীন মতপ্রকাশের মূল্য আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক চুক্তির অধীনে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।”²⁰⁰

দ্বিতীয় প্রধান শ্রেণির বক্তব্য ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত কথিত কটুক্তিমূলক বা তীব্র সমালোচনামূলক মন্তব্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব মতপ্রকাশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা হয়েছিল। ছোট তথ্যসমষ্টিতে বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে ২১টিই সাংবাদিকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত কথিত বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দায়ের করা হয়। এর মধ্যে যেমন ছিল পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ নিয়ে পোস্ট দেওয়ার ঘটনা, তেমনি ছিল সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের ঘটনাও।

উদাহরণ হিসেবে সেই মামলার কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তাঁরা ম্যাজিস্ট্রেটদের “স্যার” বলে সম্বোধন না করে ফেসবুক লাইভে “মোবাইল কোর্ট সম্পর্কে বিভিন্ন কটুক্তি”, “জেলা প্রশাসক সম্পর্কে বিভিন্ন খারাপ মন্তব্য” এবং “সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেটদের সম্পর্কে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর মন্তব্য” করেছেন।²⁰¹ একইভাবে লুৎফুর রহমান শাওনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি বিচার ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার “পেটিকোট” হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।²⁰²

এসব মামলার অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত পোস্টগুলোকে অপমানজনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বলেছে, যে ধরনের মতপ্রকাশ প্রকৃতিগতভাবে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের বিষয় নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে মানহানি আইন প্রয়োগ করা উচিত নয়।²⁰³ কমিটি আরও বলেছে, কোনো বক্তব্যকে কেবল অপমানজনক মনে হওয়া শাস্তি আরোপের জন্য যথেষ্ট ভিত্তি হতে পারে না।²⁰⁴

ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতও তথ্যভিত্তিক বক্তব্য এবং মূল্যায়নধর্মী মতামতের মধ্যে পার্থক্যের ওপর জোর দিয়েছে। আদালতের মতে, কোনো তথ্য সত্য কি না তা প্রমাণ করা সম্ভব, কিন্তু মূল্যায়নধর্মী মতামতের সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। এমন মতামতের সত্যতা প্রমাণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা বাস্তবে অসম্ভব এবং তা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকেই ক্ষুণ্ণ করে।²⁰⁵ মূল্যায়নধর্মী মতামত তার প্রকৃতির কারণেই কখনো কখনো অপমানজনক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৫ সালে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের এক মামলায় আবেদনকারী রাশিয়ার উলিয়ানভস্ক অঞ্চলের গভর্নরকে প্রকাশ্যে “লজ্জাহীন ও বিবেকহীন” বলে বর্ণনা করেছিলেন।²⁰⁶ ব্যবহৃত শব্দটি তীব্র ও অস্বস্তিকর হলেও আদালত মনে করে, এটি গভর্নরের আচরণের নৈতিক মাত্রা নিয়ে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত মূল্যায়নের একটি স্পষ্ট উদাহরণ।²⁰⁷

²⁰⁰ General Comment No. 34, para. 34.

²⁰¹ Complaint; Interview.

²⁰² FIR 20/355, Chhatak Police Station, December 25, 2021, Lutfur Rahman Shawon.

²⁰³ UN Human Rights Committee, General Comment No. 34, Article 19: Freedoms of Opinion and Expression, UN Doc. CCPR/C/GC/34, Sept. 12, 2011, para. 47.

²⁰⁴ Id. at paras. 11 and 38.

²⁰⁵ ECtHR, Fedchenko v. Russia (No. 5), App. No. 17229/13, Oct. 2, 2018, para. 44.

²⁰⁶ ECtHR, Grinberg v. Russia, App. No. 23472/03, July 21, 2005, para. 9.

²⁰⁷ Id. at para. 31.

অবশ্য এসব শ্রেণি সবসময় সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা যায় না। আমাদের তথ্যসমষ্টিতে সরকারি কর্মকর্তাদের সমালোচনা সংক্রান্ত অধিকাংশ অভিযোগই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে। এ ধরনের ১৫টি মামলার মধ্যে ১১টি, অর্থাৎ ৭৩ শতাংশ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথিত বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি দেখায় যে অনলাইন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এখন এমন প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন ও মন্তব্যের কারণে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তথ্যসমষ্টির ৩০টি কেস স্টাড়ির মধ্যে ১০টি “অন্যান্য কার্যক্রম” শ্রেণিতে পড়েছে। এসব ক্ষেত্রে অভিযোগ সরাসরি সাংবাদিকতার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।²⁰⁸ অভিযোগগুলো ব্যক্তিগত বিরোধ বা সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক কনটেন্টের বাইরে থাকা কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দায়ের করা হয়েছিল। তবে এসব মামলার অন্তর্গত ছয়টিতে সাংবাদিকেরা দাবি করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের প্রতিবেদন প্রকাশের প্রতিশোধ হিসেবেই মামলা করা হয়েছে।

৩০টি মামলার মধ্যে ২০টিতে অভিযোগপত্র/এফআইআরের অভিযোগ সাংবাদিকতার মূল কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল



৩০টি মামলার মধ্যে ২১টিতে অভিযোগপত্র/এফআইআরের অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্য বা মতামতের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল



১০টি মামলায় অন্যান্য কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল



উই পিপল কপিরাইট © ২০১৮ প্রোপাবলিকা এবং আলবার্তো কায়রো। ক্রিয়েটিভ কমন্স বাই-এনসি-এনডি ৩.০ ইউএস লাইসেন্সের আওতাভুক্ত

এর মধ্যে রয়েছে আবদুল কাইয়ুমের মামলা, যেখানে তাঁকে কথিত অবৈধ অর্থ গ্রহণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এবং স্থানীয় এক সংসদ সদস্যের জামাতার দায়ের করা মামলায় ডিএসএ-এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয়। একইভাবে সাংবাদিক মামুনুর রশিদ নোমানীর বিরুদ্ধে নদীর পাশে এক মেয়রের ছবি গোপনে তোলার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। নোমানীর দাবি, শহরের জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর প্রতিবেদন প্রকাশের প্রতিশোধ হিসেবে মেয়র মামলাটি দায়ের করেছিলেন।

²⁰⁸ This category, and ‘core journalist’ cases, were considered mutually exclusive. But a case could involve both ‘other activity’ and refer to speech on social media, for instance.

গ. উপসংহার: মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থা

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বা ডিএসএ বাতিল করে সাইবার নিরাপত্তা আইন বা সিএসএ প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে সিএসএ বাতিল করে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা সিএসও জারি করা হলেও, ডিএসএ-এর অধীনে চলমান মামলাগুলো অন্তত প্রাথমিকভাবে অন্তর্বর্তী সরকার প্রত্যাহার করেনি। সিএসএ-এর সংরক্ষণ ধারা, অর্থাৎ ধারা ৫৯(২)-এ বলা হয়েছিল যে ডিএসএ বাতিল হওয়ার আগে দায়ের হওয়া চলমান মামলাগুলো সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন থাকবে এবং সেসব মামলায় দেওয়া আদেশ, রায় বা দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলও সংশ্লিষ্ট আপিল ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি করা হবে, যেন আইনটি বাতিলই হয়নি। তবে পরবর্তীতে সিএসও দ্বারা সিএসএ বাতিল হওয়ার পর ডিএসএ-এর অধীনে চলমান মামলাগুলো অব্যাহত রাখার জন্য আর কোনো আইনি ভিত্তি অবশিষ্ট নেই।

এই অবস্থার আংশিক ব্যাখ্যা আসে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে সিএসও-তে আনা সংশোধনীর মাধ্যমে। তবে সংশোধনীটি ডিএসএ-এর সব ধারার মামলা বাতিল করেনি। এতে কেবল ডিএসএ-এর ধারা ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩১-এর অধীনে চলমান মামলা, এবং এসব অপরাধে সহায়তা বা প্ররোচনাসংক্রান্ত মামলা বাতিলের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ডিএসএ-এর অন্যান্য ধারায় দায়ের হওয়া মামলাগুলো এই সংশোধনীর আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

ফলে সংশোধনীর আওতার বাইরে থাকা ধারাগুলোর ক্ষেত্রেও যে মামলাগুলো চালিয়ে যাওয়ার কোনো আইনি ভিত্তি নেই, তা স্পষ্ট করতে ভবিষ্যতে বিচারিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, মতপ্রকাশসংক্রান্ত কিছু মামলা এমন ধারাতেও দায়ের হয়েছিল, যেগুলো সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। উদাহরণ হিসেবে এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লার মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। ভোট গণনায় অসঙ্গতি নিয়ে প্রতিবেদন করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ডিএসএ-এর ধারা ৩৩-ও প্রয়োগ করা হয়েছিল, অথচ সাম্প্রতিক সিএসও সংশোধনীতে এই ধারার কোনো উল্লেখ নেই।

এ ছাড়া সিএসও সিএসএ বাতিল করলেও সিএসএ-এর অধীনে কিছু মামলা বহাল রেখেছে। অধ্যাদেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সিএসএ-এর ধারা ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ৩০, ৩২ এবং ৩৫-এর অধীনে চলমান মামলা, এবং এসব অপরাধে সহায়তা বা প্ররোচনাসংক্রান্ত মামলা অব্যাহত থাকবে।²⁰⁹ এর মধ্যে সাইবার জালিয়াতির মতো অপরাধও রয়েছে, যা এই প্রতিবেদনের ডিএসএ উপাত্তভাডারেও দেখা গেছে। একই সঙ্গে সিএসও বা এর সংশোধনী কোথাও স্পষ্টভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বা আইসিটি-এর অধীনে চলমান মামলাগুলো প্রত্যাহার বা বাতিল করার নির্দেশ দেয়নি, যদিও সিএসএ কার্যকর হওয়ার পর থেকেই এসব মামলার অনেকগুলোর আইনি ভিত্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

সবশেষে, অন্তর্বর্তী সরকার এখনো সিএসও সংশোধনীর ফলে কোন কোন মামলা প্রত্যাহার বা বাতিল করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেনি। একই সঙ্গে যারা এই আইনের অধীনে অন্যান্য ফৌজদারি মামলা, হয়রানি বা বিচারপ্রক্রিয়ার শিকার হয়েছেন, তাঁদের জন্য কী ধরনের প্রতিকার বা আইনি ব্যবস্থা থাকবে, সে বিষয়েও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে যদি নির্বাচিত সংসদ সিএসও অনুমোদন না করে, তাহলে এই অনিশ্চয়তা আরও তীব্র হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সিএসএ এবং ডিএসএ-সংক্রান্ত সংরক্ষণ ধারা পুনরায় কার্যকর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে, যার ফলে চলমান মামলাগুলোর অবস্থান আরও জটিল হয়ে উঠবে।

ফলে পরবর্তী অংশে যে উদ্বেগ ও সুপারিশগুলো তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো কেবল ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নয়; বরং এই প্রতিবেদনের তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত সাংবাদিকদের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গেও সরাসরি সম্পর্কিত।

²⁰⁹ Section 50(2).

মামলার জীবনচক্র: ভয়ভীতি ও হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ডিএসএ



ডিএসএ-এর অধীনে মামলার মুখোমুখি হওয়া সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা দেখায় যে আইনটি মূলত বৈধ সাইবার অপরাধ মোকাবিলার জন্য নয়, বরং ভয়ভীতি ও হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারও উল্লেখ করেছেন যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাংলাদেশজুড়ে সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের গ্রেপ্তার, হয়রানি ও ভীতিপ্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনলাইনে ভিন্নমত দমন করার মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।²¹⁰

আমাদের তথ্যসমষ্টি থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। প্রথমত, ডিএসএ-এর অধীনে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ এতটাই বিস্তৃত ছিল যে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও প্রায় যে কেউ মামলা করতে পারত, ফলে আইনটিকে সহজেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাংবাদিকদের অনেককে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ঘটনার পর ঘটনা যোগাযোগবিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা হয়েছে এবং বিচারের আগেই দীর্ঘ সময় আটকে থাকতে হয়েছে। তৃতীয়ত, এসব মামলার অধিকাংশই পরে কার্যকরভাবে এগিয়ে নেওয়া হয়নি। বেশিরভাগ ঘটনায় পুলিশ তদন্ত সম্পন্ন করেনি, বিচারপর্বে যাওয়াও তো দূরের কথা। যে অল্প কিছু মামলা বিচার পর্যন্ত গিয়েছিল, সেগুলোর প্রায় সবকটিই খালাসে শেষ হয়েছে, যা এসব মামলার ভিত্তিহীনতার দিকটি স্পষ্ট করে।

ক. মামলা শুরুর প্রক্রিয়া

আমাদের উপাত্ত বিশ্লেষণ দেখায়, ডিএসএ-এর অধীনে বিচারপ্রক্রিয়া এমনভাবে শুরু করা যেত যে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত বা উল্লেখিত না হলেও যে কেউ মামলা দায়ের করতে পারত। বৃহত্তর তথ্যসমষ্টির প্রায় ৩০ শতাংশ ঘটনায়, অর্থাৎ ২২১টি মামলার মধ্যে ৬৩টিতে, অভিযোগকারীরা সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী বা বিষয়বস্তু ছিলেন না।

উদাহরণ হিসেবে সাংবাদিক মামুনুর রশিদ নোমানীর মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি এক মেয়রের ছবি নদীর পাশে তুলেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে এবং পরে স্থানীয় জনতা তাঁকে মারধর করে।²¹¹ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেননি ওই মেয়র। বরং মামলা দায়ের করেছিলেন শহরের একজন কাউন্সিলর।²¹²

একইভাবে দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করার কারণে অভিযুক্ত সাংবাদিক আবু জাফরের মামলায় অভিযোগ দায়ের করেন আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক লীগের একটি ইউনিটের সাংগঠনিক সম্পাদক। আবু জাফরের মতে, অভিযোগকারী এবং যাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবেদনটি ছিল, তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে।²¹³

আমাদের তথ্যসমষ্টিতে আরও দেখা যায়, অনেক সাংবাদিক একই বিষয়ে একাধিক মামলার মুখোমুখি হয়েছেন।

²¹⁰ OHCHR, Bangladesh: Türk Urges Immediate Suspension of Digital Security Act as Media Crackdown Continues, (Mar. 31, 2023), available at <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/bangladesh-turk-urges-immediate-suspension-digital-security-act-media>

²¹¹ Interview, Mamunur Rashid Nomani.

²¹² FIR 39, 574/2020, Kotwali Police Station, September 13, 2020, Mamunur Rashid Nomani.

²¹³ Interview, Abu Zafar.

৩০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দুটি করে মামলা দায়ের করা হয়, পাঁচজনের বিরুদ্ধে তিনটি, একজনের বিরুদ্ধে চারটি এবং তিনজনের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বহু ক্ষেত্রে একই প্রতিবেদন বা বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আলাদা মামলা করেছেন, কারণ ডিএসএ-এ কে মামলা করতে পারবে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল না।

এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের ঘটনা, যার মামলা ট্রায়ালওয়াচ পর্যবেক্ষণ করেছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন শেয়ার করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি পৃথক ডিএসএ মামলা দায়ের করা হয়।²¹⁴ প্রতিবেদনটি আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট কয়েকজন রাজনীতিবিদের কথিত যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে ছিল।²¹⁵ মামলাগুলো দায়ের করেন আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের দুই সদস্য।²¹⁶

এসব ঘটনা দেখায়, একই প্রতিবেদন বা বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগকারী ধারাবাহিকভাবে মামলা দায়ের করতে পারায় ডিএসএ-এর মাধ্যমে একজন সাংবাদিককে দীর্ঘ সময় ধরে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে এটি অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর আইনি, আর্থিক ও মানসিক চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনও ফৌজদারি মানহানির মামলার ক্ষেত্রে একই ধরনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। কমিশনের ভাষায়, আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র সরাসরি মানহানির শিকার ব্যক্তি মামলা করতে পারেন এবং একই ঘটনায় একাধিক মামলা দায়েরের সুযোগ নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, “আমার নেতার মানহানি মানে আমার ও আমার দলের মানহানি” এই যুক্তিতে তৃতীয় পক্ষ মামলা দায়ের করেছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে একাধিক মামলা হয়েছে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, আদালতও এসব মামলা গ্রহণ করেছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।²¹⁷

বর্তমান অবস্থা

সিএসও-তে একটি বিধান যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির লিখিত অনুমোদন না থাকলে, কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য না হলে, তিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে মামলা দায়ের করতে পারবেন না।²¹⁸ বাস্তবে এই সীমাবদ্ধতা কতটা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তা পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে।

²¹⁴ Clooney Foundation for Justice, Bangladeshi Newspaper Editor Should Be Released From Pre-Trial Detention On Speech Charges, Oct. 17, 2020, available at <https://cfj.org/news/bangladeshi-newspaper-editor-should-be-released-from-pre-trial-detention-on-speech-charges/>.

²¹⁵ Id.

²¹⁶ Daily Star, Kajol's DSA Plight: Charges in 3 Cases Framed in 1 Day, Nov. 9. 2021, available at <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/kajols-dsa-plight-charges-3-cases-framed-1-day-2225141>.

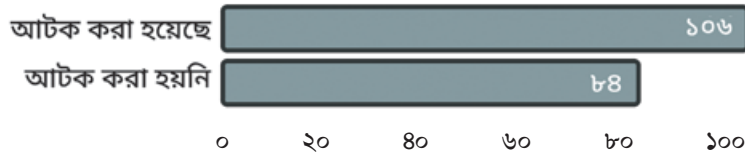
²¹⁷ Media Reform Commission Report, p. 68.

²¹⁸ Section 40(1).

খ. গ্রেপ্তার ও বিচার-পূর্ব আটক

ডিএসএ-এর অধীনে অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া সাংবাদিকদের অনেক ক্ষেত্রেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বিচার-পূর্ব আটকে রাখা হয়েছে। বৃহত্তর তথ্যসমষ্টিতে যেখানে তথ্য পাওয়া গেছে, সেখানে ৫৫ শতাংশ ঘটনায় সাংবাদিকদের আটক করা হয়েছিল।²¹⁹ আর বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে ২৭টিতে, অর্থাৎ ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে, সাংবাদিকেরা গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হয়েছেন।

সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে আটক ও আটক না হওয়ার ঘটনার সংখ্যা



দ্রষ্টব্য: বিচারপূর্ব আটক সংক্রান্ত তথ্য ১৯০টি ঘটনার ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছিল

এ ধরনের ব্যাপক গ্রেপ্তারের পেছনে ডিএসএ-এর ধারা ৪৩ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই ধারায় পুলিশ কর্মকর্তাকে পরোয়ানা ছাড়া তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যদি তাঁর “বিশ্বাস করার কারণ” থাকে যে এই আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে বা কোনো স্থানে সংঘটিত হতে পারে, অথবা কোনো প্রমাণ হারিয়ে যেতে, ধ্বংস হতে, মুছে যেতে, পরিবর্তিত হতে বা অন্য কোনোভাবে অপ্রাপ্য হয়ে যেতে পারে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, আদালতের পূর্বানুমোদন ছাড়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশের এই ধরনের “অব্যাহত ক্ষমতা” জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির সুপারিশের পরিপন্থী এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করে না।²²⁰

এই প্রতিবেদনে বিশ্লেষিত কেস স্টাডিগুলো দেখায়, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তারা ধারা ৪৩-এ নির্ধারিত শর্তও অনুসরণ করেননি। বরং এমন পরিস্থিতিতেও স্বেচ্ছাচারী কায়দায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যেখানে কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তাৎক্ষণিক আশঙ্কা বা প্রমাণ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি ছিল না। সাংবাদিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, গভীর রাতে বা অসময়ে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য গিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করত; এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের চোখ বেঁধে এবং বাইরের জগতের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন (ইনকমিউনিকেডো) করে আটকে রাখা হতো। এসব ঘটনা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

²¹⁹ Since information in the dataset was gathered from publicly available sources, information on pre-trial detention was available in a minority (189 of 451) of incidents.

²²⁰ See OHCHR Technical Note, pg. 6

ভীতিপ্রদর্শনমূলক গ্রেপ্তার

গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিকদের প্রায় অর্ধেক, অর্থাৎ ২৭ জনের মধ্যে ১২ জন জানিয়েছেন, তাঁদের গভীর রাত বা ভোরের দিকে অস্বাভাবিক সময়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রেপ্তার অভিযানে সাদা পোশাকের কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছিলেন। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিকদের অর্ধেকের বেশি, অর্থাৎ ২৭ জনের মধ্যে ১৮ জন জানিয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তারে একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা অংশ নেন। কিছু ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৪০ জন কর্মকর্তা পর্যন্ত গ্রেপ্তার অভিযানে উপস্থিত ছিলেন।

উদাহরণ হিসেবে একটি নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন করা সাংবাদিকের মামলার কথা বলা যায়। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, এফআইআর মধ্যরাতের পর নথিভুক্ত করা হয় এবং রাত প্রায় ১টার দিকে অভিযোগকারীকে সঙ্গে নিয়ে ১০ জন কর্মকর্তা তাঁর বাসায় যান। বাসায় প্রবেশের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁর ফোন জব্দ করেন এবং জোরপূর্বক পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।²²¹ একইভাবে লুৎফুর রহমান শাওনের মামলায় তিনি জানান, রাত প্রায় ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে পাঁচ-ছয়জন কর্মকর্তা তাঁর বাসায় আসেন এবং তাঁর ফোন জব্দ করেন।²²²

এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লার মামলায় তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁকে সাদা পোশাকের কর্মকর্তারা গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁর মাথায় অস্ত্র ঠেকানো হয়। তিনি আরও বলেন, থানায় পৌঁছানোর পর তাঁর মোবাইল ফোন, ব্যাংক কার্ড, মানিব্যাগ এবং বেল্ট খুলে নেওয়া হয়।²²³

অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের বলা পর্যন্ত হয়নি যে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তা জানানোর প্রশ্ন তো দূরের কথা। উদাহরণ হিসেবে ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, লকডাউনের সময় দ্রাণ বিতরণসংক্রান্ত একটি সংবাদ কাভার করার জন্য পুলিশ প্রথমে তাঁকে সঙ্গে যেতে বলে। এমনকি পুলিশ তাঁর বাবা ও পরিবারের সদস্যদের আশ্বাস দেয় যে অনুষ্ঠান শেষে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এর পরিবর্তে তাঁকে কয়েক ঘণ্টা চলন্ত পুলিশ ভ্যানে রাখা হয় এবং মধ্যরাতের পর থানায় নেওয়া হয়।²²⁴ একইভাবে আবু জাফরের মামলায় তিনি বলেন, একটি প্রতিবেদনের জন্য তথ্য দেওয়ার কথা বলে তাঁকে থানায় ডাকা হয়েছিল। খাবার খাওয়ার পর হাত ধুতে গেলে তিনি দেখেন তাঁর দুটি ফোন আর নেই।²²⁵

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ৯ নম্বর অনুচ্ছেদ ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষিত করে এবং স্বেচ্ছাচারী আটক নিষিদ্ধ করে।²²⁶ ৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইন দ্বারা নির্ধারিত ভিত্তি ও প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না কিংবা স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার বা আটক করা যাবে

²²¹ Interview.

²²² Interview, Lutfur Rahman Shawon.

²²³ Interview, MD Hedait Hossain Molla.

²²⁴ Interview, Ikhtiyar Uddin Azad.

²²⁵ Interview, Abu Zafar.

²²⁶ United Nations General Assembly, “International Covenant on Civil and Political Rights”, Treaty Series 999, Dec. 1966, Article 9 [hereinafter “ICCPR”]; United Nations General Assembly, “The Universal Declaration of Human Rights”, Dec. 1948, Article 3.

না।²²⁷ “স্বেচ্ছাচারিতা” কেবল আইনবহির্ভূততার সমার্থক নয়; বরং এর মধ্যে অনুপযুক্ততা, অন্যায়তা, পূর্বানুমান যোগ্যতার অভাব এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার ঘাটতির মতো বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।²²⁸

নিচে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির গ্রেপ্তারের কারণ জানানোর অধিকারও রয়েছে। কিছু সাংবাদিককে সংবাদ সংগ্রহ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে পরে তাঁকে সেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হলেও তাঁদের শুরু থেকেই “গ্রেপ্তার” হিসেবে বিবেচনা না করার কোনো ভিত্তি নেই। ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের মতে, কোনো ব্যক্তি বাস্তবে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কি না তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে এবং ব্যবস্থার ধরন, সময়কাল, প্রভাব ও বাস্তবায়ন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয় মূল্যায়ন করতে হবে।²²⁹

কোনো ব্যক্তি আটক ছিলেন কি না তা নির্ধারণে একটি বস্তুনিষ্ঠ এবং একটি ব্যক্তিনির্ভর উপাদান থাকে। বস্তুনিষ্ঠ উপাদানের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির চলাচলের ওপর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের মাত্রা, তাঁকে কতটা বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ কতটা ছিল।²³⁰ অন্যদিকে ব্যক্তিনির্ভর উপাদান বিবেচনা করে যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বন্দিতে বৈধ সম্মতি দিয়েছিলেন কি না।²³¹ এসব ঘটনার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তা গোপন করার চেষ্টা কেবল কর্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তারের কারণ জানানোর বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে না। বরং তাঁরা বাস্তবে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন বলে এটি স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে তাঁদের অধিকারের পৃথক লঙ্ঘন হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

এ ছাড়া ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত বলেছে, গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্তদের যে “মানসিক নির্যাতনমূলক পরিস্থিতির” মুখোমুখি করা হয়, তা নীতিগতভাবে অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।²³² আদালত এমন ঘটনাও বিবেচনায় নিয়েছে, যেখানে কর্তৃপক্ষ এমন একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারে ডজনখানেক মুখোশধারী ও সশস্ত্র কর্মকর্তা ব্যবহার করেছে, যদিও তিনি বিশেষ নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করেছিলেন বলে মনে হয়নি।²³³ একইভাবে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়া গভীর রাতে বিপুলসংখ্যক সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়ে অভিযান চালানোও এই মানদণ্ডের আলোকে গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

গ্রেপ্তারসংক্রান্ত সুরক্ষা বিধান লঙ্ঘন

গ্রেপ্তার হওয়া ২৭ জন সাংবাদিকের মধ্যে মাত্র তিনজনকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তারের কারণ বা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। কেএম বেলাল হোসেন স্বপনের ভাষ্য অনুযায়ী, পরদিন আদালতে নেওয়ার পরই তিনি প্রথম জানতে পারেন ডিএসএ-এর কোন কোন ধারায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।²³⁴ আরেক সাংবাদিক শান্ত বণিক জানান, মধ্যরাতে ৩৫ জন ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে

²²⁷ ICCPR, Article 9(1).

²²⁸ UN Human Rights Committee, General Comment No. 35: Article 9 (Liberty and Security of Person), UN Doc. CCPR/C/GC/35, Dec. 16, 2014, para. 12 [hereinafter “General Comment No. 35”].

²²⁹ European Court of Human Rights, *De Tommaso v. Italy*, App. No. 43395/09, Feb. 23, 2017, para. 80.

²³⁰ European Court of Human Rights, *Guzzardi v. Italy*, 1980, para. 95; European Court of Human Rights, *H.M. v. Switzerland*, App. No. 39187/98, Feb. 26, 2002, para. 45; European Court of Human Rights, *H.L. v. the United Kingdom*, App. No. 45508/99, Oct. 5, 2004, para. 91; European Court of Human Rights, *Storck v. Germany*, App. No. 61603/00, Sep. 16, 2005, para. 73.

²³¹ European Court of Human Rights, *Storck v. Germany*, App. No. 61603/00, Sep. 16, 2005, para. 74.

²³² European Court of Human Rights, *Hrisotvi v. Bulgaria*, App. No. 42697/05, Oct. 11, 2011, para. 80 (discussing a “a terrifying experience when several heavily armed and masked police officers entered their apartment, pointed guns at them and shouted death threats”).

²³³ European Court of Human Rights, *Mirosław Garlicki v. Poland*, App. No. 36921/07, June 14, 2011, para. 75.

²³⁴ Interview, K M Belal Hossen Swapon.

একটি মাইক্রোভ্যানে তুলে চোখ বেঁধে ও হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ তাঁকে কোথায় নেওয়া হচ্ছে বা কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে কিছুই জানায়নি।²³⁵ তিনি রাতের অধিকাংশ সময় মাইক্রোভ্যানে কাটান এবং সকালে তাঁকে থানায় নেওয়া হয়।²³⁶

গ্রেপ্তার হওয়া ২৭ জন সাংবাদিকের মধ্যে অন্তত ১০ জন জানিয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তারের পর পরিবারের সদস্যদের তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে জানানো হয়নি। একইভাবে অন্তত ১০ জন বলেছেন, গ্রেপ্তারের পর তাঁদের আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। কিছু সাংবাদিক আরও অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ সক্রিয়ভাবে তাঁদের পরিবার বা আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগে বাধা দেয়। বাকিদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে এ ধরনের লঙ্ঘন আরও বিস্তৃত ছিল কি না, সেটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গ্রেপ্তার হওয়া ২৭ জন সাংবাদিকের মধ্যে মাত্র ৩ জনকে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের গ্রেপ্তারের কারণ বা তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল



অন্তত ১০ জন সাংবাদিক জানিয়েছেন যে, গ্রেপ্তারের পর তাদের অবস্থান সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের অবহিত করা হয়নি



অন্তত ১০ জন সাংবাদিক জানিয়েছেন যে, গ্রেপ্তারের পর তাদের আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি



উই পিপল কপিরাইট © ২০১৮ প্রোপাবলিকা এবং আলবার্তো কায়রো। ক্রিয়েটিভ কমন্স বাই-এনসি-এনডি ৩.০ ইউএস লাইসেন্সের আওতাভুক্ত

উদাহরণ হিসেবে কেএম বেলাল হোসেন স্বপনের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, থানায় পৌঁছানোর পর তিনি যখন একজন আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, তখন তাঁর ফোনটি কেড়ে নেওয়া হয়।²³⁷

সাক্ষাৎকার দেওয়া পাঁচজন সাংবাদিক আরও জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের আদালতে হাজির করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে মামুনুর রশিদ নোমানীর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি জানান, গ্রেপ্তারের পরদিন সকাল ১১টার দিকে তাঁকে আদালতে উপস্থাপন না করেই গোপনে একটি পুলিশ গাড়িতে করে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।²³⁸

²³⁵ Interview, Shanto Banik.

²³⁶ Interview, Shanto Banik

²³⁷ Interview, K M Belal Hossen Swapon.

²³⁸ Interview, Mamunur Rashid Nomani.

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, গ্রেপ্তারের সময় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে, যাতে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি যদি মনে করেন যে প্রদত্ত কারণ অবৈধ বা ভিত্তিহীন, তাহলে তিনি মুক্তির আবেদন করতে পারেন।²³⁹ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বলেছে, গ্রেপ্তারের কারণ জানানোর ক্ষেত্রে শুধু আইনি ভিত্তি নয়, ঘটনার বাস্তব ভিত্তিও জানাতে হবে। এর মধ্যে অভিযোগকৃত অপরাধের প্রকৃতি এবং কথিত ভুক্তভোগীর পরিচয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একই সঙ্গে এসব তথ্য এমন ভাষায় জানাতে হবে, যা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হন।²⁴⁰ কমিটি আরও উল্লেখ করেছে, বিশেষ পরিস্থিতি, যেমন দোভাষীর প্রয়োজন ছাড়া, গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।²⁴¹ উদাহরণ হিসেবে এম.টি. বনাম উজবেকিস্তান মামলায় মানবাধিকার কমিটি ৯(২) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের বিষয়টি চিহ্নিত করেছিল, কারণ সেখানে পুলিশ কর্মকর্তারা এক মানবাধিকারকর্মীকে তাঁর গ্রেপ্তারের কারণ তৎক্ষণিকভাবে জানান নি এবং পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল।²⁴²

আন্তর্জাতিক চুক্তির ৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ফৌজদারি অভিযোগে আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে দ্রুত একজন বিচারক বা বিচারিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সামনে হাজির করতে হবে। এই সুরক্ষা কেবল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের পর নয়; বরং কোনো ব্যক্তিকে অপরাধের সন্দেহে গ্রেপ্তার বা আটক করার মুহূর্ত থেকেই প্রযোজ্য।²⁴³

একইভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪(৩)(খ) ও ১৪(৩)(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের পছন্দের আইনজীবীর সহায়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপেই এই অধিকার প্রযোজ্য, তবে আটক অবস্থায় এর গুরুত্ব বিশেষভাবে বেশি।²⁴⁴ এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বলেছে, রাষ্ট্রগুলোকে আটক ব্যক্তিদের আটক হওয়ার শুরু থেকেই আইনজীবীর কাছে যাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত ও সহজতর করতে হবে।²⁴⁵ উদাহরণ হিসেবে বুক বনাম বেলারুশ মামলায় কমিটি ১৪(৩)(খ) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের বিষয়টি চিহ্নিত করেছিল, কারণ সেখানে আটক ব্যক্তিকে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়েছিল এবং তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কার্যত তাঁকে আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এমনকি আইনজীবীর অনুরোধ জানানোর পরও তাঁকে আইনি পরামর্শ ছাড়া তদন্তমূলক কার্যক্রম, যেমন পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়েছিল।²⁴⁶

এই প্রতিবেদনের কেস স্টাডিগুলোতে যে ধরনের আচরণের বর্ণনা পাওয়া যায়, তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

²³⁹ General Comment No. 35, para. 25.

²⁴⁰ Id. paras. 25, 26

²⁴¹ Id. para. 27

²⁴² Human Rights Committee, M.T. v. Uzbekistan, Comm. No. 2234/2013, UN Doc. CCPR/C/114/D/2234/2013, Oct. 21, 2015, paras. 2.1, 7.7–7.8.

²⁴³ General Comment No. 35, para. 32.

²⁴⁴ UN Basic Principles on the Role of Lawyers (Sept. 7, 1990), Principle 1; UN General Assembly, Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, UN Doc. A/RES/43/173 (Annex) (9 Dec. 1988), Principles 1, 17(1), 18.

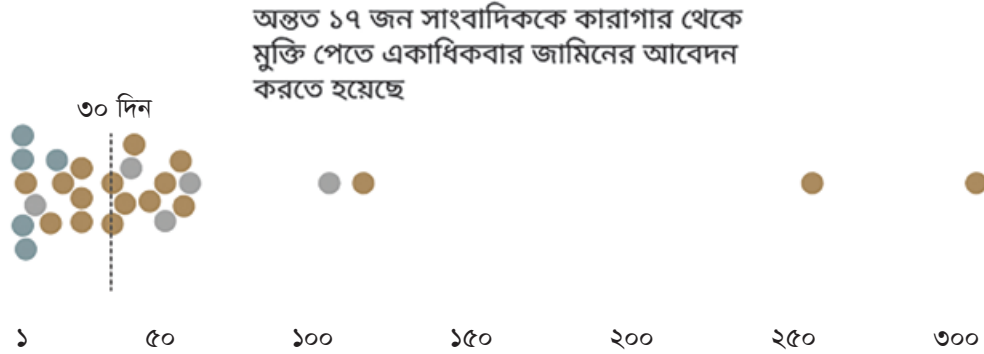
²⁴⁵ General Comment No. 35, para. 35.

²⁴⁶ UN Human Rights Committee, Zhuk v. Belarus, UN Doc. CCPR/C/109/D/1910/2009, Oct. 30, 2013, paras. 2.1, 8.5.

দীর্ঘস্থায়ী বিচার-পূর্ব আটক

ডিএসএ-এর অধীনে গ্রেপ্তার হওয়া সাংবাদিকদের অনেককেই দীর্ঘ সময় বিচার-পূর্ব আটক রাখা হয়েছে। বৃহত্তর তথ্যসমষ্টিতে অন্তত আটজন সাংবাদিক ১০০ দিনের বেশি সময় আটক অবস্থায় ছিলেন। একইভাবে বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে ৫০ শতাংশ ঘটনায় সাংবাদিকদের ৩০ দিনের বেশি সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে।

অর্ধেক সাংবাদিক ৩০ দিনেরও বেশি সময় কারাগারে ছিলেন বিচারপূর্ব আটক থাকার সময়কাল (দিনে)



এই দীর্ঘস্থায়ী আটক পরিস্থিতির একটি বড় কারণ ছিল জামিন পেতে দীর্ঘ সময় লাগা। উদাহরণ হিসেবে সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁকে গ্রেপ্তারের আগে ৫৩ দিন জোরপূর্বক গুমের শিকার হতে হয়েছিল এবং পরে তিনি আট মাস বিনা বিচারে আটক ছিলেন।²⁴⁷ তাঁর দীর্ঘ আটককাল আংশিকভাবে এ কারণে দীর্ঘায়িত হয়েছিল যে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা ছিল এবং প্রতিটি মামলায় আলাদাভাবে জামিনের আবেদন করতে হয়েছিল।

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও জামিন পেতে একাধিক শুনানি ও পুনঃপুন আবেদন করতে হয়েছে। বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে অন্তত ১৭টিতে সাংবাদিকদের কারামুক্তির জন্য একাধিক জামিন আবেদন করতে হয়েছিল।²⁴⁸ উদাহরণ হিসেবে ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের মামলার কথা বলা যায়। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, হাইকোর্টে ১৭টি শুনানির পর তিনি জামিন পান এবং এর মধ্যে তাঁকে আট মাস কারাগারে থাকতে হয়। একইভাবে এক পুলিশ কর্মকর্তার নামে এমন উদ্ধৃতি ব্যবহার করার অভিযোগে দায়ের হওয়া একটি মামলায় অভিযুক্তদের একজনকে জামিন পাওয়ার আগে পাঁচবার আবেদন করতে হয়েছিল।²⁴⁹

যেসব ঘটনায় সাংবাদিকদের বিচার-পূর্ব আটকে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে ৪৯টি ঘটনায় প্রযোজ্য ধারাগুলো জানা গেছে। এসব ঘটনার ৮০ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে ধারা ২৫ ও ২৯ একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে ধারা ৩১-এর মতো অজামিনযোগ্য ধারা যুক্ত করা হয়, যা ৩২টি ঘটনায় দেখা গেছে। একইভাবে ধারা ২৩ ১১টি ঘটনায় এবং ধারা ২৬ ১০টি ঘটনায় যুক্ত ছিল। ফলে কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও বিচার-পূর্ব আটকে রাখার আইনি সুযোগ পেয়েছিল।

²⁴⁷ Dhaka Tribune, Photojournalist Kajol Finally Walks out of Jail After 237 Days, Dec. 25, 2020, available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/234287/photojournalist-kajol-finally-walks-out-of-jail>.

²⁴⁸ Interview, Ikhtiyar Uddin Azad.

²⁴⁹ Interview, Shanto Banik.

বিশ্লেষিত কেস স্টাডিগুলোতেও একই প্রবণতা দেখা যায়। সেখানে ধারা ২৫ ও ২৯-এর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ধারা ৩১ যুক্ত করা হয়েছিল। এই ধারাগুলোর সমন্বিত প্রয়োগই মূলত সাংবাদিকদের বিচার-পূর্ব আটকের সুযোগ তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

বিচার-পূর্ব আটকের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী, অনেক ঘটনায় সাংবাদিকদের আটক রাখা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কারণ যেসব অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল, তার অনেকগুলোই বৈধতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় অথবা এমন অপরাধ নয়, যেখানে কারাদণ্ড কখনোই আনুপাতিক শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি ব্যাখ্যা করেছে যে গ্রেপ্তার বা আটকের যেকোনো মৌলিক ভিত্তি অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে এবং এমনভাবে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে, যাতে অতিবিস্তৃত বা স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সুযোগ না থাকে। এ ধরনের আইন ভিত্তি ছাড়া স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা বেআইনি।²⁵⁰ আগেই আলোচনা করা হয়েছে, আমাদের তথ্যসমষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অপরাধগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ধারা ৩১ অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে রচিত। ধারণা করা যায়, বহু বিচার-পূর্ব আটকের ভিত্তি ছিল এই ধারাটি।

একইভাবে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি স্পষ্ট করেছে যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে যদি কারাদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি না হয়, তাহলে সেই অপরাধের অভিযোগে বিচার-পূর্ব আটকও স্বেচ্ছাচারী হিসেবে বিবেচিত হবে। মানহানি ও কুৎসা রটনার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির মামলায় কমিটি মন্তব্য করেছিল, যদি মানহানির জন্য স্বাধীনতা হরণের শাস্তি কখনোই উপযুক্ত না হয়, তাহলে মানহানির অভিযোগের ভিত্তিতে কাউকে আটক রাখাও প্রয়োজনীয় বা আনুপাতিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।²⁵¹

ডিএসএ-এর অধীনে থাকা বেশ কয়েকটি অপরাধ এমন ছিল, যেখানে কারাদণ্ড কখনোই উপযুক্ত শাস্তি হতে পারে না। বিশেষ করে মানহানিসংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বলেছে, “কারাদণ্ড কখনোই উপযুক্ত শাস্তি নয়।²⁵² ফলে ধারা ২৯-এর অধীনে যেকোনো বিচার-পূর্ব আটক স্বভাবতই স্বেচ্ছাচারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

আটক অবস্থায় দুর্ব্যবহার

অনেক সাংবাদিকই গ্রেপ্তার ও আটক অবস্থায় পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আচরণ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো বাংলাদেশি লেখক মুশতাক আহমেদের ঘটনার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কোভিড-১৯ মহামারির সময় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে ২০২০ সালের মে মাসে তাঁকে ডিএসএ-এর অধীনে আটক করা হয় এবং পরে তিনি পুলিশ হেফাজতে মারা যান।²⁵³ একই সময়ে গ্রেপ্তার হওয়া কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোর পরবর্তীতে মুক্তি পান এবং আটক অবস্থায় নির্যাতনের অভিযোগ তোলেন।²⁵⁴

²⁵⁰ General Comment No. 35, para. 22.

²⁵¹ UNHRC, Lydia Cacho Ribeiro v. Mexico, UN Doc. CCPR/C/123/D/2767/2016, Aug. 29, 2018, para. 10.8.

²⁵² General Comment No. 34, para. 47.

²⁵³ Faisal Mahmud, Anger in Bangladesh Over Dissident Writer's Death in Prison, Al Jazeera, Feb. 26, 2021, available at <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/26/anger-in-bangladesh-over-prominent-writers-death-in-prison>

²⁵⁴ Amnesty International, Bangladesh: Cartoonist Tortured, Writer Dies in Jail: Ahmed Kabir Kishore, Mar. 8, 2021, available at <https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/3800/2021/en/>.

সাক্ষাৎকার দেওয়া অন্তত ১৪ জন সাংবাদিক জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারের সময় বা আটক অবস্থায় তাঁরা দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে মামুনুর রশিদ নোমানীর মামলার কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে এক মেয়রের ছবি তোলার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁকে ১৪ দিন বিচার-পূর্ব আটকে রাখা হয়, গ্রেপ্তারের সময় তিনি আইনজীবীর সহায়তা পাননি এবং মেয়রের সমর্থকদের হামলায় আহত হওয়ার পরও তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি।²⁵⁵ বরং তাঁকে সেই অবস্থায় কষ্ট পেতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লার মামলায় তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাঁর থুতনি ধরে বলেন, “বেশি কথা বলবে না, বেশি কথা বললে বিপদ হবে।”²⁵⁶ একইভাবে আবু জাফরের ঘটনায় থানার এক কর্মকর্তা তাঁকে নাকি বলেন, “মুখে কালো কাপড় বেঁধে মারধর করলে তার জন্য ভালো হবে না” এবং “তাদের কথামতো চলা ও তারা যা জানতে চায় তা বলে দেওয়াই ভালো।”²⁵⁷

কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের এই দুর্ব্যবহার জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় বা অন্য তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আজহারুল হকের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে অভিযোগ স্বীকার করতে বলেন এবং রিমান্ডে নিলে “ক্রসফায়ার”-এর মতো পরিণতির হুমকি দেন। এখানে “ক্রসফায়ার” বলতে বিচারবহির্ভূত হত্যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল।²⁵⁸ একইভাবে আবদুল কাইয়ুম জানিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে পাসওয়ার্ড আদায়ের উদ্দেশ্যে সাদা পোশাকের অজ্ঞাতনামা পুলিশ সদস্যরা তাঁকে চড়-থাপ্পড় ও মারধর করেছিলেন।²⁵⁹

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ৯(১) অনুচ্ছেদ শুধু স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার ও আটক নিষিদ্ধই করে না, বরং ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তার অধিকারও সুরক্ষিত করে। এই অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বলেছে, এটি ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয়, ব্যক্তি আটক অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক। উদাহরণ হিসেবে কমিটি বলেছে, রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা অযৌক্তিকভাবে শারীরিক আঘাত করলে তা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।²⁶⁰

একইভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাউকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক কিংবা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তির শিকার করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের বিশেষ ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে মানবিক আচরণ করতে হবে এবং মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। এ প্রসঙ্গে মানবাধিকার কমিটি উল্লেখ করেছে, আটক ব্যক্তিদের স্বাধীনতা হরণের স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া অতিরিক্ত কোনো কষ্ট বা বিধিনিষেধের মুখোমুখি করা উচিত নয়।²⁶¹

প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতায় যে ধরনের আচরণের বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এসব আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন নির্দেশ করে।

²⁵⁵ Interview, Mamunur Rashid Nomani..

²⁵⁶ Interview, MD Hedait Hossain Molla.

²⁵⁷ Interview, Abu Zafar.

²⁵⁸ Interview, Azharul Haque.

²⁵⁹ Interview, Abdul Kaium.

²⁶⁰ General Comment No. 35, para. 9.

²⁶¹ Human Rights Committee, General Comment No. 21, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 33 (1994), Apr. 10, 1992, para. 3.

বর্তমান অবস্থা

সিএসও-এর ধারা ৩৫-এ সীমিত পরিসরে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারের সুযোগ রাখা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোর ওপর সাইবার আক্রমণ, অবৈধ প্রবেশ, অনুপ্রবেশ বা হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে কোনো প্রমাণ মুছে ফেলা, পরিবর্তন করা, ধ্বংস করা, হারিয়ে ফেলা বা অপ্রাপ্য করে ফেলার আশঙ্কা থাকলে পরোয়ানা ছাড়া তল্লাশি চালানো যাবে। একই সঙ্গে তল্লাশির স্থানে উপস্থিত কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে, যদি সন্দেহ করা হয় যে তিনি এই অধ্যাদেশের অধীনে কোনো অপরাধ করেছেন বা করছেন।²⁶²

তবে আমাদের তথ্যসমষ্টিতে দেখা গেছে, ডিএসএ-এর ধারা ৪৩-এ পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারের জন্য যেসব শর্ত ছিল, বাস্তবে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো মানেনি। ফলে সিএসও-তে নির্ধারিত সীমাবদ্ধ শর্তগুলো বাস্তবে পুলিশ কতটা অনুসরণ করবে, তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ থেকেই যায়।

পুলিশ সংস্কার কমিশন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারসংক্রান্ত নির্দেশিকা কার্যকর করাসহ²⁶³ একাধিক সুপারিশ করেছে। তবে জনসমক্ষে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এসব সংস্কার এখনো বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে।²⁶⁴ একই সঙ্গে পুলিশি নির্যাতন বা ক্ষমতার অপব্যবহারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার এখনো উল্লেখযোগ্য কোনো সংস্কার আনেনি বলেও প্রতীয়মান হয়। বরং বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, সাংবাদিকেরা এখনো স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার এবং হেফাজতে দুর্ব্যবহারের শিকার হচ্ছেন।²⁶⁵

গ. ডিজিটাল ডিভাইস জব্দ

আগের কেস স্টাডিগুলো থেকেই স্পষ্ট হয় যে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তারের আগে বা পরে তাঁদের মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস প্রায়ই জব্দ করা হয়েছে। ছোট তথ্যসমষ্টিতে অন্তত ১৫ জন সাংবাদিক জানিয়েছেন যে পুলিশ তাঁদের মোবাইল ফোন বা অন্যান্য ডিভাইস জব্দ করেছিল।

ডিএসএ-এর বিস্তৃত তল্লাশি ও জব্দ ক্ষমতার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিল। ধারা ৪১ অনুযায়ী, তদন্ত কর্মকর্তারা যেকোনো “কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা যেকোনো ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক অথবা কম্পিউটার, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, রিমুভেবল ড্রাইভ বা অন্য কোনো মাধ্যমে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্ত” নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার ক্ষমতা পেতেন। একইভাবে ধারা ৪৩ অনুযায়ী, কেবল কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করার ভিত্তিতে পুলিশ পরোয়ানা ছাড়া কোনো স্থানে প্রবেশ করতে পারত এবং অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত “কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা অন্যান্য বস্তু” জব্দ করতে পারত।

²⁶² Section 35(1)(D), CSO.

²⁶³ Mamun Abdullah, What's in the Police Reform Commission's Sweeping Overhaul Plan?, Dhaka Tribune, Jan. 23, 2025 (“It also stresses adhering to Supreme Court directives on arrests and questioning, urging the government to withdraw a review petition hindering implementation.”), available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/371583/what%E2%80%99s-in-the-policereform-commission%E2%80%99s-sweeping>.

²⁶⁴ Shadique Mahbub Islam, Uniforms Have Changed, But Will Police Culture Follow?, The Business Standard, Nov. 17, 2025, available at <https://www.tbsnews.net/features/panorama/uniforms-have-changed-will-police-culture-follow-1288316>.

²⁶⁵ Doughty Street Chambers, Imprisoned Bangladeshi Journalists Farzana Rupa and Shakil Ahmed Complain to the United Nations over Arbitrary Detention, Jan. 22, 2025, available at <https://www.doughtystreet.co.uk/news/imprisoned-bangladeshi-journalistsfarzana-rupa-and-shakil-ahmed-complain-united-nations-over>.

বহু ঘটনায় সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন, পুলিশ সদস্যরা সরাসরি তাঁদের ডিভাইস নিয়ে নিয়েছেন অথবা ডিভাইস খুলে দেখার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লার মামলার কথা বলা যায়, যেখানে কর্মকর্তারা সরাসরি তাঁর মোবাইল ফোন নিয়ে যান।²⁶⁶ একই ঘটনা ঘটে ইকতিয়ার উদ্দিন আজাদের ক্ষেত্রেও।²⁶⁷ গ্রেপ্তারসংক্রান্ত আগের আলোচনায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক সময় এসব জব্দ করা হয়েছে অভিযুক্তকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ বা তল্লাশি ও গ্রেপ্তারের ভিত্তি সম্পর্কে কিছু না জানিয়েই। কয়েকজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, তাঁদের ফোন জব্দ করার কারণে তাঁরা পরিবারের সদস্যদের নিজেদের অবস্থান জানাতে পারেননি কিংবা আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাউকে তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাসস্থান বা যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী বা বেআইনি হস্তক্ষেপের শিকার করা যাবে না। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি স্পষ্ট করেছে যে ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে “স্বেচ্ছাচারিতা” ধারণাটি এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, যাতে আইনে অনুমোদিত হস্তক্ষেপও আন্তর্জাতিক চুক্তির উদ্দেশ্য ও নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে তা যৌক্তিক হতে হয়।²⁶⁸

ইউরোপীয় মানবাধিকার সনদের সমান্তরাল বিধানগুলো নিয়েও বিস্তৃত বিচারিক ব্যাখ্যা রয়েছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ “আইনসম্মত” কি না, সে বিষয়ে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত বলেছে যে আদালতকে সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইনের মান ও আইনের শাসনের মৌলিক নীতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য মূল্যায়ন করতে হবে।²⁶⁹ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বেচ্ছাচারিতা ও অপব্যবহারের ঝুঁকির বিরুদ্ধে “যথাযথ ও কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা” রয়েছে কি না।²⁷⁰

একইভাবে কোনো হস্তক্ষেপ “স্বেচ্ছাচারী” কি না তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ডিভাইস তল্লাশিসংক্রান্ত এক সাম্প্রতিক মামলায় ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নেয়। এর মধ্যে ছিল, তল্লাশির জন্য বিচারকের জারি করা পরোয়ানা ছিল কি না এবং তা যৌক্তিক সন্দেহের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল কি না; কোন পরিস্থিতিতে সেই পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল; পরোয়ানার পরিধি যৌক্তিকভাবে সীমিত ছিল কি না; এবং তল্লাশি কীভাবে পরিচালিত হয়েছে, বিশেষ করে পেশাগত গোপনীয়তাসংক্রান্ত উপকরণ যাতে সরিয়ে নেওয়া না হয়, তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি ছিল কি না।²⁷¹

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার মানদণ্ড পরোয়ানা ছাড়া তল্লাশি ও জব্দ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে না। তবে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত এ ধরনের ঘটনায় পরবর্তী বিচারিক পর্যালোচনার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। আদালতের ভাষায়, “তল্লাশির পরবর্তী বিচারিক পর্যালোচনা আবেদনকারীদের ব্যক্তিগত জীবনের অধিকার সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট নিশ্চয়তা দিয়েছিল কি না, আদালতকে তা মূল্যায়ন করতে হবে।”²⁷²

²⁶⁶ Interview, MD Hedait Hossain Molla.

²⁶⁷ Interview, Ikhtiyar Uddin Azad.

²⁶⁸ Human Rights Committee, Mullina et al. v. Uzbekistan, UN Doc. CCPR/C/138/D/3025/2017, Feb. 7, 2024, para. 8.5.

²⁶⁹ European Court of Human Rights, Dudchenko v. Russia, App. No. 37717/05, Nov. 7, 2017, para. 95.

²⁷⁰ Id

²⁷¹ European Court of Human Rights, Man v. Romania, App. No. 39273/07, Nov. 19, 2019, para. 86.

²⁷² European Court of Human Rights, Prezhdarovi v. Bulgaria, App. No. 8429/05, Sept. 30, 2014, para. 47.

ডিএসএ-এ ডিজিটাল ডিভাইস জন্মসংক্রান্ত বিধানগুলো, আইনগত কাঠামো এবং বাস্তব প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই, গুরুতর ঘাটতিপূর্ণ ছিল। আমাদের উপাত্তে প্রতিফলিত বাস্তবতা অনুযায়ী, এসব ক্ষেত্রে বিচারিক অনুমোদনের কোনো বাধ্যবাধকতা কার্যত ছিল না। একই সঙ্গে আইনে “অপরাধ সংঘটনের সম্ভাবনা”র মতো অস্পষ্ট মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছিল, যা “যৌক্তিক সন্দেহ”র আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় অনেক নিচু পর্যায়ের।²⁷³ সবশেষে, পরোয়ানা ছাড়া ডিভাইস জন্ম ও তল্লাশি করা হলে, তার বিরুদ্ধে পরবর্তী বিচারিক পর্যালোচনার কোনো কার্যকর সুযোগ ছিল কি না, সেটিও অস্পষ্ট ছিল।

বর্তমান অবস্থা

এই বিষয়ে সিএসও তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত বিধান যুক্ত করেছে। ধারা ৩৫-এ পরোয়ানা ছাড়া তল্লাশি ও জন্মের ক্ষমতা অনেক বেশি সীমিত করা হয়েছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবকাঠামোর ওপর সাইবার আক্রমণ, অবৈধ প্রবেশ, অনুপ্রবেশ বা হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে কোনো প্রমাণ মুছে ফেলা, পরিবর্তন করা, ধ্বংস করা, হারিয়ে ফেলা বা অন্য কোনোভাবে অপ্রাপ্য করে ফেলার আশঙ্কা থাকলে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ডিএসএ-এ যে সীমিত সুরক্ষা বিধানগুলো ছিল, বাস্তবে সেগুলোও অনেক ক্ষেত্রে মানা হয়নি। ফলে সিএসও-তে বিধান কিছুটা সংকুচিত করা হলেও, বাস্তবে সেগুলো সাংবাদিক ও নাগরিকদের জন্য কতটা কার্যকর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে, তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকেই যায়।

ঘ. তদন্ত ও চার্জশিট দাখিল

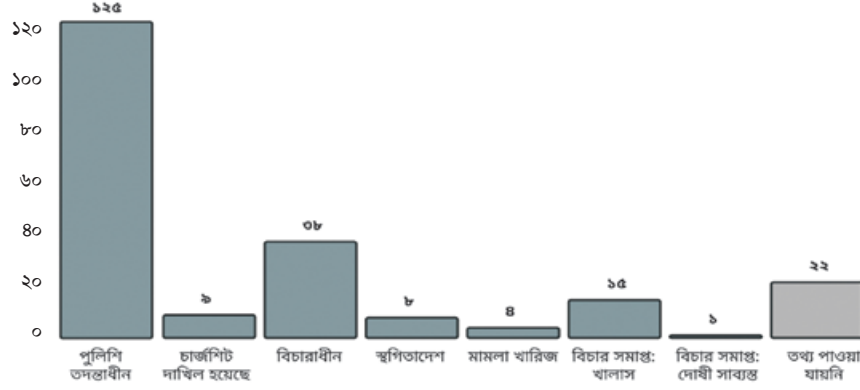
আমাদের উপাত্ত বিশ্লেষণে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। প্রথমত, অধিকাংশ মামলায় পুলিশ তদন্ত সম্পন্ন করেনি এবং চার্জশিট দাখিল না করেই মামলাগুলো বছরের পর বছর বুলিয়ে রেখেছে। দ্বিতীয়ত, যেসব মামলায় তদন্ত শেষ করে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও তদন্ত ছিল অত্যন্ত উপরিভাগনির্ভর, যা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে মামলাগুলোর অনেকগুলোই শুরু থেকেই ভিত্তিহীন ছিল।

তদন্ত শেষ করতে দীর্ঘ বিলম্ব

আমাদের বৃহত্তর তথ্যসমষ্টির ২২১টি মামলার মধ্যে ১২৬টি, অর্থাৎ ৫৬ শতাংশ মামলা ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্তও পুলিশি তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে আটকে ছিল। অর্থাৎ পুলিশ তদন্ত সম্পন্ন করে মামলাগুলো বিচারপর্বে নেয়নি; বরং বছরের পর বছর সেগুলো খোলা বা মূলতবি অবস্থায় রেখেছে। এটি দেখায় যে ডিএসএ বৈধ সাইবার অপরাধের বিচার নিশ্চিত করার চেয়ে হয়রানির হাতিয়ার হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

²⁷³ Cf. Dudchenko, supra, para. 96 (“In the Roman Zakharov case the Court has found, in particular, that the judicial authorisation procedures provided for by Russian law are not capable of ensuring that covert surveillance measures are not ordered haphazardly, irregularly or without due and proper consideration. In particular, the CCRP does not instruct judges ordering covert surveillance measures to verify the existence of a ‘reasonable suspicion’ against the person concerned or to apply the ‘necessity’ and ‘proportionality’ tests.”).

আইনি কার্যক্রমের ধাপভিত্তিক মামলার সংখ্যা



তদন্ত পর্যায়ে মূলতবি থাকা এসব ঘটনার অর্ধেকেরও বেশি ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রেরণ করা হয়েছিল। এটি এমন একটি প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে মানুষকে প্রেরণ করা হলেও তাঁদের মামলা আর বিচারপর্বে এগোয় না। ফলে বিচারপ্রক্রিয়াই কার্যত শাস্তিতে পরিণত হয়।

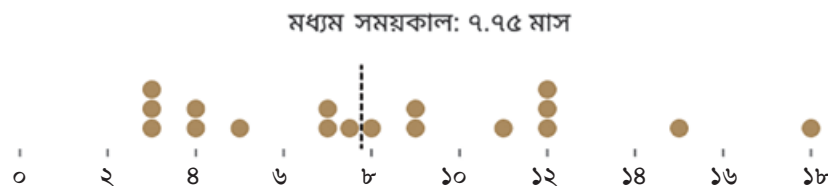
ডিএসএ-এর ধারা ৪০ অনুযায়ী, তদন্ত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হতো। এই সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করা সম্ভব না হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার লিখিত অনুমোদনে অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ১৫ দিন সময় বাড়ানো যেত।

এই বর্ধিত সময়ের মধ্যেও তদন্ত শেষ না হলে তদন্ত কর্মকর্তাকে বিলম্বের কারণ লিখিতভাবে নথিভুক্ত করে আদালত, অর্থাৎ সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রতিবেদন দাখিল করতে হতো। সেই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ট্রাইব্যুনাল অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৩০ দিনের অনুমতি দিতে পারত।²⁷⁴ এর পরবর্তী যেকোনো সময় বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে ট্রাইব্যুনালের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল ছিল।²⁷⁵

কিন্তু বাস্তবে এসব বিধান কার্যকরভাবে অনুসরণ করা হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। আগেই আলোচিত হয়েছে, আমাদের তথ্যসমষ্টিতে ডিএসএ মামলাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল চার্জশিট দাখিলে দীর্ঘ বিলম্ব। পুলিশি তদন্ত পর্যায়ে মূলতবি থাকা ২৬৫টি ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ, অর্থাৎ ৪৮ শতাংশ, ছিল ২০২০ ও ২০২১ সালের মামলা। অর্থাৎ এসব মামলা তিন থেকে চার বছর ধরে ঝুলে ছিল, যদিও তদন্ত তার অনেক আগেই শেষ হওয়ার কথা ছিল।²⁷⁶

বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে ১৫ জন সাংবাদিককে অভিযোগ দায়েরের পর চার্জশিট জমা হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাস্তবে এসব কেস স্টাডিতে অভিযোগ দায়ের এবং চার্জশিট দাখিলের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যমা ছিল প্রায় ৭ দশমিক ৭৫ মাস, যা অত্যন্ত দীর্ঘ।

অভিযোগ দায়ের থেকে চার্জশিট দাখিল পর্যন্ত সময়কাল (মাসে)



²⁷⁴ Section 40(1)(c), DSA.

²⁷⁵ Section 40(2), DSA.

²⁷⁶ The data was last updated in July 2024.

উদাহরণ হিসেবে এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লার মামলার কথা বলা যায়। গ্রেপ্তারের এক বছরেরও বেশি সময় পর তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয় নি। শেষ পর্যন্ত তদন্ত শেষ হলে চার্জশিটেই উল্লেখ করা হয় যে “উক্ত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।”²⁷⁷ অথচ এই দীর্ঘ সময়ে মামলাটি আদালতে কার্যকরভাবে এগোয়নি, কিন্তু তাঁকে প্রায় ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা আইনি খরচ বহন করতে হয়েছে।²⁷⁸

আরেকটি ঘটনায় নিম্নআয়ের মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।²⁷⁹ সেই সাংবাদিককে বছরের পর বছর প্রতি মাসে আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে।²⁸⁰ এসব উদাহরণ শুধু তদন্তে অস্বাভাবিক বিলম্বের দিকটিই তুলে ধরে না; বরং মামলাগুলোর ভিত্তিহীন চরিত্রের দিকেও ইঙ্গিত করে। নিচে এ বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৪(৩)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অযৌক্তিক বিলম্ব ছাড়া বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই সুরক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘস্থায়ী বিচারপ্রক্রিয়ার কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা ও ভোগান্তি সীমিত করা।²⁸¹ কোনো বিলম্ব অযৌক্তিক কি না তা মূল্যায়নের সময়²⁸² গ্রেপ্তার বা অভিযোগ দায়েরের মুহূর্ত থেকে শুরু করে আপিলের চূড়ান্ত রায় পর্যন্ত পুরো সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়।²⁸³ আন্তর্জাতিক বিচারব্যবস্থায় মামলার জটিলতা, অভিযুক্তের আচরণ এবং কর্তৃপক্ষের তৎপরতা বিবেচনা করে বিলম্বের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করা হয়।²⁸⁴ বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাখ্যা দেওয়ার দায় রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি আটক থাকলে সেই দায় আরও বেশি গুরুত্ব পায়।²⁸⁵

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটিও স্পষ্টভাবে বলেছে, কোনো রাষ্ট্র যদি কাউকে ফৌজদারি মানহানির অভিযোগে অভিযুক্ত করে কিন্তু দ্রুত বিচারপর্বে না নেয়, তাহলে তা অগ্রহণযোগ্য। কারণ এই ধরনের চর্চা এমন এক ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরি করে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চর্চাকে অযথা সীমিত করতে পারে।²⁸⁶

উপরের উপাত্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত সাংবাদিকদের বহু মামলায় এসব অধিকার বাস্তবে সম্মান করা হয়নি।

²⁷⁷ Chargesheet No. 36/1, March 23, 2020, MD Hedait Hossain Molla.

²⁷⁸ Interview, MD Hedait Hossain Molla.

²⁷⁹ FIR 12/59, Baliadangi Police Station, April 17, 2020, Rahim Shuvo.

²⁸⁰ Interview, Rahim Shuvo.

²⁸¹ UN Human Rights Committee, General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, UN Doc. CCPR/C/GC/32, Aug. 23, 2007 [hereinafter “General Comment No. 32”], para. 35.

²⁸² Human Rights Committee, *Engo v. Cameroon*, U.N. Doc. CCPR/C/96/D/1397/2005, para. 7.9 (“[T]he fact that a period of eight years elapsed between the author’s arrest and the delivery of a final judgement by either the court of appeal or the court of cassation . . . constitutes a violation of article 14, paragraph 3 (c), of the Covenant.”).

²⁸³ General Comment No. 32, para. 35. General Comment No. 32, para. 35.

²⁸⁴ Id.

²⁸⁵ Human Rights Committee, *Barroso v. Panama*, U.N. Doc. CCPR/C/54/D/473/1991, para. 8.5.

²⁸⁶ General Comment No. 34, para. 47.

বর্তমান অবস্থা

সিএসও-তে তদন্তের জন্য ডিএসএ-এর তুলনায় আরও দীর্ঘ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে তদন্ত কর্মকর্তাকে ৬০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদনে অতিরিক্ত ১৫ দিন সময় বাড়ানো যেতে পারে।²⁸⁷ ডিএসএ-এর মতোই, এই সময়ের মধ্যেও তদন্ত শেষ না হলে তদন্ত কর্মকর্তাকে বিলম্বের কারণ লিখিতভাবে নথিভুক্ত করে আদালত, অর্থাৎ সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এর ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৩০ দিনের অনুমতি দিতে পারবে।²⁸⁸

তদন্ত “প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার” কারণে শেষ না হলে এর পরও সময় বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে, যা পুরোপুরি ট্রাইব্যুনালের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।²⁸⁹ তবে তদন্ত যদি প্রযুক্তিগত নয়, অন্য কারণে বিলম্বিত হয়, অথবা ট্রাইব্যুনাল অতিরিক্ত সময় অনুমোদন না করে, তাহলে তার কী পরিণতি হবে, সিএসও সে বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করেনি। অস্পষ্টতার পাশাপাশি ডিএসএ-এর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, বাস্তবে এসব সময়সীমা ও শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হয় না।

দায়সারা তদন্ত

আমাদের তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত ডিএসএ’র বহু মামলার তদন্ত ছিল অত্যন্ত দায়সারা এবং নিম্নমানের। পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও কার্যকর তদন্ত পরিচালনার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ রেখেছে ডিজিটাল ডিভাইস, বিশেষ করে মোবাইল ফোন, জব্দ করে সেগুলো ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠানোর মধ্যে। আগের অংশে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা ১৫টি চার্জশিট পর্যালোচনা করে দেখেছি, এর অনেকগুলোতেই তদন্তের প্রধান উপাদান হিসেবে শুধু ডিজিটাল ডিভাইসের ফরেনসিক বিশ্লেষণের উল্লেখ ছিল। কিন্তু সেখানে অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ, সাক্ষ্য সংগ্রহ বা অন্য কোনো সহায়ক তদন্তের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা তিনটি ফরেনসিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে সেগুলোর পরিধি অত্যন্ত সীমিত ছিল। সাধারণত এসব প্রতিবেদনে কেবল এই বিষয়টি যাচাই করা হয়েছে যে অভিযোগের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট কনটেন্ট অভিযুক্তের ডিভাইস থেকে এসেছে কি না।

কিছু ক্ষেত্রে এই ফরেনসিক প্রতিবেদন বরং অভিযুক্তকে নির্দোষ হিসেবেই ইঙ্গিত করেছে। উদাহরণ হিসেবে লুৎফুর রহমান শাওনের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়।²⁹⁰ সেখানে ফরেনসিক প্রতিবেদনে বলা হয়, আলোচিত কনটেন্ট, অর্থাৎ আদালতকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার “পেটিকোটের নিচে” থাকার মন্তব্যটি তাঁর ডিভাইস থেকে পোস্ট করা হয়নি। ফলে অভিযোগপত্রের এই দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে যে পোস্টটির জন্য শাওন দায়ী ছিলেন।²⁹¹

²⁸⁷ Section 32, CSO

²⁸⁸ Section 40(1)(c), DSA and Section 32(1)(c) CSO.

²⁸⁹ Section 32(2), CSO.

²⁹⁰ FIR 20/355, Chhatak Police Station, December 25, 2021, Lutfur Rahman Shawon.

²⁹¹ Forensic Report on Facebook Activity of Lutfur Shawon, Issued By IT Forensic Branch, CID Bangladesh, April 20, 2022.

একইভাবে সাবুর রানার মামলায়²⁹² ফরেনসিক প্রতিবেদনে বলা হয়, তদন্ত কর্মকর্তা যে স্ক্রিনশট উপস্থাপন করেছিলেন, তার সঙ্গে মিল থাকা কোনো পোস্ট অভিযুক্তের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পাওয়া যায়নি।²⁹³ তবুও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত তাঁর মামলাটি স্থগিতাদেশের অধীনে চলমান ছিল।²⁹⁴

কেএম বেলাল হোসেন স্বপনের মামলায় পুলিশ তদন্তের বড় অংশজুড়ে সাংবাদিকের জন্ম করা মোবাইল ফোনের ফরেনসিক প্রতিবেদনকে কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে। অভিযোগের সমর্থনে অতিরিক্ত কোনো তদন্ত পরিচালনা করা হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। শেষ পর্যন্ত সাইবার ট্রাইব্যুনাল রায়ে উল্লেখ করে যে, বাদীপক্ষের তিন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।²⁹⁵

সবশেষে, রহিম শুবর মামলায় ফরেনসিক তদন্তে বলা হয়, অভিযুক্ত এবং তাঁর সহ-অভিযুক্তের নামে যে ফেসবুক অ্যাকাউন্টগুলোর কথা বলা হয়েছিল, সেগুলোর অস্তিত্ব শনাক্ত বা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।²⁹⁶

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড অনুযায়ী, বিচার-পূর্ব আটক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে দেখা যায় যে আটক যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয়।²⁹⁷ ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতের বিস্তৃত বিচারিক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কাউকে অপরাধের অভিযোগে আটক রাখতে হলে “যৌক্তিক সন্দেহ” থাকতে হবে। আদালতের ভাষায়, “যৌক্তিক সন্দেহ” বলতে এমন তথ্য বা উপাত্তের অস্তিত্ব বোঝায়, যা কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষককে বিশ্বাস করাতে পারে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধটি করে থাকতে পারেন।²⁹⁸

এই কারণে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত বিভিন্ন ক্ষেত্রে তদন্তের মান ও পর্যাণ্ডতা মূল্যায়ন করেছে, বিশেষ করে কোনো “যৌক্তিক সন্দেহ” আদৌ ছিল কি না তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে। এমন প্রশ্ন পরোয়ানা ছাড়া প্রাথমিক গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে।²⁹⁹ উদাহরণ হিসেবে আদালত এমন একটি মামলার কথা বিবেচনা করেছে, যেখানে গ্রেপ্তারের পর অপরাধ তদন্তের সীমাবদ্ধতা থেকেই “যৌক্তিক সন্দেহ”-এর অভাব প্রতীয়মান হয়েছিল।³⁰⁰

এই প্রতিবেদনে বিশ্লেষিত বহু মামলার ক্ষেত্রেও তদন্তের মান ও সীমাবদ্ধতা এমন উদ্বেগ তৈরি করে যে, সেগুলো আদৌ “যৌক্তিক সন্দেহ” প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট ছিল কি না, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।

²⁹² FIR 25/140, Khulna City Police Station, April 20, 2021, Sabur Rana.

²⁹³ Forensic Report on Facebook Activity of Sabur Rana, issued by IT Forensic Branch, CID Bangladesh, May 3, 2021.

²⁹⁴ Interview, Sabur Rana.

²⁹⁵ Chargesheet No. 131, July 18, 2021, K M Belal Hossen Swapon; Rajshahi Cyber Tribunal Verdict, [Date Unclear].

²⁹⁶ Forensic Report on Facebook Activity of Rahim Shuvo, issued by IT Forensic Branch, CID Bangladesh, Date Unknown, as referenced in Chargesheet, [Number Unknown], April 30, 2022, Rahim Shuvo.

²⁹⁷ General Comment No. 35, para 38.

²⁹⁸ European Court of Human Rights, Kavala v. Turkey, App. No. 28749/18, para. 127 (2019).

²⁹⁹ See, e.g., European Court of Human Rights, Fox et al. v. United Kingdom, Apps. Nos. 12244/86; 12245/86; 12383/86, Aug. 30, 1990.

³⁰⁰ European Court of Human Rights, Ibrahimov & Mammadov v. Azerbaijan, App. No. 63571/16 et al., Feb. 13, 2020, para. 130 (“As regards the scope of the criminal investigations at stake, the Court reiterates that the investigative measures carried out were mainly limited to conducting the relevant searches, without any further investigative steps being taken. The circumstances relating to the applicants’ alleged acquisition and selling of drugs, the alleged existence of organised criminal groups and the applicants’ alleged role therein were completely left aside by the investigating authorities. . . .”).

৬. বিচারপ্রক্রিয়া

বিচারপর্বে গিয়েছে এমন মামলাগুলোর উপাত্ত বিশ্লেষণ করলেও আগের আলোচিত একই প্রবণতাগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথমত, মামলাগুলো বিচারপর্বে যেতে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় লেগেছে। দ্বিতীয়ত, যেসব অল্পসংখ্যক মামলা বিচারপর্বে গিয়েছে, সেগুলো নিষ্পত্তি হতেও বহু বছর সময় লেগেছে। সবশেষে, বিচারপর্বে যাওয়া অধিকাংশ মামলার পরিণতি হয়েছে খালাস, যা আবারও ইঙ্গিত করে যে এসব মামলার অনেকগুলোরই বাস্তব আইনি ভিত্তি ছিল দুর্বল বা অনুপস্থিত।

দীর্ঘসূত্রতা

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, অধিকাংশ মামলাই বিচারপর্ব পর্যন্ত পৌঁছায়নি। সার্বিক তথ্যসমষ্টিতে মাত্র ২৪ শতাংশ মামলা বিচারপর্বে গিয়েছিল। আর তার মধ্যেও মাত্র ৭ শতাংশ, অর্থাৎ ১৬টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল, যা অত্যন্ত কম। চারটি ঘটনায় বিচার শেষ হওয়ার আগেই আদালত মামলা খারিজ করেন অথবা সাংবাদিকদের দায়মুক্ত ঘোষণা করেন। আরও আটটি ঘটনায় আদালত “স্থগিতাদেশ” জারি করেন, যার ফলে মামলাগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং তথ্য সংগ্রহ শেষ হওয়া পর্যন্ত সেগুলো আর অগ্রসর হয়নি।

সব মিলিয়ে বৃহত্তর তথ্যসমষ্টির ২২১টি মামলার মধ্যে মাত্র ২০টি, অর্থাৎ ১০ শতাংশেরও কম মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল। এর মধ্যে বিচার শেষ হওয়া এবং মামলা খারিজ হওয়া উভয় ধরনের ঘটনাই অন্তর্ভুক্ত।

ডিএসএ’র ধারা ৫২ অনুযায়ী, অভিযোগ গঠনের তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করার কথা ছিল। একই ধারায় আরও বলা হয়েছিল, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ৯০ দিন সময় বাড়ানো যেতে পারে। এরপরও মামলা নিষ্পত্তি না হলে আদালতকে বিলম্বের কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করে প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্টকে অবহিত করার কথা ছিল।

কিন্তু আমাদের উপাত্ত বিশ্লেষণ দেখায়, বাস্তবে এই বিধান অনুসরণ করা হয়নি।³⁰¹ উদাহরণ হিসেবে লুৎফুর রহমান শাওনের মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে কর্তৃপক্ষের চার্জশিট দাখিল করতেই সাত মাস সময় লেগেছিল। অথচ এফআইআর দায়ের হয়েছিল ২০২১ সালের ডিসেম্বরে, কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্তও মামলাটি চলমান ছিল।³⁰² শাওনের ভাষ্য অনুযায়ী, ডিএসএ তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি ও তাঁর পরিবার ৮ লাখ টাকার বেশি ঋণের বোঝায় পড়েছিলেন এবং সাংবাদিক সমাজে তাঁর সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।³⁰³

বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে ১২টি মামলার পরিণতি হয়েছিল খালাস। তবে এই ১২ জন খালাসপ্রাপ্ত সাংবাদিকের মধ্যে পাঁচজনকে অভিযোগ দায়ের থেকে মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত ২০ মাসের বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যা ডিএসএ-এর ধারা ৫২-এ নির্ধারিত সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের সীমা বহুগুণ অতিক্রম করেছে।

ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের মামলায় সাংবাদিকটির খালাস পেতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি শুধু কর্মরত সংবাদপত্রের চাকরিই হারাননি, বরং ধারাবাহিক আদালত হাজিরা এবং আইনজীবীর ব্যয়ের কারণে আর্থিকভাবেও মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েন।³⁰⁴

³⁰¹ Interview, Luftur Rahman Shawon.

³⁰² This was when we closed data gathering on this case. However, subsequently he has said that he was since acquitted.

³⁰³ Interview, Luftur Rahman Shawon.

³⁰⁴ Interview, Ikhtiyar Uddin Azad.

বর্তমান অবস্থা

ডিএসএ-এর মতো সিএসও-তেও মামলা নিষ্পত্তির জন্য ১৮০ দিনের সময়সীমা রাখা হয়েছে। তবে এই সময় গণনা করা হবে অভিযোগ গঠনের তারিখ থেকে। ধারা ৪৫ অনুযায়ী, প্রয়োজনে আরও ৯০ দিন সময় বাড়ানো যেতে পারে। এরপরও মামলা নিষ্পত্তি না হলে আদালতকে বিলম্বের কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করে প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্টকে জানাতে হবে এবং একই সঙ্গে মামলার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।

তবে ডিএসএ-এর অধীনে মামলাগুলোর অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, এসব সময়সীমা কার্যকরভাবে মানতে বাধ্য করার জন্য অতিরিক্ত কোনো বাস্তবায়ন ব্যবস্থা না থাকলে আদালত বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহজেই এই বিধান উপেক্ষা করতে পারে। ফলে কেবল সময়সীমা নির্ধারণ করাই দীর্ঘসূত্রতা রোধের জন্য যথেষ্ট নয়।

ভিত্তিহীন মামলা

মামলাগুলোর দুর্বলতা ও ভিত্তিহীনতার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলোর চূড়ান্ত পরিণতিতে। বৃহত্তর তথ্যসমষ্টির ২২২টি মামলার মধ্যে মাত্র একটি মামলার পরিণতি হয়েছিল দণ্ডদেশে।³⁰⁵

বিশ্লেষিত ৩০টি কেস স্টাডির মধ্যে ১১টি মামলায় সাংবাদিকেরা খালাস পেয়েছেন। আরও পাঁচটি মামলা খারিজ হয়েছে এবং ছয়টি মামলায় উচ্চতর আদালত স্থগিতাদেশ জারি করেছেন, অর্থাৎ আদালত সাময়িকভাবে মামলার কার্যক্রম বন্ধ রেখেছেন। এসব ফলাফল থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মামলাগুলোর বড় অংশই ছিল দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো।³⁰⁶

উদাহরণ হিসেবে এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লার মামলার কথা উল্লেখ করা যায়। তদন্ত শেষে তাঁর মামলার চার্জশিটেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে “উক্ত আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি,” যার পর তিনি খালাস পান।³⁰⁷ এরপরও তাঁকে দীর্ঘ সময় মামলা মোকাবিলা করতে হয়েছে। একইভাবে ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের মামলাটি প্রায় তিন বছর লড়াইয়ের পর খারিজ হয়।³⁰⁸

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

প্রসিকিউটরদের ভূমিকা সম্পর্কিত জাতিসংঘের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রসিকিউটরদের তাঁদের দায়িত্ব “ন্যায়সঙ্গত, ধারাবাহিক এবং দ্রুততার সঙ্গে” পালন করতে হবে।³⁰⁹ একই ধরনের নির্দেশিকা ইউরোপ কাউন্সিলও দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রসিকিউটরদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে “ন্যায়সঙ্গততা” বলতে শুধু

³⁰⁵ A second case ended in conviction at trial, but the case was stayed by the High Court.

³⁰⁶ Seven cases were ongoing as of the date data collection closed and one case resulted in a conviction (this is the same case that ended in a conviction in the larger dataset).

³⁰⁷ Chargesheet No. 36/1, March 23, 2020, MD Hedait Hossain Molla.

³⁰⁸ Interview, Ikhtiyar Uddin Azad.

³⁰⁹ United Nations, Guidelines on the Role of Prosecutors, Sept. 7, 1990, para 12, available at <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-role-prosecutors>.

আদালতে মামলা পরিচালনা নয়; বরং সত্য উদঘাটনে আদালতকে সহায়তা করা, “যৌক্তিকভাবে নির্ভরযোগ্য” বলে বিশ্বাস করা যায় এমন প্রমাণ ব্যবহার করা এবং প্রমাণ যা সমর্থন করে তার বাইরে গিয়ে মামলা পরিচালনা না করাও অন্তর্ভুক্ত।³¹⁰

কিন্তু এই প্রতিবেদনে বিশ্লেষিত বহু মামলায় পর্যাপ্ত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব থাকা সত্ত্বেও চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অনেক ক্ষেত্রে মামলাগুলো প্রকৃতপক্ষে সতর্ক ও স্বাধীন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়নি; বরং প্রায় যান্ত্রিক বা রুটিন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান অবস্থা

সিএসও-এর ধারা ২৮ অনুযায়ী, মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা একটি ফৌজদারি অপরাধ। তবে এই অধ্যাদেশে এমন কোনো সুস্পষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়নি, যার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মিথ্যা বা ভিত্তিহীন মামলা তদন্ত ও পরিচালনা করলে তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনা যাবে।

একই ধরনের বিধান সিএসএ-তেও ছিল, অর্থাৎ ধারা ৩৪-এ মিথ্যা অভিযোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবে সিএসএ-এর অধীনেও ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক ফৌজদারি মামলা অব্যাহত ছিল। ফলে শুধু মিথ্যা অভিযোগকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়। ভিত্তিহীন মামলা দায়ের ও বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব জবাবদিহি নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে অতিরিক্ত ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতে পারে।

³¹⁰ Council of Europe Consultative Council of European Prosecutors, Opinion No. 9 (2014) on European Norms and Principles Concerning Prosecutors, Dec. 17, 2014, available at <https://rm.coe.int/168074738b>, paragraphs XV and 14.

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর প্রভাব



“আইন হওয়া উচিত বাংলাদেশি নাগরিকদের অনলাইন হয়রানি ও অপরাধ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য, তাঁদের জিম্মি করে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য নয়।”³¹¹

৩০ জন সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার, তাঁদের মামলাসংক্রান্ত নথিপত্র এবং গভীরতর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে, ডিএসএ-এর অধীনে তদন্ত ও ফৌজদারি বিচারপ্রক্রিয়া সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে। একই সঙ্গে তাঁদের পরিবার, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর নাগরিক পরিসরেও এসব মামলার কী ধরনের প্রভাব পড়েছে, সেটিও এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশেষভাবে দেখা গেছে, ডিএসএ-এর অধীনে মামলা ও বিচারপ্রক্রিয়া সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুস্থতার ওপর গভীর চাপ তৈরি করেছে। এসব মামলার কারণে তাঁদের ওপর উল্লেখযোগ্য আর্থিক বোঝা সৃষ্টি হয়েছে, পেশাগত অনিশ্চয়তা বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে সাংবাদিকতা পেশায় কাজ করার ক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ডিএসএ প্রয়োগের ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর একটি স্পষ্ট ভীতিকর প্রভাব তৈরি হয়েছে, যা সাংবাদিক ও নাগরিকদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেলফ-সেন্সরশিপের প্রবণতা বাড়িয়েছে।

সাক্ষাৎকার দেওয়া সাংবাদিকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে যেসব প্রভাবের কথা জানিয়েছেন, সেগুলো নিচে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা স্পষ্ট করে যে ভবিষ্যতে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা সিএসও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষায় সঠিক ভারসাম্য নিশ্চিত করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

স্ব-নিয়ন্ত্রণমূলক সেন্সরশিপ – ২০



আর্থিক চাপ – ১৯



মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব – ১৬



পরিবারের ওপর চাপ – ৯



সুনামহানি – ৩



পেশাগত জীবনে প্রভাব – ৬



বাসস্থান পরিবর্তনে বাধ্য হওয়া – ১



উই পিপল কপিরাইট © ২০১৮ প্রোপাবলিকা এবং আলবার্তো কায়রো।

ট্রিয়েটিভ কমন্স বাই-এনসি-এনডি ৩.০ ইউএস লাইসেন্সের আওতাভুক্ত

³¹¹ Interview, K M Belal Hossen Swapon.

ক. সাংবাদিকদের জীবনে প্রভাব

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, গ্রেপ্তারের সময় এবং পরবর্তী আটক অবস্থায় অনেক সাংবাদিক তাত্ক্ষণিক শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। সাক্ষাৎকার দেওয়া অন্তত ১৪ জন সাংবাদিক জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার বা আটক অবস্থায় তাঁরা দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছেন।

উদাহরণ হিসেবে সেই সাংবাদিকদের মামলার কথা বলা যায়, যাদের বিরুদ্ধে এক পুলিশ কর্মকর্তার নামে ভুল উদ্ভৃতি প্রকাশের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযুক্ত সাংবাদিকদের একজন রমজান আলী প্রামাণিক জানান, খাবার খাওয়ার ঠিক আগে তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর পরিবারের সদস্যরা কান্নাকাটি করে পুলিশকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটিও তাঁদের জানানো হয়নি। প্রামাণিকের ভাষ্য অনুযায়ী, পুলিশ তাঁকে থানায় নেওয়ার সময় ঘুরপথ ব্যবহার করেছিল, ফলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁকে হয়তো শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে। তিনি ডায়াবেটিসের রোগী হওয়া সত্ত্বেও এবং পুলিশকে বিষয়টি জানানোর পরও তাঁকে কোনো ওষুধ দেওয়া হয়নি। পুরো ঘটনার সময় তিনি বুঝতেই পারছিলেন না কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর দাবি অনুযায়ী, তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল গ্রেপ্তারের পর।³¹²

তানভীর হাসান তনুর ঘটনায়, যিনি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে রোগীদের খাবার কম দেওয়া নিয়ে প্রতিবেদন করায় অভিযুক্ত হন, পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক ছিল। গ্রেপ্তারের সময় তনু নিজেই কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ছিলেন। তবুও তাঁকে রাত ১টা পর্যন্ত থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং শ্বাস নিতে কষ্ট শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে, ১৫ থেকে ২০ জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এমনকি তাঁকে বাথরুম ব্যবহারের সময়ও হাতকড়া খোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।³¹³

আরেকটি ঘটনায় সাংবাদিক আজহারুল হক জানিয়েছেন, তাঁকে চোখ বেঁধে পাঁচ থেকে ছয়জন কর্মকর্তা আক্রমণাত্মকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, জিজ্ঞাসাবাদের সময় বৈদ্যুতিক শকও ব্যবহার করা হয়েছিল। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের মূল বিষয় ছিল তিনি সরকারবিরোধী মনোভাব পোষণ করেন কি না এবং যে সংবাদমাধ্যমে তিনি কাজ করতেন, সেটির কর্তৃপক্ষ কেন তাঁকে ওই প্রতিবেদন লিখতে বলেছিল। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে তদন্তকারীরা তাঁকে সেই প্রকাশকের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন, যিনি তখন বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন।³¹⁴

ইখতিয়ার উদ্দিন আজাদের অভিজ্ঞতা

তিনি জানিয়েছেন, নিজের মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁর প্রায় ৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। তাঁকে প্রায় প্রতি মাসে তিনবার আদালতে হাজিরা দিতে হতো। আদালতে যাতায়াত, আইনজীবীর ফি এবং দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া মিলিয়ে এই মামলা “তাঁর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে।” তাঁর ভাষায়, একটি মিথ্যা মামলার কারণে তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে, যার কালো দাগ তাঁর জীবন ও পেশাগত পরিচয়ে এখনও রয়ে গেছে।³¹⁵

³¹² Interview, Ramjan Ali Pramanik.

³¹³ Interview, Tanvir Hasan Tanu.

³¹⁴ Interview, Azharul Haque.

³¹⁵ Interview, Ikhtiyar Uddin Azad.

মামলাগুলো দীর্ঘদিন বুলে থাকা বা দীর্ঘসূত্রতায় পড়ার কারণে সাংবাদিকদের জীবনে আরও গভীর প্রভাব পড়েছে। যেসব ঘটনায় তথ্য পাওয়া গেছে, সেখানে এফআইআর দায়ের থেকে মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত গড়ে প্রায় দুই বছর সময় লেগেছে। বিশ্লেষিত ৩০ জন সাংবাদিকের মধ্যে ১৯ জন জানিয়েছেন, মামলার কারণে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

উদাহরণ হিসেবে একটি নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন করা সাংবাদিকের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, মামলাটি পরিচালনা করতে তাঁর প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।³¹⁶ এই অঙ্ক ডিএসএ-এর বিভিন্ন ধারায় নির্ধারিত সর্বোচ্চ জরিমানার সমপরিমাণ এবং দেশের গড় মাসিক আয়ের প্রায় ২০ গুণ।³¹⁷

কিছু ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘস্থায়ী বুলে থাকা সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত জীবনে অতিরিক্ত অস্থিরতা তৈরি করেছে। উদাহরণ হিসেবে আফরোজা সরকারের ঘটনার কথা বলা যায়। তাৎক্ষণিক অযৌক্তিক গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি সাত মাস তাঁর দুই সন্তানকে ছাড়া অন্যত্র অবস্থান করতে বাধ্য হন। নিজের খরচ চালাতে তাঁকে সোনার লকেট ও কানের দুল বিক্রি করতে হয়েছিল।³¹⁸

আবু তৈয়ব মুন্সির অভিজ্ঞতা

তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার কারণে তাঁর পারিবারিক ও পেশাগত জীবন গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর কথায়, “তাঁর পরিবার এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।” তাঁকে ফেসবুকে কোনো সংবাদ পোস্ট বা শেয়ার করতে দেওয়া হয় না। এমনকি তাঁর নিয়োগকর্তাও তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি এমন একটি সংবাদ প্রকাশ করে নিজেকে এই “ঝামেলায়” জড়ালেন।³¹⁹

তবে এসব মামলার প্রভাব কেবল শারীরিক বা আর্থিক ছিল না। ডিএসএ-এর মামলাগুলো সাংবাদিকদের মধ্যে ভয়, উদ্বেগ এবং মানসিক চাপও তৈরি করেছে, যার প্রভাব তাঁদের পরিবারেও পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে এমডি হেদায়েত হোসেন মোল্লা বলেছেন, তিনি যেখানেই যান, মানুষ তাঁকে সেই মামলার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এখনও তাঁকে মানসিকভাবে আঘাত করে। তাঁর ভাষায়, “এখন সত্য লিখতে গেলেও তাঁকে তিনবার ভাবতে হয়। তিনি এখনও ট্রমার মধ্যে আছেন।”³²⁰

এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোভিড-১৯-সংক্রান্ত বাস চলাচলের বিধিনিষেধ অমান্যের অভিযোগ নিয়ে প্রতিবেদন করায় দায়ের হওয়া মামলায় সাংবাদিক সিরাজুল ইসলাম রতন জানান, ভোর ৬টার দিকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসে। তখন তিনি তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। একজনের বয়স ছিল এক বছর, অন্যজনের পাঁচ বছর। পুলিশ যখন তাঁদের বাবাকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন দুই সন্তানই কান্না করছিল। রতনের ভাষ্য অনুযায়ী, মামলার কারণে তাঁর পরিবার, বিশেষ করে তাঁর সন্তানদের সামাজিক অপমান ও কটুজির শিকার হতে হয়েছে।³²¹

³¹⁶ Interview.

³¹⁷ One recent report placed the average monthly entry-level salary in Bangladesh at between BDT 20,000 and 30,000. Faisal Bin Iqbal & Aaqib Hasib. Entry Salaries for Fresh Graduates: A Bleak Picture, Daily Star, Aug. 25, 2022, available at <https://www.thedailystar.net/campus/career/news/entry-salaries-fresh-graduates-bleak-picture-3102016>.

³¹⁸ Interview, Afroza Sarkar.

³¹⁹ Interview, Abu Taiyub Munshi.

³²⁰ Interview, MD Hedait Hossain Molla.

³²¹ Interview, Sirajul Islam Ratan.

খ. প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত প্রভাব

মামুনুর রশীদ নোমানির অভিজ্ঞতা

মেয়রের ছবি তোলার অভিযোগসংক্রান্ত মামলার পর মামুনুর রশীদ নোমানি জানান, সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন তাঁর পত্রিকাকে কার্যত কালো তালিকাভুক্ত করে। এর ফলে তাঁর পত্রিকায় আর কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। তিনি বলেন, বিজ্ঞাপননির্ভর একটি পত্রিকার জন্য এটি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। তাঁর ভাষায়, তিনি কখনও সাংবাদিকতা ছাড়বেন না, তবে এখন আর সিটি করপোরেশনসংক্রান্ত সংবাদ করেন না।³²²

বিশ্লেষিত ৩০ জন সাংবাদিকের মধ্যে ২০ জন জানিয়েছেন, এক বা একাধিক ডিএসএ মামলার অভিজ্ঞতার পর তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সেলফ-সেন্সরশিপের পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন। আর তিনজন পুরোপুরি সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার দেওয়া একজনের ভাষায়, ডিএসএ ছিল “সাংবাদিক, কলাম লেখক ও কার্টুনিস্টদের জন্য এক ধরনের লাল সংকেত,” যা তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছিল।³²³

সাবুর রানার ঘটনায় দেখা যায়, তিনি কেবল একটি প্রতিবেদন পুনরায় শেয়ার করেছিলেন, তবুও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। তাঁর ভাষায়, “তিনি যেসব সাংবাদিককে চিনতেন, সবাই আতঙ্কিত ছিলেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখতে তাঁরা ভয় পেতেন। এমনকি ফেসবুকে কোনো পোস্ট শেয়ার করা বা লাইক দিতেও তাঁরা দ্বিধায় ভুগতেন।³²⁴ একইভাবে আজহারুল হক বলেন, “তাঁর মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং পরিবারের ভোগান্তির কথা ভেবে এখন তিনি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার সাহস পান না।”³²⁵

আবু জাফরের অভিজ্ঞতা

আবু জাফর জানান, কারাগারে কাটানো ৩৭ দিন তিনি সম্পূর্ণ আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। তিনি আদৌ মুক্তি পাবেন কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত ছিলেন না। একজন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় শাস্তির মুখে পড়ে তিনি সাংবাদিকতা পেশা ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তাঁর ভাষা অনুযায়ী, এই মামলা তাঁকে নিজের সংবাদ পরিবেশনে আত্মনিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বাধ্য করেছে, কারণ তিনি আবারও অভিযুক্ত হয়ে একই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায় থাকেন।³²⁶

³²² Interview, Mamunur Rashid Nomani.

³²³ Interview, K. M. Belal Hossen Swapon.

³²⁴ Interview, Sabur Rana.

³²⁵ Interview, Azharul Haque.

³²⁶ Interview, Abu Zafar.

কিছু ক্ষেত্রে সাংবাদিকেরা কাজ করতে চাইলেও তাঁদের কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আবদুল কাইয়ুমের ঘটনার কথা বলা যায়। হাতকড়া পরা অবস্থায় তাঁর ছবি স্থানীয়ভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর গণমাধ্যমগুলো তাঁকে “ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি” হিসেবে দেখতে শুরু করে। তাঁর ভাষায়, এখন আর তিনি কাজ পান না, কারণ গণমাধ্যমগুলো মনে করে তাঁকে নিয়োগ দিলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে।³²⁷

এর ফলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিসর ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে গণতান্ত্রিক জবাবদিহির ওপর।

³²⁷ Interview, Abdul Kaium.

উপসংহার ও সুপারিশ



গণতান্ত্রিক সমাজে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি উল্লেখ করেছে, “স্বাধীন, সেন্সরশিপমুক্ত ও বাধাহীন গণমাধ্যম,” যা একই সঙ্গে “স্বাধীন ও বহুমাত্রিক,” একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি।³²⁸ একইভাবে আন্তঃআমেরিকান মানবাধিকার আদালত বলেছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সামাজিক মাত্রা কার্যকরভাবে চর্চার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অপরিহার্য বাহন হিসেবে কাজ করে। এ কারণে গণমাধ্যম যেন সর্বাধিক বৈচিত্র্যময় তথ্য ও মতামত সংগ্রহ ও প্রচার করতে পারে, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।³²⁹ অন্যদিকে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতও বারবার উল্লেখ করেছে যে জনগণের তথ্য ও মত বিনিময়ের অধিকার নিশ্চিত ও বিকাশে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।³³⁰

কিন্তু উপাত্ত ও বিশ্লেষণ দেখায়, ডিএসএ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন, ব্যক্তিগত বিরোধ কিংবা রাজনৈতিক ক্ষোভ মেটানোর হাতিয়ার হিসেবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সহজেই ব্যবহার করা গেছে। অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে কার্যকর কোনো বাধা ছিল না। অনেক ঘটনায় যিনি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত বলে দাবি করা হয়েছে, তিনিই অভিযোগকারী ছিলেন না। একই বক্তব্য বা একই কনটেন্টকে কেন্দ্র করে একাধিকবার মামলা দায়েরের ঘটনাও ঘটেছে।

আইনটির বিভিন্ন ধারা ছিল বিস্তৃত, অস্পষ্ট এবং প্রায়ই পরস্পরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সুস্পষ্ট আইনি ভিত্তি ছাড়াই একাধিক ধারা একসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। বহু সাংবাদিককে গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আটক অবস্থায় নির্ধাতন বা দুর্ব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর দীর্ঘসূত্রতা, অনিশ্চয়তা এবং বিচারপ্রক্রিয়ার ধীরগতি সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত, পেশাগত ও আর্থিক জীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছে।

ডিএসএ বাতিল হলেও এই প্রতিবেদনে চিহ্নিত ঝুঁকিগুলো অতীত হয়ে যায়নি। বরং বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে নতুন নতুন সাইবার আইন প্রণয়নের প্রবণতা দক্ষিণ এশিয়ার একটি বৃহত্তর বাস্তবতার অংশ। এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে অনলাইন মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলোকে সামান্য পরিবর্তন বা নতুন আকারে উপস্থাপন করা হলেও মৌলিক সংস্কারের প্রশ্নটি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত থেকেছে।³³¹

পাকিস্তানে প্রিভেনশন অব ইলেকট্রনিক ক্রাইমস অ্যাক্ট সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করা এবং ভিন্নমত দমনে ব্যবহৃত হয়েছে।³³² একইভাবে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় ধারাবাহিক সংশোধনের মাধ্যমে অনলাইন বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ ও সেন্সরশিপের অভিযোগ উঠেছে।³³³ এই অভিজ্ঞতা দেখায়, ডিএসএ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। একই সঙ্গে এটি বাংলাদেশের জন্য একটি সুযোগও তৈরি করে, যাতে দেশটি আরও অধিক অধিকারসম্মত ও সীমিত পরিসরের সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা সিএসও এবং অন্যান্য সংস্কারের মাধ্যমে ডিজিটাল অধিকার সুরক্ষায় আঞ্চলিক নেতৃত্ব দিতে পারে।

³²⁸ General Comment No. 34, para. 13.

³²⁹ IACtHR, Case of Herrera-Ulloa v. Costa Rica, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of July 2, 2004, Series C No. 107, para. 117.

³³⁰ ECtHR, Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy v. Finland, App. No. 931/13, June 27, 2017, para. 126.

³³¹ For instance, in Pakistan, TrialWatch documented the flaws in the Prevention of Electronic Crimes Act (PECA). See Clooney Foundation for Justice, Deep Flaws in Pakistan's Cyber Defamation Law Threaten Press Freedom, available at <https://cfj.org/news/deep-flaws-in-pakistans-cyber-defamation-law-threaten-press-freedom/>. And yet as Human Rights Watch has explained, 2025 amendments to PECA added new provisions “making the dissemination of ‘fake or false’ information a criminal offense punishable by up to three years in prison.” Human Rights Watch, Pakistan: Repeal Amendment to Draconian Cyber Law, Feb. 3, 2025, available at <https://www.hrw.org/news/2025/02/03/pakistan-repeal-amendment-draconian-cyber-law>.

³³² Clooney Foundation for Justice, Deep Flaws in Pakistan's Cyber Defamation Law Threaten Press Freedom, available at <https://cfj.org/news/deep-flaws-in-pakistans-cyber-defamation-law-threaten-press-freedom/>.

³³³ See Joint Statement for World Press Freedom Day, India: New Amendment to the Information Technology Rules that Threatens Press Freedom Must be Withdrawn.

তবে বর্তমান অবস্থায় সিএসও-এর ধারা ২৬ ডিএসএ-এর অন্যতম বিতর্কিত ধারা, অর্থাৎ ধারা ৩১-এর বেশ কিছু উপাদান বহাল রেখেছে। ফলে এই ধারাটিও অপব্যবহারের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে।

এই উদ্বেগ আরও বেড়ে যায় যখন দেখা যায়, ডিএসএ-এর বিভিন্ন ধারাকে প্রায়ই সুস্পষ্ট যৌক্তিক ভিত্তি ছাড়া একসঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে একটি অপরাধ ও আরেকটি অপরাধের মধ্যে আইনি বিভাজন বাস্তবে যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। অর্থাৎ এখন আইনের পরিসর কিছুটা সংকুচিত হলেও, যদি তদন্তকারী বা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপরাধগুলোর পার্থক্য নির্ধারণে যথাযথ সতর্কতা না দেখায়, তাহলে সীমিত সংখ্যক ধারাও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তদুপরি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে হওয়া তদন্তগুলোর দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ ও সতর্ক যাচাই-বাছাইয়ের অভাব সংক্রান্ত উদ্বেগ আরো বাড়ায়।

অন্যদিকে সিএসও একটি অধ্যাদেশ হওয়ায় এটি নতুন ধরনের অনিশ্চয়তাও তৈরি করেছে। সংসদ অধিবেশনে বসার পর যদি সিএসও অনুমোদিত না হয়, তাহলে অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাবে এবং পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরে আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে সিএসএ আবারও কার্যকর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে।

একইভাবে সিএসও-তে সাম্প্রতিক সংশোধনের মাধ্যমে ডিএসএ-এর অধীন কিছু মামলা বাতিল এবং কিছু দণ্ডদেশ খারিজের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কীভাবে কার্যকর হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সংশোধনীতে ডিএসএ-এর অধীন কিছু মামলা চলমান রাখার ইঙ্গিতও রয়েছে, যদিও এসব মামলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমানে সুস্পষ্ট আইনি ভিত্তি নেই। একই সঙ্গে সিএসও-তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বা আইসিটি-এর অধীন চলমান মামলাগুলোর বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে আইনি ভিত্তির অভাব থাকা সত্ত্বেও সেসব মামলাও ভবিষ্যতে চালিয়ে নেওয়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

উপরের বিশ্লেষণের আলোকে আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছি:

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি

- i. সাংবাদিকদের রাজনৈতিক অবস্থান বা মতাদর্শ নির্বিশেষে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
- ii. স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে সিএসও বাস্তবায়নসংক্রান্ত একটি উন্মুক্ত তথ্যভান্ডার তৈরি করতে হবে। এই তথ্যভান্ডারে আইন প্রয়োগসংক্রান্ত পরিসংখ্যান পেশা, লিঙ্গ ও অঞ্চলভিত্তিকভাবে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে বোঝা যায় আইনটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না।
- iii. পূর্ববর্তী সাইবার আইনের অধীনে চলমান মামলাগুলোর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে:
 - a. বৈধতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বা আইসিটি-এর অধীনে চলমান সব মামলা বাতিল করতে হবে। একই সঙ্গে সিএসও-এর সাম্প্রতিক সংশোধনীর আলোকে অনলাইন বক্তব্যসংক্রান্ত ডিএসএ মামলায় দেওয়া দণ্ডদেশ বাতিলের মতো ব্যবস্থাও নিতে হবে।
 - b. বৈধতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডিএসএ-এর অধীনে চলমান সব মামলা বাতিল করতে হবে এবং ডিএসএ-এর নির্দিষ্ট ধারার অধীনে দেওয়া দণ্ডদেশ খারিজসংক্রান্ত সিএসও সংশোধনী কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

- c. আইসিটি, ডিএসএ এবং সিএসএ-এর অধীনে চলমান সব মামলার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সেই তালিকায় প্রতিটি মামলার বর্তমান অবস্থা উল্লেখ থাকতে হবে এবং কোন মামলা প্রত্যাহার বা বাতিল করা হয়েছে তা স্পষ্ট করতে হবে। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অন্যান্য মামলার তালিকা শনাক্ত করার যে প্রক্রিয়া চলছে, সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে।³³⁴
 - d. এই প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার দেওয়া সাংবাদিকেরা বহুমাত্রিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। ফলে ডিএসএ-এর অধীনে অন্যায় বিচারপ্রক্রিয়া বা মিথ্যা মামলার শিকার সাংবাদিক ও তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনও এ ধরনের সুপারিশ করেছে।³³⁵
- iv. অনলাইনকেন্দ্রিক অপব্যবহার বা ক্ষতিরোধে জেডার-সংবেদনশীল এবং অধিকার-বান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যা ঢালাও বাকস্বাধীনতা হরণকারী অপরাধ কিংবা ফৌজদারি মানহানি আইনের ওপর নির্ভরশীল নয়। এই লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:
- a. সিএসও-এর ধারা ২৬ বাতিল বা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করতে হবে, কারণ এটি ডিএসএ-এর ধারা ৩১-এর বেশ কিছু ত্রুটি বহন করে চলেছে।
 - b. দণ্ডবিধিতে থাকা ফৌজদারি মানহানির বিধান বাতিল করতে হবে, কারণ সাইবার মানহানি-সংক্রান্ত বিধান সীমিত করা হলেও এই ধারাগুলো বিকল্প হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।³³⁶
- v. সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার গ্রহণ করতে হবে:
- a. গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত নীতির মতো একটি আইনি সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা সদিচ্ছা থেকে পরিচালিত সাংবাদিকতামূলক কাজকে সুরক্ষা দেবে।³³⁷
 - b. গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী একটি স্বাধীন জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যা “মিথ্যা বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর অভিযোগ নিষ্পত্তির” সুযোগ দেবে।³³⁸ কমিশনের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিল গণমাধ্যমবিষয়ক অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কমিশনের ভাষায়, “অনৈতিক সাংবাদিকতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর প্রতিকারব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে; শেষ পর্যন্ত তাঁদের আদালতের

³³⁴ The Business Standard, Political Parties Urged to Submit FIRs by 30 Nov for Withdrawal of 'False Cases,' Nov. 18, 2025, available at <https://www.tbsnews.net/bangladesh/political-parties-urged-submit-firs-30-nov-withdrawal-false-cases-1288491>.

³³⁵ Media Reform Commission Report, p. 145.

³³⁶ Media Reform Commission Report, p. 145.

³³⁷ See Draft Ordinance enacted for providing protection of journalism and journalists' rights and formulating ancillary provisions, Media Reform Commission Report, p. 176.

³³⁸ Media Reform Commission Report, p. 144.

শরণাপন্ন হতে হয়।³³⁹ একই সঙ্গে প্রেস কাউন্সিলের এখতিয়ার অনলাইন গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করে না।³⁴⁰ ফলে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে অনেকেই সরাসরি ফৌজদারি মামলা দায়েরের পথ বেছে নেন।

- c. এই ধরনের জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন বা অনুরূপ প্রেস সংস্থাকে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত, যাতে সাংবাদিকতাসংক্রান্ত বিরোধগুলো সরাসরি ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় না গিয়ে বিকল্প প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা যায়। উদাহরণ হিসেবে ইন্দোনেশিয়ায় প্রেস কাউন্সিল ও জাতীয় পুলিশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সাংবাদিক ও গণমাধ্যমসংক্রান্ত বিরোধ ব্যবস্থাপনা এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার প্রতিরোধ করা। এই কাঠামো অনুযায়ী, সাংবাদিকতাসংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে কোনো ফৌজদারি তদন্ত বা আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার আগে বিষয়টি প্রেস কাউন্সিলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হয়।³⁴¹ একই ধরনের মডেল ভারতের ক্ষেত্রেও প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে ২০২৪ সালের মিডিয়া ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি বিল-এ একটি জাতীয় গণমাধ্যম কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব রয়েছে। বিলটির ৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, কোনো সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন বা কার্যক্রমের কারণে কোনো গণমাধ্যম বা তার কর্মীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা শুরু করার আগে জাতীয় গণমাধ্যম কাউন্সিলের অনুমতি নিতে হবে।³⁴²

- vi. এই প্রতিবেদনে নথিভুক্ত বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে অস্পষ্ট ও অতিবিস্তৃত “ডিজিটাল বক্তব্যসংক্রান্ত অপরাধ” বিলোপে আঞ্চলিক পর্যায়ে উদ্যোগ জোরদার করতে হবে।

ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি

- i. বাংলাদেশে বিদ্যমান বক্তব্যসংক্রান্ত অপরাধসমূহ, সিএসও-এর সংশ্লিষ্ট বিধান এবং প্রাসঙ্গিক প্রক্রিয়াগত আইনসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য পর্যালোচনা করতে হবে। এই পর্যালোচনায় বাংলাদেশের ওপর প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডকে ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ সিএসও গ্রহণ বা অনুমোদন করতে হবে, যাতে সিএসএ পুনরায় কার্যকর হওয়ার ঝুঁকি তৈরি না হয়।
- ii. দণ্ডবিধিতে থাকা ফৌজদারি মানহানির বিধান বাতিল করতে হবে, কারণ সাইবার মানহানিসংক্রান্ত বিধান না থাকলে বা সীমিত করা হলে এটি বিকল্প হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।³⁴³
- iii. উপরের সুপারিশ v (ক), (খ) ও (গ)-তে আলোচিত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সুরক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া গঠনের জন্য আইন প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

³³⁹ Media Reform Commission Report, p. 69.

³⁴⁰ Id., p. 70.

³³⁹ Media Reform Commission Report, p. 69.

³⁴⁰ Id., p. 70.

³⁴¹ Memorandum of Understanding [unofficial translation], No.2/DP/MoU/II/2017.. This system does not, however, always function as intended. See, e.g., Staff at the American Bar Association Center for Human Rights et al., TrialWatch Fairness Report, Indonesia v. Muhammad Asrul, Indonesia v. Stella Monica, Dec. 2023, available at https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/human_rights/indonesia_ite-report.pdf.

³⁴² See Media Transparency (And Accountability) Bill, 2024, available at <https://pressclubofindia.org/Media-Transparency-Bill.pdf>.

³⁴³ Media Reform Commission Report, p. 145.

iv. এই প্রতিবেদনের উপাত্তে দেখা গেছে, ২২২টি মামলার মধ্যে মাত্র একটিতে দণ্ডদেশ হয়েছে। এই বাস্তবতার আলোকে সিএসও-এর ধারা ২৮ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে “কোনো ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ন্যায়সঙ্গত বা আইনসম্মত কারণ ছাড়া এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীনে মামলা বা অভিযোগ দায়ের করলে বা করালে” তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে নির্বাচনী বা পক্ষপাতমূলক প্রয়োগ এড়াতে এই অপরাধ কখন প্রযোজ্য হবে, তার স্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, একই প্রতিবেদনের বিষয়ে তৃতীয় পক্ষের পুনরাবৃত্ত অভিযোগ, বা প্রমাণযোগ্যভাবে মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগযোগ্য হতে পারে। একই সঙ্গে এই বিধানের প্রয়োগ নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, যাতে বোঝা যায় আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার রোধে এটি কার্যকর হচ্ছে কি না, অথবা এই বিধান নিজেই আবার নির্দিষ্ট কারো উপর ব্যবহার হচ্ছে কি না।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনও খসড়া আইনে এমন একটি বিধান অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, “পর্যালোচনায় মিথ্যা মামলার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নিতে হবে।³⁴⁴” এই প্রস্তাবটিও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। একই সঙ্গে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের অনুরূপ ও আরও বিস্তৃত প্রযোজ্য সুপারিশগুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন।³⁴⁵

v. বৃহত্তর তথ্যসমষ্টির ৫৬ শতাংশ মামলা ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত পুলিশি তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গিয়েছিল, যা তদন্তে দীর্ঘ বিলম্বের ইঙ্গিত দেয়। এ প্রেক্ষাপটে সিএসও-এর সুরক্ষামূলক বিধানগুলোর বাস্তবায়ন সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে তদন্ত শেষ করার সময়সীমা এবং মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা বাস্তবে মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

vi. বাংলাদেশের বক্তব্য-সীমিতকারী আইনসমূহ পর্যালোচনা এবং সংস্কার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পুলিশের প্রতি

i. এফআইআরে নির্বিচারে একাধিক ধারা একসঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। অভিযোগের প্রকৃতি ও ঘটনার বাস্তবতার সঙ্গে কোন অপরাধ প্রযোজ্য, সে বিষয়ে যথাযথ আইনি বিবেচনা ছাড়া ধারাসমূহ সংযুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। একইভাবে, যেখানে কেবল জামিনযোগ্য অপরাধ প্রযোজ্য, সেখানে অযথা অজামিনযোগ্য ধারা যুক্ত করার চর্চাও বন্ধ করতে হবে।

³⁴⁴ Media Reform Commission Report, p. 145.

³⁴⁵ Ashutosh Sarkar, Enact Practical Law to Curb False, Frivolous Cases, The Daily Star, Mar, 19, 2025, available at <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/enact-practical-law-curb-false-frivolous-cases-3851776>.

- ii. স্বেচ্ছাচারী কায়দায় গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জব্দ অভিযান এবং পুলিশি অসদাচরণ প্রতিরোধে কার্যকর সংস্কার গ্রহণ করতে হবে। এই প্রতিবেদনের ক্ষুদ্রতর তথ্যসমষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত প্রায় অর্ধেক সাংবাদিক জানিয়েছেন যে তাঁদের গভীর রাত বা অস্বাভাবিক সময়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অন্তত ১৪ জন দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে³⁴⁶ এবং পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো বিবেচনায় নিতে হবে।³⁴⁷
- iii. মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমা মেনে চলতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ, নিরপেক্ষ ও পেশাদার তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে।
- iv. যেসব পুলিশ কর্মকর্তা জেনে-বুঝে ভিত্তিহীন বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা পরিচালনা করেন, কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘন করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এই প্রতিবেদনে নথিভুক্ত ঘটনাগুলো এ ধরনের জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

বিচার বিভাগের প্রতি

- i. ২০১৬ সালে ব্লাস্ট মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশনা প্রদান করেছিল, তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।³⁴⁸
- ii. পরোয়ানা ছাড়া পরিচালিত তল্লাশি ও জব্দ অভিযানের তথ্য, যা সাইবার ট্রাইব্যুনালে নথিভুক্ত ও প্রতিবেদন আকারে জমা দেওয়ার কথা, তা প্রকাশ্যে আনতে হবে এবং সেগুলো সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করতে হবে।
- iii. মামলা তদন্তের সময় পুলিশের কার্যক্রম বিচারিকভাবে সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারকে পূর্ণ গুরুত্ব দিতে হবে।
- iv. সিএসও-তে নির্ধারিত তদন্ত ও বিচারকার্যের সময়সীমা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই কাঠামো অনুযায়ী বিলম্ব হলে তদন্ত কর্মকর্তাদের আদালতে এবং আদালতকে হাইকোর্টে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবেদন সংরক্ষণ ও প্রকাশ করতে হবে, যাতে বাস্তবে সময়সীমাগুলো কতটা অনুসরণ করা হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।
- v. এই প্রতিবেদনে বিচারকার্য শেষ হতে দীর্ঘ বিলম্বের যে চিত্র উঠে এসেছে, তার আলোকে মামলা জট কমানোর বিষয়ে বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

³⁴⁶ Supreme Court of Bangladesh, Appellate Division, Bangladesh v. BLAST, Civil Appeal No. 53/2004, May 24, 2016, available at https://blast.org.bd/content/judgement/Civil_Appeal_No.53_of_2004.pdf?ref=netra.news

³⁴⁷ Mamum Abdullah, What's in the Police Reform Commission's Sweeping Overhaul Plan?, Dhaka Tribune, Jan. 23, 2025 available at <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/371583/what%E2%80%99s-in-the-policereform-commission%E2%80%99s-sweeping>

³⁴⁸ Supreme Court of Bangladesh, Appellate Division, Bangladesh v. BLAST, Civil Appeal No. 53/2004, May 24, 2016, available at https://blast.org.bd/content/judgement/Civil_Appeal_No.53_of_2004.pdf?ref=netra.news.

CLOONEY
FOUNDATION
for **JUSTICE**

CGS Centre for
Governance Studies

